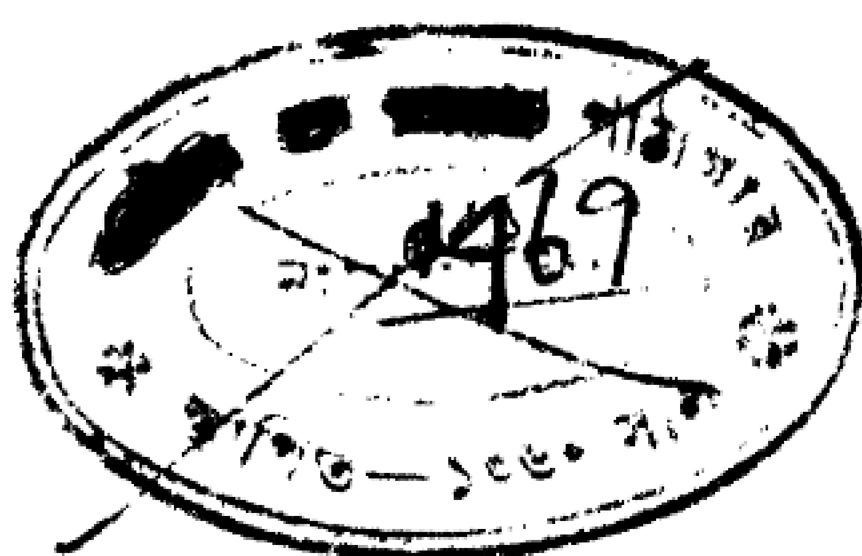
আঁধার পথের যাত্রী

—রহস্য উপন্যাস—



নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বংকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সত্য[illegible] গুপ্ত কর্তৃক
সবুজ সাহিত্য আয়তনের
পক্ষ হইতে প্রকাশিত,
১৪, বংকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—মহালয়া ১৩৫০
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫১

দেড় টাকা

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১৪, জগন্নাথ দত্ত লেন, কলিকাতা

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু



—এক— —'ডাক্তার সেন'—

রাত্রি বারটা বাজল!

উঃ কী অন্ধকার!

চারিদিক নিস্তব্ধ। শুধু একা আমি জেগে।

সবাইত' ঘুমিয়েছে; তবে আমার চোখে ঘুম নেই কেন?

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভারতের এক ছোট্ট সহর।

পৌষের শেষাশেষি।

শীতও যেন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

হাড় পর্য্যন্ত যেন দুর্দান্ত শীতের তীব্রতায় কনকনানি জাগাচ্ছে।

ঘরের এক কোনে চুল্লী জ্বলছে।

আগুণের নীলাভ শিখাগুলি যেন মন ছুঁয়ে যাচ্ছে।

মানুষ কেউ দেখে শেখে আবার কেউ ঠেকে শেখে।

ছোট বেলায় মা বাবার মুখে মাষ্টারদের মুখে শুনতাম ঃ আমার বুদ্ধিটা নাকি সাধারণের চাইতে একটু বেশী।

কিন্তু আজ জীবনের ৩০টা বছর পিছনে ফেলে এসে পিছন পানে তাকাচ্ছি, ছ'চোখের কোণে অশ্রু জমে ওঠে কেন?

আমি একজন শিক্ষিত ডাক্তার। সংসারে বর্তমানে আমি ও আমার এক ছোট ভাই, রজত।

ও আমার নামটা বুঝি বলা হয়নি!

আমার নাম শিশির সেন।

ডাক্তারীতে পসার আমার ভালই, কেননা সহরটা ছোট, এবং বাঙালী ডাক্তার বলতে গেলে আমিই 'এক মেবাদ্বিতীয়ম'।

আর চার পাঁচজন পাঞ্জাবী ডাক্তার আছে বটে তবে বিলাতী ডিগ্রী ল্যাজে ছ'চারটে আছে বলেই হয় ত আমার পশারঠা একটু বেশী।

বাঙালী হয়েও বাংলা দেশ ছেড়ে দেড় হাজার মাইল দূরে কেন ডাক্তারী করছি সে কথা বলতে হলে অতীতের একটু ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

বাবা ছিলেন বহুকাল বিলাত প্রবাসী এবং দুর্দান্ত রকমের সাহেব।

জীবনের প্রায় বেশীর ভাগ সময়ই তিনি বিলাতের এক কলেজে অধ্যাপনায় কাটিয়ে যখন বৃদ্ধ বয়সে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তখন ভারতের বহু স্থান ঘুরে ঘুরে অবশেষে কাশ্মীর থেকে ফিরার পথে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এই পাহাড়

ঘেরা সহরটিতে আর অত্যন্ত মন বসে যায়। এবং সংগে সংগে এখানে জায়গা কিনে বসবাসের জন্য চমৎকার একটি বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী তৈরী করান!

বাবা বলতেন: মানুষ কেন বিলাত যায় জানিনা! সমস্ত পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, জল বায়ু যেন আমাদের ভারতভূমিতে ইতঃস্তত ছড়িয়ে আছে। এখানে নদ আছে, নদী আছে, গভীর বনানী, আকাশচুম্বী পাহাড়; মরুভূমি কী নেই! হীরা, মণি, মাণিক্য, সব আমাদের ভারতের মাটীতে খুঁজলে পাওয়া যায়—সমগ্র পৃথিবীর যেন একটি ছোটখাটো সম্পূর্ণ সংস্করণ!

শীতের দেশে প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়ে এসে এদেশের গ্রীষ্মটা যেন শরীরে তাঁর মোটেই সইত না!

সেদিক দিয়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাহাড় ঘেরা সহরটি ছিল অপূর্ব্ব! শীতকালের ত' কথাই নেই, গ্রীষ্মকালেও এখানে রাত্রে রীতিমত ঠাণ্ডা! গায়ে কিছু না দিয়ে শোয়া যায় না। শীতকালে রীতিমত তুষার পড়ে।

৪।৫ ইঞ্চিরও বেশী বরফে সমস্ত সহরটি ঢেকে যায়।

তুষার ঢাকা চারিপাশের পাহাড়গুলি ও বরফের টোপর মাথায় পাইন গাছগুলি শীত ঋতুতে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য ধারণ করে।

আমি পাশ করে আসবার বছর খানেকের মধ্যেই বাবার মৃত্যু হয়। মা অনেক আগেই স্বর্গে গেছেন।

আঁধার পথের যাত্রী—

লিংক রোডের 'পরে আমাদের 'লতিকা লজ'! গ্রেনাইট পাথরের তৈরী বাড়ীটা। সামনে ছোট খাটো একটা বাগান।

বাড়ীটায় সর্ব সমেত ছয়খানি ঘর। শোবার ঘর দুটি, একটিতে আমি, অন্যটায় আমার ভাই রজত থাকে।

একটা 'পারলার', একটি ষ্টোর ও খাবার ঘর ও একটি রান্নাঘর।

পারলারের সংলগ্ন মাঝারি গোছের একটি ঘরে পার্টিশন দিয়ে দু'ভাগ করে, এক অংশে আমার 'ক্লিনিকস্' অন্য অংশে আমার প্রাইভেট রুম! প্রাইভেট রুমের সংগে আমার শয়ন কক্ষে যাবার একটি দরজা আছে।

প্রত্যেক মানুষেরই সখ থাকে। আমারও আছে। সখ আমার দুটি। এক ঃ ডিটেক্‌টিভ বই পড়বার উগ্র নেশা। দুই ঃ নিজের হাতে তৈরী একটি 'অল-ওয়েভ্' রেডিও সেট আছে। সারাদিনের কাজকর্মের পর ঐ দুটি নেশাই আমার সম্বল।

রাত্রে আমি বড় একটা রোগী দেখি না।

ছোট ভাই রজত লেখা পড়া বেশীদুর পর্য্যন্ত করেনি, সহরে ছোট খাটো একটি কাপড়ের দোকান রয়েছে তাই নিয়েই থাকে। এক খাবার সময় ছাড়া দুই ভায়ে বড় একটা দেখা হয় না। আমি বেশী কথা বলি না। কিন্তু ছোট ভাই রজত ঠিক ভিন্ন প্রকৃতির। দিবারাত্র সমান ভাবে তার মুখ চলছে।

রজতের আরো একটা দোষ আছে; সর্ব বিষয়ে বিশ্রী অহেতুক কৌতূহল। কিন্তু মনটা তার অত্যন্ত সরল।

দুই ভায়ের মধ্যে আমাদের ভালবাসা কিন্তু প্রগাঢ় !

বাড়ীতে একটা 'কম্‌বাইণ্ড' হ্যাণ্ড আছে, নাম তার নারাণ !

ছোট বেলা থেকেই সে আমাদের কাছে আছে। রান্না থেকে সুরু করে বাড়ীর সব কিছুই সে দেখা শোনা করে। আমরা ছাড়াও এ সহরে আরো দু' চার ঘর বাঙালী আছেন।

এই সহরটা সম্পর্কে আগেই দু' চারটে কথা বলেছি। সহরের মধ্যে দুটো পরিবার আছে, যাদের প্রতি সহজেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। এক হচ্ছে স্যার সূর্য্যপ্রসাদ সেন।

ভদ্রলোক বিপত্নীক ! একমাত্র মাহারা পুত্র তাঁর সমর।

তা ছাড়াও তাঁর সংসারে আরো দুটি পোষ্য আছে, তাঁর ছোট ভাই রাধিকাপ্রসাদ ও তাঁর দুই ছেলে বিমল ও সুবল।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদ কোথাকার এক ষ্টেটে দীর্ঘ উনিশ' বৎসর চাকুরী করে যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, লোকে বলাবলি করত তাঁর ব্যাংকে নাকি তখন দশলাখ মত টাকা ছিল।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ী ও নির্বিরোধি !

একমাত্র ছেলে সমর যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয় তার জন্য স্যার সূর্য্যপ্রসাদের চেষ্টা ও যত্নের ক্রটি ছিল না ; কিন্তু অল্প বয়েসেই কুসংগে মিশে সমর শাসনের বাইরে চলে যায়। বাপের বাক্স ভেংগে টাকা নিয়ে জুয়ো ও রেস খেলায় সে অল্প বয়েসেই বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মত্ত হয়ে ওঠে !

একমাত্র ছেলের এই পরিণতি সূর্য্যপ্রসাদের মস্তবড় দুঃখের কারণই হয়ে উঠেছিল।

মাসখানেক আগে হঠাৎ একদিন রাত্রে সমর সূর্য্যপ্রসাদের বাক্স ভেংগে হাজার পাঁচেক টাকা নিয়ে সেই যে উধাও হয়ে গেছে আজ পর্য্যন্ত তার আর কোন হদিশ মেলেনি।

সেদিনও রাস্তায় রোগী দেখে ফিরছি স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে দেখা; কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম: ছেলের কোন সংবাদ পেলেন, স্যার সূর্য্যপ্রসাদ বললেন: তার কথা আর বলোনা ডাক্তার। সমর যে আমাকে এমনি ভাবে দাগা দেবে, স্বপ্নেও তা কোন দিন ভাবিনি।

রাধিকাপ্রসাদ আজ মাত্র বছর দুই হয় দাদার সংসারে এসে কায়েমী আসন নিয়েছেন। খুলনায় ওকালতি করতেন; তাঁর এক পয়সাও ছিল না। বরাবরই স্যার সূর্য্যপ্রসাদ ভাইকে অর্থ সাহায্য করতেন।

রাধিকাপ্রসাদের বড় ছেলে বিমলও বি. এ. পাশ করে চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরছে! ছোট ছেলে সুবল ডন, বৈঠক, কুস্তি প্রভৃতি শরীর চর্চ্চা নিয়েই থাকে। জুয়া না খেললেও বিমল অত্যন্ত বিলাসী ও চঞ্চল মতি!

মুখে সর্বদাই বড় বড় কথা লেগে আছে!···

এখানকার দ্বিতীয় অধিবাসী জগৎজীবন ও পুলকজীবন বাবু! জগৎজীবন বাবু মাসখানেক আগে হঠাৎ টি, বিতে মারা যান।

জগৎজীবন বাবুর এককালে পাটের দালালী করে প্রভূত অর্থ ব্যাংকে জমেছিল—তিনি বিবাহ করেন নি! বৃদ্ধবয়সে দালালী ছেড়ে দিয়ে ছোট ভাই পুলকজীবনকে নিয়ে শান্তি

ও নিরিবিলিতে জীবনের বাকী কটা দিন কাটাবার জন্য এখানে এসে চমৎকার একখানা বাড়ী তৈরী করেন! ছোট ভাই পুলক জীবন এম, এ পাশ করে বম্বেতে প্রফেসারী করছিলেন, মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় এখানে দাদার কাছে আসতেন। দাদার মৃত্যুর পর তিনি এখন চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখানেই এসে বসবাস করছেন।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের পরম বন্ধু ছিলেন এই জগৎজীবন চৌধুরী!. শৈশব থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব!

এ ছাড়া এ সহরে আরো অনেক বাসিন্দাই আছেন, তাঁদের কথা না বললেও চলতে পারে কেন না তাঁরা বাঙালী নয়।

দিন কয়েক থেকে লক্ষ্য করছি ঃ আমার পাশের একতলা ছোট্ট বাগান বাড়ীটায় আধা বয়সী একটি ভদ্রলোক এসে ভাড়া নিয়েছেন। বাড়ীটার নাম ঃ 'Sunny Lodge'। শোনা যায় ভদ্রলোক নাকি বাংলোটা ক্রয় করেছেন।

ভদ্রলোকের বোধ হয় বাগান ও গাছপালার খুব সখ; প্রায় সব সময়ই দেখি বাড়ীর সামনের বাগানের গাছপালা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

লম্বায় ভদ্রলোক প্রায় ছয়ফুট হবেন!

পেশল উন্নত চেহারা।

মাথায় ঘন কালো চুল, ব্যাক ব্রাস্ করা! চোখে কালো সেলুলয়েডের চশমা। পরিধানে গেরুয়া রংয়ের খদ্দরের পায়জামা ও পাঞ্জাবী!

কাল রাত্রে জগৎজীবন চৌধুরীর ছোট ভাই পুলক জীবন থাইসিসে মারা গেছেন !

ভদ্রলোক কিছুদিন ধরে আমারই চিকিৎসাধীনে ছিলেন। মনটা সেই জন্য ভাল নেই !

নিজের ক্লিনিক্‌সএ বসে বসে সেই কথাই ভাবচি এমন সময় ছোট ভাই রজত এসে ঘরে ঢুকল।

ঃ তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্র একদম **hopeless** দাদা ! **good for nothing** !

ঃ কেন ?

ঃ নয় কেন ? তোমার মুখেই ত' শোনা ; পুলকবাবু নাকি একদম সেরে উঠেছিলেন ! আজ দীর্ঘ ১১ বছর পরে আবার কেমন করে সে রোগ **flane up** করল !...

ঃ ওইত' রোগটার উৎকট খেয়াল, নেইত নেই, হুস করে আবার এক সময় বলা নেই কওয়া নেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে !

ঃ যা বল বাপু, তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রটাই একেবারে **total failure** !

আমি হাসতে হাসতে বললাম ঃ দেখবি দেখবি ! **now-a-days it is budding science** ! একদিন দেখবি আমরা ডাক্তাররাই বিশ্বজয় করবো !

: Let us hope !....তা যা বলো, সত্যি বেচারা পুলক বাবুকে যেন কোন মতেই ভুলতে পারছি না! এত ভদ্র !....

ইদানিং পুলকের সংগে রজতের আলাপটা যেন একটু বেশী হয়েছিল !

তাই হয়ত পুলকের মৃত্যুতে ওর মনে এত ব্যথা লেগেছে।

কিন্তু মৃত্যু বড় নির্মম।

শাসন তার অমোঘ।....

*　　　*　　　*　　　*

পরের দিন সকালের দিকে রোগী দেখে ফিরছি বড় রাস্তার মোড়ে হঠাৎ স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে দেখা !

লম্বা কালো লং কোটটা গায়ে; পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নীচু করে অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলছিলেন ! মুখে পাইপ।

: স্যার সূর্য্যপ্রসাদ ! Good morning।

: ও ডাক্তার !...তোমার কাছেই আমি চলছিলাম ডাক্তার।

: আমার কাছে ! কোন দরকার ?

: দরকার ! হাঁ একটু বিশেষ কথা ছিল !....I mean, কথাটা !....all right, এক কাজ করনা কেন ডাক্তার, আজ রাত্রে আমার ওখানে এসো না খাবে !....আপত্তি আছে নাকি ?

: আপত্তি !....না না !....সমরের কোন সংবাদ পেলেন স্যার সূর্য্যপ্রসাদ ?

: সমর ! না। হতভাগা দেখছি শেষ জীবনটা আমার

তুর্বিসহ করে তুলল। কু-পুত্রের পিতা হওয়ার চেয়ে বোধ হয় জন্ম জন্ম অ-পুত্রক থাকাও ঢের বাঞ্ছনীয়।

ঃ সত্যি, সমর আপনার মত লোকের ছেলে হয়েও কেন যে কু-পথে গেল।

ঃ বরাত! ডাক্তার বরাত!....আচ্ছা চলি ডাক্তার! সন্ধ্যায় আসছ ত'?

ঃ নিশ্চয়ই!....

ধীর, শ্লথ গতিতে স্যার সূর্য্যপ্রসাদ চলে গেলেন!

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় কী যেন তুঃসহ চিন্তা ওঁকে নিরন্তর উন্মনা ও ব্যাকুল করে রেখেছে!

সারাটা জীবন খাটুনীর পর কোথায় শেষ বয়েসে শান্তিতে থাকবেন—হতভাগা পুত্রের জন্য এতটুকুও শান্তি নেই!

সত্যি একেই বলে তুর্ভাগ্য!....

বাড়ীতে ফিরে আসতেই রজতের সংগে দেখা।

ঃ এই যে দাদা! কোথায় ছিলে?

ঃ কেন?

ঃ **A good news!**

আনন্দে রজতের তু' চোখের তারা চক্ চক্ করতে থাকে!

ঃ কী আবার **good news!**

ঃ **Just guess!** বল দেখি!

ঃ আমার পেশা গনৎকারী করা নয়, ডাক্তারী।

ঃ দাদা তুমি একটি **hopeless! absolutely hopeless!**

তবু আমি নিরুত্তর !

ঃ সমর, বুঝলে সমর ফিরে এসেছে !

ঃ আজকাল কি নেশা টেশা করছিস নাকি রজত ?

ঃ বিশ্বাস করলে নাত ? আমি জানি বিশ্বাস করবে না ! **but believe me !** সত্যি সমর ফিরে এসেছে ! আমি নিজে তাকে মাঠের ধারে যে শিশুগাছের বন আছে সেখানে একজন ভদ্রলোকের সংগে কিছুক্ষণ আগে কথা বলতে দেখে এসেছি !

ঃ তোর সংগে দেখা হলো !

ঃ না ! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম ; কিন্তু ধরতে পারলাম না !

ঃ তোর দেখতে ভুলওত' হ'তে পারে !....

ঃ ভুল ! তুমি বল কি দাদা ? সমরকে আমি ভুল করব ! চিন্তে পারব না, যার সংগে দীর্ঘ চার মাস ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি !

ঃ তুই ডাকলি না কেন ?

ঃ ডেকেছিলাম, সে হয়ত শুনতে পায়নি ! বেচারী হঠাৎ ঝোঁকের বশে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলে এখন হয়ত অনুতপ্ত ! কে জানে হয় ত হাতে টাকা পয়সা কিছু নেই—টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! বড় লোকের ছেলে কষ্ট ত' কোন দিন জীবনে পায় নি !

ঃ তুই থামবি রজত !....যা নিজের কাজ করগে যা ! আমায় এখুনি একটা **Blood examination** করতে হবে !

রজত ক্ষুন্ন মনে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল

*　　　*　　　*

আশ্চর্য্য!

সত্যিই কি সমর ফিরে এসেছে নাকি!

ফিরে এলেও নিশ্চয়ই এখনও বাপের সংগে দেখা করতে সাহস পায়নি!

তা না হলে একটু আগেইত সূর্য্যপ্রসাদের সংগে দেখা হলো; তিনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা জানলে বলতেন!

কবে সে ফিরল?

কাল! আজ!....না অনেক দিন আগেই ফিরে এসেছে! গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেচারী সমর!...

রজতও ত' ভুল দেখতে পারে!

রজত বললে সে নাকি সমরকে ডেকেছিল!

সত্যিই যদি সমরই হবে তবে তার পুরাণ বন্ধুর ডাকে সাড়া দেবেনা কেন?

—তিন—

—অপ্রত্যাশিত পত্র—

গায়ে লং কোটটা চাপিয়ে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বের হলাম !

শীতের রাত্রি !…

বিকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় শীতটা যেন একটু চেপেই এসেছে !

মেঘমুক্ত আকাশে দু' চারটে তারকা দেখা দিয়েছে !

আমার বাড়ী থেকে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাড়ী পোয়া ক্রোশ পথ হবে !

পাহাড়ী রাস্তা, উঁচু নীচু !....

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাড়ীটা দোতালা ;

গ্রেনাইট পাথরে তৈরী !…

সামনে একটা ছোট খাটো ফুলের বাগান !

গেট খোলাই ছিল।

লাল সুরকী ঢালা পথ ; বরাবর গিয়ে বৈঠকখানার সংলগ্ন টানা ফুলের টব দিয়ে সাজান বারান্দার সিঁড়ির নীচে শেষ হয়েছে ! এক পাশে 'গ্যারেজ'।

বাইরের বারান্দাটা অন্ধকার !…

বৈঠকখানার পাশেই আর একখানি মাঝারী ঘর।

আমি বৈঠকখানাতে না ঢুকে পাশের ঘরের দরজার কাছেই

এগিয়ে গেলাম! কেন না, দরজার কাচের সার্সীর ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর আভাস আসছিল।

ল্যাচকি ঘোরাতেই দরজাটা খুলে গেল।

এ বাড়ীর প্রত্যেকটি গলি ঘুজি আমার পরিচিত!

ঘরে ঢুকলাম!

ঘরের মেঝেতে পুরু কার্পেট বিছান!

ঐ ঘরের সংলগ্ন আর একটি ছোট ঘর আছে পিছন দিকে!

দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী দরজায় কবাট নেই শুধু দামী একখানা পর্দা টাংগানো।

আমি ঘরে ঢোকার সংগে সংগেই পর্দা ঠেলে সুবল এসে ঘরে ঢুকল পাশের ঘর থেকে; এবং সহসা এই ঘরে আমাকে দেখে যেন অত্যন্ত চমকে উঠে থত মত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল!

ঃ ডাক্তার বাবু!....আপনি এ সময়ে।....

ঃ সুবল বাবু!···আজ রাত্রে এ বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ!

ঃ ওঃ তাই নাকি!···হ্যাঁ জেঠামনি আরো দু'চার জনকে আজ রাত্রে এখানে খেতে বলেছেন!

ঃ তাই নাকি! কই কাউকেত দেখছি না!

ঃ মেজর কৃষ্ণস্বামী ও বলদেব বাবু এসে গেছেন, তাঁরা বোধ হয় উপরে জেঠামনির সংগে গল্প করছেন!

আমি লক্ষ্য করছিলাম কথা বলতে বলতে সুবল বেশ রীতিমত যেন হাঁপাচ্ছে!

মনে হয় এই মাত্র বুঝি ছুটতে ছুটতে কোথা থে'কে আসছে! তা ছাড়া তার দৃষ্টি রীতিমত চঞ্চল!

ঃ আচ্ছা আমি আসি! একটু ব্যস্ত আছি!....খাবার সময় টেবিলে আবার দেখা হবে।

চঞ্চল পদেই সুবল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

আশ্চর্য্য! একটা শব্দ আমি শুনেছিলাম, যখন সুবল পর্দা ঠেলে এঘরে এসে প্রবেশ করে ঠিক তার আগের মুহূর্তে! শব্দটা যেন অনেকটা কোন বাক্সের ডালা বন্ধ করা বা জানালার কবাট বন্ধ করার মত।

আমি পর্দা তুলে পাশের ঘরে ঢুকলাম!

এ ঘরে এ বাড়ীর কেউ বড় একটা আসে না।

ঘরটা যেন ছোট খাটো একটা মিউজিয়াম!

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের একটা hobby ছিল, পুরাণো দিনের সব স্মৃতি রাখা। যেমন অতীতের পয়সা, মূর্ত্তি, পাথর, পুঁথী ইত্যাদি।

এবং হরেক রকম বস্তু দিয়েই স্যার সূর্য্যপ্রসাদ এই ঘরটি সাজিয়ে রেখেছিলেন।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের পড়াশুনাও যথেষ্ট ছিল।

অনেক দিন সূর্য্যপ্রসাদের সংগে এই ঘরে আমি এসেছি। কত দিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছে।

আশ্চর্য্য! নির্জনে একাকী এই ঘরে সুবল কি করতে এসেছিল!

এই ঘরে কী এমন তার প্রয়োজন ছিল ?

সহসা নজরে পড়ল ঘরের একটিমাত্র বাগানের দিকের জানালাটার কাচের সার্সী দুটো খোলা !

তবে কী সুবল ঐ জানালা দিয়েই ঘরে প্রবেশ করেছিল, এবং আমি তারই শব্দ শুনেছি একটু আগে !

কিন্তু কেন ? জানালা দিয়েই বা সে ঘরে ঢুকবে কেন ?

শব্দটা কিসের পেলাম তবে ?

এমন সময় ঘরের এক পাশে দাঁড় করান একটা শ্বেত-পাথরের টেবিলের পরে রক্ষিত চন্দন কাঠের বাক্সটার দিকে নজর পড়ল। বাক্সর ডালাটা ভাল করে বন্ধ হয় নি।

বাক্সটার মধ্যে একটা হাতীর দাঁতের বাঁট ওয়ালা ম্যাক্সিকান ছোরা ছিল !

এগিয়ে গিয়ে বাক্সের ডালাটা খুললাম।

আশ্চর্য্য ! ছোরাটা বাক্সের মধ্যে নেই।

বাক্সটা খালি।

ছোরাটা মেজর কৃষ্ণস্বামী স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে উপহার দেন। গত মহাযুদ্ধের সময় মেজর কৃষ্ণস্বামী যখন যুদ্ধের ডাক্তার হয়ে ম্যাক্‌সিকোতে যান, ঐ ছোরাটা এনেছিলেন।

ছোরাটার গঠন সৌন্দর্য্য চমৎকার !

কিন্তু ছোরাটা গেল কোথায় ?

বাক্সর ডালাটা আবার বন্ধ করলাম ! খট্ করে একটা মৃদু শব্দ জাগল।

তবে কি একটু আগে এ ঘর থেকে যে শব্দ শোনা গিয়েছিল, সেটা এই বাক্সের ডালা বন্ধ করবারই শব্দ !

দু' তিনবার বাক্সর ডালাটা খুলে বন্ধ করে শব্দটা পরীক্ষা করলাম !

হাঁ শব্দটা অনেকটা সেই রকমই !···

আনমনে চিন্তা করতে করতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উপরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম ।

সিঁড়ির নীচে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের খাস ভৃত্য আব্দুলের সংগে দেখা !

ঃ ডাক্তার সাব !···সেলাম আলেকুম্ !

ঃ সাব উপর মে হায় ?

ঃ জি সাব !···

ঃ সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেলাম !

*　　*　　*

খাওয়া দাওয়ার পর মেজর কৃষ্ণস্বামী, বলদেববাবু ও রাধিকাপ্রসাদ 'বিলিয়ার্ড রুমে বিলিয়ার্ড' খেলতে গেলেন ।

আমি স্যার সূর্য্যপ্রসাদের পিছু পিছু তাঁর শয়ন ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট প্রাইভেট রুমে গিয়ে প্রবেশ করলাম ।

ঃ বোস ডাক্তার, তোমার সংগে কয়েকটা বিশেষ জরুরী কথা আছে ।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের এই প্রাইভেট রুমটিতে সকলের প্রবেশ অধিকার ছিল না ।

এই ঘরটি শয়ন ঘরের সংলগ্ন আগেই বলেছি।

আসবাব পত্রের মধ্যে একটি বড় ও দুটি ছোট সোফা। একটি রাইটিং টেবিল, টেবিলের কাছে রক্ষিত একটি রিভলভিং চেয়ার ও একটি ছোট টেবিল।

ঘরের দরজা দুটি!

একটি শয়ন কক্ষে যাতায়াতের জন্য, অন্যটি বাইরে!

ছোট্ট একটি টি'পয়ের সামনে দু'জনে দুটো সোফা অধিকার করে বসলাম।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদ হস্তধৃত পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে আমার দিকে চেয়ে বললেন: ডাক্তার, কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারিনি! এবং বিশ্বাসের যোগ্যও নয়!...কিন্তু কথাটা যখন জেনেছি open discussion করে সন্দেহ মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

: নিশ্চয়ই সন্দেহের শেষ রাখতে নেই!

: কাল বিকালের ডাকে একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা কে লিখেছে জান?

: কেমন করে জানব বলুন?

: চিঠিটা লিখছে মৃত জগৎজীবনের ভাই—মৃত পুলকজীবন!

: কে?

: জগতের ভাই পুলক! It's a tremendous shock to me!

: দেখুন চিঠিটা যদি আপনাদের family matter সম্পর্কীয় হয়, তবে I think I shouldn't interfere!

ঃ হাঁ! জগৎজীবন আমার ছোট বেলাকার বন্ধু! চিঠিটার মধ্যে family সংক্রান্ত অনেক কথাই আছে বটে তবে জগৎ ও পুলকের মৃত্যু সম্পর্কেও……চিঠিটা তোমাকে আমি পড়ে শোনাতে চাই!

ঃ কিন্তু আমার মনে হয় স্যার সূর্য্যপ্রসাদ, ওসব চিঠি আমার না শোনাই ভাল, আমি একজন Third person মানে তৃতীয় ব্যক্তি!

ঃ না না ডাক্তার, চিঠিটা আমি পড়ি তুমি শোন্! বলতে বলতে স্যার সূর্য্যপ্রসাদ লংকোটের পকেট থেকে কয়েকটা চিঠির সঙ্গে একটা মুখ ছেড়া ব্লু'রংয়ের ভারী এন্‌ভেলাপ হাত ঢুকিয়ে বের করলেন!……

ঃ দেখত ডাক্তার, আশে পাশে কেউ আছে কিনা?… বাগানের দিককার জানালাটা বন্ধ করে এসো! অমনি চট্ করে দরজাটা খুলে দেখে এসো বারান্দায় কেউ আছে কিনা।… দরজাটাও বন্ধ করে দিও!…

আমি উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম ও দরজাটা খুলে চারিপাশ ভাল করে দেখে দরজাটাও ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলাম!…

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের হাবভাব কেমন কেমন সন্দেহজনক লাগছিল। তাঁর চোখ মুখ দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল, ভিতরে ভিতরে তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু কেন?…

ঘরের কোণের প্রজ্জ্বলিত চুল্লীর আগুনের রক্তাভা স্যার সূর্য্যপ্রসাদের মুখের পরে কেমন যেন বিভীষিকার মত দেখাচ্ছিল।

সূর্য্যপ্রসাদ চিঠিটা পড়তে সুরু করলেন।

প্রিয় সূর্য্যদা !

আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনাকে একটা সত্য কথা বলে যাবো ; কেননা আর হয়ত সময় পাবো না।

আমার দাদার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। লোকে জানে অবিশ্যি টি, বিতেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে! কিন্তু আসলে আমিই তাঁর হত্যাকারী !

অর্থের লোভেই তাঁকে আমি খুনই করেছি।

হায় অর্থ! সংসারে নিত্য সে কত অনর্থই না ঘটায়!

কিন্তু সে বিষ আমায় জুগিয়েছিল কে ?

আপনার ছেলে সমর।···

আমি বাধা দিলাম: স্যার সূর্য্যপ্রসাদ **excuse me,** ও চিঠি আমি শুনতে চাই না।··

: না না ডাক্তার, তোমাকে শুনতেই হবে! শোন!

: না ক্ষমা করুন! ও চিঠি আমি শুনতে পারব না!

: ডাক্তার অবুঝ হয়ো না, শেষ পর্য্যন্ত শোন!···

: আজ রাত হয়ে গেছে।···অন্য সময়ে শুনব।

: স্যার সূর্য্যপ্রসাদ আবার সুরু করলেন।

বিষ দিয়েছিল বলে এবং আমাকে সাহায্য করেছিল বলে

অজস্র টাকা আজ পর্য্যন্ত আমি সেই দুষমনকে দিয়েছি।··· কিন্তু ক্রমে দেখতে পাচ্ছি টাকার খাকতি তার বেড়েই চলেছে।

আজ তাই বুঝতে পারছি পাপার্জিত অর্থ স্থায়ী হতে পারে না। এমনি করেই তা ব্যয় হয়।

ঃ স্যার সূর্য্যপ্রসাদ! আমি আর শুনতে চাই না। ক্ষমা করবেন—ও সব ব্যাপারে আমি নেই।

বেশ একটু রাগত ভাবেই সোফা থেকে আমি উঠে পড়লাম।

ঃ **Good night**!···চললাম। বলে আর দ্বিতীয় কথা মাত্র না বলে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু দরজা খুলতেই দেখি···সামনে দাঁড়িয়ে গরম চকোলেট ট্রেতে করে নিয়ে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের খাস ভৃত্য আব্দুল।

আব্দুল আমাকে দেখে যেন বেশ একটু থতমত খেয়ে গেল।

ঃ আব্দুল!···তুই আড়ি পেতে শুনছিলি?

ঃ আজ্ঞে না ডাক্তার বাবু!···সাহেবের জন্য চকোলেট নিয়ে যাচ্ছিলাম।

তোমার সাহেব আজ আর রাত্রে চকোলেট খাবেন না এবং আমাকে বলে দিলেন শরীর আজ তাঁর মোটেই ভাল না। কেউ যেন আজ রাত্রে আর তাঁকে বিরক্ত না করে।

আব্দুল সেলাম জানিয়ে চকোলেটের ট্রে নিয়ে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে

দেখলাম রাত্রি তখন সাড়ে দশটা। মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল।

বরাবর স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাড়ী থেকে বের হয়ে....রাস্তায় এসে নামলাম।

রাস্তায় নামতেই সহসা অন্ধকারে কার সংগে যেন ধাক্কা লাগল আমার। আমি বিরক্ত-চিত্তে বল্লাম: কী মশাই দেখতে পান না?

: ক্ষমা করবেন, অন্ধকারে দেখতে পাই নি! স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাড়ীটা কোন্ দিকে বলতে পারেন?

: জানিনা। খুঁজে নিন। বলে রাগতভাবে অগ্রসর হলাম।

বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম রাত্রি তখন এগারটা!

বাড়ীতে ঢুকে দেখি রজত তখনও ঘুমাতে যায়নি!

আমার জন্য বসে আছে।

: এই যে দাদা! Dinner খেয়ে এলে?

: হাঁ! তুই এখনও ঘুমাসনি!

: এই বার শুতে যাবো!

: দু'জনে বসে গল্প করছি....সহসা পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠ্‌ল। ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···!

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম: হ্যালো!···হাঁ!

Dr. Sen speaking. কী?···কী বললে....স্যার সূর্য্য-প্রসাদ খুন হয়েছেন?....

সর্বনাশ ! নিশ্চয়ই ! এখুনি যাচ্ছি।...

রজত ততক্ষণে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেঃ কী ব্যাপার দাদা ?

ঃ বুঝতে পারলাম না। স্যার সূর্য্যপ্রসাদের চাকর রিং করল, স্যার সূর্য্যপ্রসাদ নাকি খুন হয়েছেন।...আমি তাঁর ওখানে চললাম।

তাড়াতাড়ি রোগী দেখবার ব্যাগটা নিয়ে বের হয়ে পড়লাম।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাড়ীর গেটের সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম রাত্রি তখন বারটা।

সমস্ত বাড়ীটা নিঃস্তব্ধ নিঝুম।

দোতলায় একটা ঘরের কাচের সার্সীর ভিতর দিয়ে মৃদু আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল।

আব্দুল দরজা খুলে দিয়েছিল।

ঃ এই যে আব্দুল ! সত্যি তোমার সাহেব খুন হয়েছেন ?

ঃ সে কি ! কে বললে ?....সাহেবত' ঘুমাচ্ছেন।

ঃ তবে তুমি একটু আগে আমাকে ফোন করলে কেন ?

ঃ কী বলছেন আপনি ! আমি আপনাকে ফোন করেছি ? আমিত' ঘুমাচ্ছিলাম।

ঃ আশ্চর্য্য ! নাম বললে পর্য্যন্ত আব্দুল। সত্যি বলছিস্ তুই আমাকে ফোন করিসনি ?

ঃ আল্লার কশম হুজুর ফোন আমি করিনি।

ঃ তাইত! ভারী আশ্চর্য্য!....কিন্তু তোর সাহেব কী ঘুমিয়েছেন নাকি?

ঃ তাও ত' বলতে পারি না হুজুর।

ঃ এতদূর যখন এত রাত্রে এসেই পড়েছি, চল একবার সংবাদটা নিয়ে যাই।

ঃ কিন্তু সাহেব যদি ঘুমিয়ে থাকেন?

ঃ ঘুমিয়ে থাকেনত' ভালই। তবুত' সুস্থ আছেন। চল! চল!

আব্দুলকে সংগে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় স্যার সূর্য্যপ্রসাদের শয়ন কক্ষ্যের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

নিঃস্তব্ধ নিঝুম রাত্রি!

এবাড়ীর সকলেই যে যার ঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন।

বদ্ধ দরজার গায়ে 'নক্' করলাম!

কোন সাড়া শব্দই নেই-।

এবারে মৃদু স্বরে 'নক্' করবার সংগে সংগে ডাকলাম: স্যার সূর্য্যপ্রসাদ!...

না। কোন সাড়া শব্দই নেই!

আব্দুল বললে: হুজুর সাহেব নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বেশ জোরেই আবার ডাকলাম: স্যার সূর্য্যপ্রসাদ! সংগে সংগে দরজাতেও জোরে ধাক্কা দিলাম।

তবু কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না!

এবারে 'কি হোল' দিয়ে ভিতরে দৃষ্টিপাত করলাম; টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে !....

ঃ আব্দুল ! ঘরে আলো জ্বলছে !....আমারত তেমন সুবিধা মনে হচ্ছে না। এস দরজা ভেঙ্গে ফেলা যাক্ !···

তখন আমি আর আব্দুল স্যার সূর্য্যপ্রসাদের শয়ন কক্ষোর দরজা ভেঙ্গে খুলে ফেললাম।

শয়ন কক্ষ্য খালি !

কেউ সে ঘরে নেই।

পাশের প্রাইভেট রুমে গিয়ে তখন সকলে প্রবেশ করলাম।

আজ রাত্রে এই ঘরে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের নিকট থেকে যখন বিদায় নিই, সেই সময় স্যার সূর্য্যপ্রসাদ যে ভাবে চেয়ারের পরে বসেছিলেন, এখনও ঠিক সেই ভাবেই একই চেয়ারে বসে আছেন !

কিন্তু ওকি !

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের গলায় বাঁধা আছে ওটা কি !

এগিয়ে গেলাম! এবং সংগে সংগে আমার অজান্তেই আমার গলা দিয়ে একটা অর্দ্ধস্ফুট চীৎকার ধ্বনি বের হয়ে এল !

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের ঘাড়ে একটা ছোরা বেঁধান! ছোরার বাঁটটি ছাড়া সমস্ত ছোরাটাই ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে আছে !

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে মেজর কৃষ্ণস্বামী, বলদেব বাবু, রাধিকা প্রসাদ ও বিমলবাবু, সব সেই ঘরে এসে হাজির

হলেন !···সূর্য্যপ্রসাদকে নিহত দেখে সকলেই হতচকিত হয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ! কে এভাবে স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে খুন করলে !

ঘরের সব কয়টি প্রাণীই বিহ্বল, হতচকিত !

কারও কণ্ঠে টু শব্দটি পর্য্যন্ত নেই !

কী ভয়ংকর ! কী বীভৎস দৃশ্য !

ছোরাটা ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে আরো, চম্‌কে উঠ্‌লাম : এ যে মেজর কৃষ্ণস্বামীর ম্যাকসিকো থেকে আনা স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে উপহার দত্ত ছোরা !

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের নীচের ঘরে চন্দন কাঠের বাক্সে ছিল।

: কতক্ষণ আগে খুন হয়েছে বলে তোমার মনে হয় ডাক্তার ?

মেজর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, রাত্রি বারটা পনের মিনিট।

: আধ ঘণ্টা কি তার কিছু বেশী হবে !....বললাম : আমি এই ঘর থেকে বের হয়ে গেছি রাত্রি তখন সাড়ে দশটা হবে। আমি যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাই, দরজার সামনে আব্দুলের সংগে আমার দেখা। আব্দুল স্যার সূর্য্যপ্রসাদের জন্য hot chocolet নিয়ে আসছিল ! স্যার সূর্য্যপ্রসাদ আমায় বলে দিয়েছিলেন রাত্রে যেন তাঁকে আর কেউ বিরক্ত না করে, আব্দুলকে আমি সে কথা বললাম !···

: আপনার কথা শুনেই আমি ফিরে গেছি হুজুর, আর এদিকে আসিনি।

ঃ কিন্তু কথা হচ্ছে সেই সময়ের পরে আর কেউ এ ঘরে এসেছিল কিনা ?....

বিমল বললেঃ হাঁ ! আমি এসেছিলাম, জেঠামণির সংগে আমার একটা জরুরী কথা ছিল !

ঃ রাত্রি তখন কটা ?

ঃ রাত্রি সোয়া এগারটা হবে। তিনি আমাকেও বললেন ; 'রাত্রে যেন আর কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে'।

ঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে রাত্রি সোয়া এগারটা পর্য্যন্তও তিনি জীবিত ছিলেন।

ঃ রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা আন্দাজ হবে। আমি ওদিককার ব্যালকনিতে পায়চারী করছিলাম, হঠাৎ স্যার সূর্য্য-প্রসাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম....কাকে যেন তিনি জোরে জোরে কি বলছেন।...এবং শুধু তাই নয় যেন মনে হলো কে একজন পিছনের বাগান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দ্রুতপদে মালীর ঘরের দিকে চল্লে গেল !...মেজর বললেন !

ঃ আমি চলে যাবার পর কেউ স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে দেখা করতে এসেছিল আব্দুল ? মাঝে কারও সংগে কি আজ রাত্রে তাঁর কোন appointment ছিল ? আব্দুলকে প্রশ্ন করলাম।

ঃ আজ্ঞে না !

ঃ কেউ আসেনি, তুমি ঠিক জান ?

ঃ ঠিক বলছি হুজুর ! আর এলেও আমার অজান্তে কেমন

করে অন্য কে এবাড়ীতে ঢুকবে? সদর দরজার পাশেইত আমার ঘর। আপনি চলে যাবার পর থেকেইত' আমি আমার ঘরে আছি।

ঃ তাইত।...

সকলের মুখেই বিস্ময়ের চিহ্ন।

যেন নীরব 'জিজ্ঞাসা' সকলের মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে।

মেজর কৃষ্ণস্বামী বললেন ঃ কিন্তু এ যে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ঃ পুলিশে একটা সংবাদ দেওয়া দরকার মেজর।

আমি মেজরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম।

নিশ্চয়ই।

ঃ তবে যান মেজর, পুলিশে একটা ফোন করে দিন এখনি, এখান থেকে সকলে চলে যাও। ব্যাগটা হাতে করে আমি ঘরের চারিপাশ একবার ভাল করে দেখে সকলের পরে এ ঘরে তালা দিয়ে আমার ডাক্তারী ব্যাগটা হাতে করে স্যার সূর্য্য প্রসাদের শয়ন কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

সকলেই ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন!

নিভাঁজ নিখুঁত শয্যার পাশেই শ্বেত পাথরের টি' পয়ের পরে ফোন ছিল, পুলিশে ফোন করে দিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিং তাঁর মোটর বাইকে করে এসে হাজির হলেন।

উজাগর সিং জাতিতে পাঞ্জাবী; লম্বা চওড়া চেহারা, অত্যন্ত সুপুরুষ!

দীর্ঘ আঠার বৎসর পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে চাকরী করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন।

আমার মুখে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন: তাজ্জবকা বাৎ সাব্।

পুলিশ এন্‌কোয়ারী সুরু হল!

সকলেই প্রায় সেখানে উপস্থিত।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের ভাই রাধিকাপ্রসাদ, তাঁর বড় ছেলে বিমল, মেজর কৃষ্ণস্বামী, বলদেব বাবু; খাস ভৃত্য আবদুল, একমাত্র ভ্রাতুস্পুত্র সুবল ও সূর্য্যপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী অমলেন্দু। উজাগর সিং সুবলকে ও অমলেন্দুকে ডাকতে বললেন।

সুবল নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছিল, চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে এল।

সকলে এলে আবার স্যার সূর্য্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুমে প্রবেশ করলাম। মৃতদেহকে পরীক্ষা করে উজাগর সিং বললেন: উঃ কী ভয়ানক! যতদূর মনে হচ্ছে কোন চোর বা ডাকাত এই ঘরে ঢুকে এই পৈশাচিক হত্যা করে গেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে লোকটা কী ভাবে ঘরে ঢুকল! জানালা দিয়ে?....কিছু খোয়া গেছে—চুরি গেছে কিছু ঘর থেকে? পাশেই স্যার সূর্য্যপ্রসাদের লিখবার ডেস্ক। উজাগর সিং ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

: উজাগর সিং, আপনি কি মনে করেন ব্যাপারটা চুরি ডাকাতি?

নিম্নস্বরে আমি প্রশ্ন করলাম।

ঃ তা ছাড়া আর কী হতে পারে ডাক্তার সাব্? ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা কোনমতেই বলা চলে না। কী বলেন?

অবিশ্যি এটা ঠিকই, কোন লোকই এভাবে নিজেকে নিজে হত্যা করতে পারেনা নিজের গলার পিছন দিকে ছুরি বসিয়ে। এটা যে খুন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। **It's murder right enough.**

ঃ কিন্তু কথা হচ্ছে এ খুনের উদ্দেশ্য কী? **What's the motive?**

ঃ কিন্তু দাদার ত' কোন শত্রুই ছিল না এ জগতে! অম্বিকাপ্রসাদ বলতে লাগলেন, নিশ্চয়ই কোন দস্যু তস্করের কাজ! কিন্তু তস্কর কি নিতে এ ঘরে এসেছিল? ঘরের অবস্থা দেখে ত' মনে হয় কিছুই খোয়া যায়নি, যেখানকার যেটি তেমনিই সাজান গোছান আছে! উজাগর সিং ডেস্কের ড্রয়ার গুলি একটা একটা করে খুলে, তার ভিতরকার কাগজ-পত্রগুলি নেড়ে চেড়ে যেমন তেমনিই দেখতে লাগলেন; এমন সময় স্যার সূর্য্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী অমলেন্দু এসে ঘরে প্রবেশ করল।

ঃ কে? উজাগর সিং মুখ ফিরালেন।

ঃ আমি অমলেন্দু!

ঃ স্যার সূর্য্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী! আমি বললাম।

ঃ অমলেন্দু!

ঃ হাঁ! অমলেন্দু চক্রবর্তী।

ঃ কতদিন স্যার সূর্য্যপ্রসাদের এখানে কাজ করছ, উজাগর সিং প্রশ্ন করলেন।

ঃ প্রায় নয় মাস।

ঃ দেখ ত' এই ড্রয়ার থেকে কোন কাগজ পত্র চুরি গেছে বলে মনে হয় কিনা?

অমলেন্দু উজাগর সিংয়ের নির্দ্দেশে ডেস্কের দিকে এগিয়ে গিয়ে কাগজ পত্র দেখতে লাগল।

অমলেন্দুর বয়স ২৫ কি ২৬ বছর হবে।

স্যার সূর্য্যপ্রসাদের গ্রামেই বাড়ী।

গরীব বিধবার ছেলে।

এম, এ পাশ করবার পর চাকরীর চেষ্টায় এদিক ওদিকে যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে এসেছে এমন সময় মার অনুরোধে সে স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে একটা চিঠি লেখে যদি তিনি কোন সুবিধা করে দিতে পারেন।

সূর্য্যপ্রসাদ প্রথমে তাকে তাঁর কাছে চলে আসতে' পত্র দেন।

ছ'মাস স্যার সূর্য্যপ্রসাদ অমলেন্দুকে একটা কিছু সুবিধা করে দেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য্য হতে

পারলেন না তখন ১০০৲ টাকা মাইনা দিয়ে নিজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী নিযুক্ত করলেন, সেও আজ দীর্ঘ নয় মাসের কথা।

অমলেন্দু ছেলেটি শিক্ষিত, বিনয়ী, পরিশ্রমী ও সত্যনিষ্ঠ এবং স্যার সূর্য্যপ্রসাদের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল।

ঃ না, এ ড্রয়ার থেকে কিছুই হারায় নি বলে মনে হচ্ছে।

বলতে বলতে সহসা মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেঃ ওখানে মেঝের কার্পেটের পরে কতকগুলো চিঠি পড়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে নীচু হ'য়ে মেঝে থেকে কতকগুলি চিঠি তুলে নিল।

উজাগর সিং অমলেন্দুর হাত থেকে চিঠিগুলি নিলেন।

চিঠিগুলোর দিকে নজর পড়তেই আমি দেখলাম আজ রাত্রে কিছুক্ষণ আগে স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে লিখিত ব্লু এন্‌ভেলাপের পুলক জীবন বাবুর চিঠিটাও এই চিঠিগুলির মধ্যে নেই। মুখ দিয়ে কথাটা আমার বের হয়ে যাচ্ছিল কিন্তু চুপ করে গেলাম আচম্‌কা উজাগর সিংয়ের প্রশ্নে।

ঃ ডাক্তার! তুমিই প্রথমে তাহলে স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে মৃত অবস্থায় এই ঘরে দেখতে পাও, কেমন?

ঃ হাঁ।

ঃ তুমি বলছো আব্দুলই টেলিফোনে এই সংবাদ তোমাকে দেয়, না?

ঃ আজ্ঞে না সাহেব। আমি ফোন করিনি তা ছাড়া আজ সারা দিন বা রাত্রের মধ্যে একটিবারের জন্যও ফোনের ধারে পর্য্যন্ত যায় নি।

আশ্চর্য্য! আচ্ছা ডাক্তার তুমি ঠিক বলছো আব্দুলের গলার স্বরই তুমি ফোনে শুনেছিলে?

ঃ এ বিষয়ে তোমাকে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি না; তবে এটা ঠিক, আব্দুলের গলার স্বরের মতই আমার মনে হয়েছিল।

ঃ আচ্ছা কতক্ষণ স্যার সূর্য্যপ্রসাদ মারা গেছেন বলে তোমার মনে হয় ডাক্তার?

ঃ তা আধ ঘণ্টা ত' হবেই, বেশী হতে পারে।

ঃ তুমি বলছো এ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল; কিন্তু ঐ জানালাটা?

ঃ আমি নিজেই আজ ওটা রাত্রে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে কথাবার্তা বলবার আগে তাঁর অনুরোধে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

উজাগর সিং জানালাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা সরিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ কিন্তু ডাক্তার এ জানালাটা যে এখন খোলা আছে দেখছি। বলতে বলতে পকেট থেকে টর্চ বের করে খোলা জানালা পথে নীচেকার বাগানের দিকে আলো ফেলে দেখতে লাগলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন ঃ ডাক্তার! খুনী এই জানালা পথেই এসেছিল, এবং এই পথেই কাজ সেরে চলে গেছে। এই দেখ জানালার গায়ে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বর্তমান।

আমি এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখলাম সত্যিই জানালাটার পরে সুস্পষ্ট কতকগুলো জুতোর ছাপ। জুতোর রবার সোল

থাকলে যেমন ছাপ পড়ে এ ছাপগুলিও অবিকল তেমনি। জুতোর ছাপগুলি দেখে স্পষ্টই মনে হয় আগন্তুক নরম ভিজে মাটির উপর দিয়ে রবারের সোলওয়ালা জুতো পায়ে হেঁটে এসে এই জানালা পথে ঘরে ঢোকায়, জানালার গায়ে কাদা মাখা রবার সোলের ছাপ পড়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কেউ এঘরে অন্যের অজ্ঞাতে আমার ঘর ত্যাগ করবার পর নিশ্চয়ই এসেছিল।

উজ্জাগর সিং বললেন: ডাক্তার It's a clear case. জানালা খোলা পেয়ে কেউ এই পথে ঘরে এসে নিশ্চয়ই প্রবেশ করেছিল এবং এদিকে পিছন করে স্যার সূর্য্যপ্রসাদ চেয়ারের পরে বসে বসেই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই সুযোগে স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে পিছন থেকে ছোরা মেরে বেমালুম সরে পড়েছে। খুনীকে ধরতে আমাদের এতটুকুও বেগ পেতে হবে না সে তুমি দেখে নিও। আচ্ছা সন্দেহজনক কাউকে কি আজ সন্ধ্যার দিকে এই বাড়ীর আশে পশে আপনাদের মধ্যে কেউ ঘুরতে বা যেতে আসতে দেখেছেন ?

: হাঁ! আমি দেখেছি ইনেস্‌পেকটার, আমি বললাম।

: তুমি দেখেছো কখন ?

: আজ রাত্রে যখন স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে কথাবার্তা বলে এই বাড়ী থেকে বেরুতে যাবো এমন সময় গেটের কাছে লোকটা আমাকে দেখে প্রশ্ন করে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের বাড়ীটা কোথায় ?

: রাত্রি তখন কটা, মনে আছে তোমার ডাক্তার ?

ঃ হাঁ মনে আছে, কেননা ঠিক সেই সময় গির্জার ঘড়িতে রাত্রি এগারটা ঢং ঢং করে বাজ্‌ল !

ঃ লোকটার বর্ণনা দিতে পার ?

ঃ হাঁ একটু ঢ্যাংগা ধরণের, পরিধানে স্যুট। মাথায় নাইট্‌ ক্যাপ চোখ পর্য্যন্ত নামান। গায়ে কালো রংয়ের লং কোট। তার মুখ আমি কিছুই দেখতে পাইনি তবে মনে হলো যেন যুবক, বয়েস বেশী নয়। গলার স্বর বেশ কর্কশ ও রুক্ষ।

ঃ কি হে আব্দুল ! এমন ধরণের কোন লোক আজ সন্ধ্যার পর থেকে কোন সময় এ বাড়ীতে এসেছে কী ?

ঃ আজ্ঞে কেউত' আজ সন্ধ্যার পরে সাহেবের সংগে দেখা করতে আসেন নি।

ঃ সামনের দরজা দিয়ে হয়ত তোমার সাহেবের সংগে দেখা করতে আসেনি ; কিন্তু পিছনের দরজা দিয়েও ত' কেউ দেখা করতে আসতে পারে। তুমি কি করে জানলে আব্দুল যে, তোমার সাহেবের সঙ্গে কেউই দেখা করেনি ?

উজাগর সিংয়ের কথার ধরণে আব্দুল যেন বেশ একটু চম্‌কেই উঠল।

ঃ কিন্তু কথা হচ্চে এ বাড়ীর মধ্যে সর্বশেষ আজরাত্রে কে স্যার স্যূর্য্যপ্রসাদকে জীবিত অবস্থায় দেখেছেন ? উজাগর সিং প্রশ্ন করলেন।

ঃ বোধ হয়ত আমিই স্যার স্যূর্য্যপ্রসাদকে শেষ জীবিত দেখি, আমি উত্তর দিলাম।

: কটা রাত্রি তখন হবে ?

: রাত্রি তখন সাড়ে দশটা।

: কিন্তু স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে রাত্রি এগারটার পরও তাঁর ঘর থেকে কথা বলতে আমি শুনেছি, অমলেন্দু বললে।

: কথা বলছিলেন কার সংগে ? উজাগর সিং প্রশ্ন করলেন।

: তা আমি বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়েছিল বুঝি স্যার সূর্য্যপ্রসাদ ডাঃ সেনের সংগেই কথা বলছেন; কেননা ডিনারের পর উনি স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে তাঁর প্রাইভেট রুমে গিয়ে ঢুকেছিলেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তার আগেই তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। এগারটার সময় সাহেবের ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম ডাঃ সেনকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা কর'তে কিন্তু আব্দুল বললে ডাঃ সেন অনেকক্ষণ চলে গেছেন। আমি সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে তা'র উক্তি সমর্থন করলাম। এবং বললাম: এগারটা বাজবার পর আমি আমার বাড়ীতেই ছিলাম। এবং ফোনে সংবাদ পাওয়া পর্য্যন্ত বাড়ীতেই ছিলাম।

: কিন্তু কে তবে রাত্রি এগারটার সময় স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে কথা বলছিলেন ? কথা বলতে যখন তাকে শোনা গেছে তখন নিশ্চয়ই সে সময় তাঁর ঘরে কেউ না কেউ উপস্থিত ছিল এবং তিনিও বেঁচেই ছিলেন। কিন্তু কে ছিল সে সময় তাঁর ঘরে মেজর···

: মেজর কৃষ্ণস্বামী—কথাটা আমি সম্পূর্ণ করলাম।

মেজর কৃষ্ণস্বামী ঘাড় নেড়ে বললেন ; জানেন না।

ঃ আচ্ছা মেজর ! তাহলে আপনি রাত্রি এগারটার সময় স্যার সূর্য্যপ্রসাদের ঘরে ছিলেন না কি বলেন ?

ঃ তাঁর ঘরে থাকাত দূরের কথা রাত্রি সাড়ে দশটায় ডিনার শেষ করবার পর তাঁর সংগে আর আমার আজ রাত্রে দেখাই হয়নি। মেজর জবাব দিলেন।

ঃ অমলেন্দু বাবু ! আপনি স্যার সূর্য্যপ্রসাদকে ঐ সময় কোন কথাবার্তা বলতে শুনেছিলেন ?

ঃ হাঁ সামান্য দু' একটা কথা আমার কাণে এসেছিল। 'স্যার সূর্য্যপ্রসাদ যেন বলছিলেন, আজ তাই বুঝতে পারছি পাপার্জিত অর্থ স্থায়ী হতে পারে না' এমনি করেই তা ব্যয় হয়। এবং তার পরেই যেন অবিকল ডাঃ সেনের গলার স্বরের মত আওয়াজে কে যেন জবাব দিলেন ঃ স্যার সূর্য্যপ্রসাদ ! আমি আর শুনতে চাই না। ক্ষমা করবেন।' অথচ ডাঃ সেনের কথায় এখন বুঝতে পারছি, আমারই শোনবার ভুল। কেননা ডাঃ সেন আগেই সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

ঃ তাহলে এইটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে ঐ সময় নিশ্চয়ই কেউ স্যার সূর্য্যপ্রসাদের সংগে ছিল। এবং রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত স্যার সূর্য্যপ্রসাদ বেঁচেই ছিলেন।

ঃ কিন্তু রাত্রি সোয়া এগারটার সময় সাহেব বেঁচে ছিলেন হুজুর ; আব্দুল বললে।

ঃ কেমন করে ?

ঃ বিমলবাবু তাঁকে জীবিত দেখেছেন। কেননা সেই সময় বিমলবাবুকে আমি সাহেবের প্রাইভেট ঘরের দরজা দিয়ে বের হতে দেখি এবং তিনি বললেনঃ সাহেবকে যেন আজ রাত্রে আর কেউ বিরক্ত না করে ; কেননা এখন তিনি ঘুমাবেন। আমি ঐ সময় সাহেবের রাত্রের খাবার জল রাখবার জন্য ঘরের দিকে যাচ্ছিলাম। আমি জল না রেখেই ফিরে এলাম।

একটু আগেই তুমি বলছিলে ডাঃ সেন একবার তোমাকে বলেছিলেন সাহেবের ঘরে যেন আর কেউ গিয়ে তাঁকে না বিরক্ত করে ; তা সত্ত্বেও আবার তুমি সে ঘরের দিকে যাচ্ছিলে কেন ?

উজাগর সিং প্রশ্ন করলেন।

ঃ আজ্ঞে ভুলে গিয়েছিলাম কথাটা, অনেক দিনের অভ্যাস কিনা মনে ছিল না।

ঃ ফু—উজাগর সিং গম্ভীর ভাবে শব্দ করলেন। তারপর বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা প্রশ্ন করলেনঃ বিমল বাবু, এ যা বলছে তা কি সত্যি ?

ঃ সত্যি।

ঃ রাত্রি তখন সোয়া এগারটাই ?

ঃ হাঁ।

ঃ আপনার জেঠামশায়ের সংগে আপনার দেখা হয়েছিল ?

ঃ হয়েছিল।

ঃ আপনার জেঠামশাই তখন ঘরে একলাই ছিলেন, না আর কেউ সে ঘরে ছিল ?

ঃ তিনি একাই ঘরে ছিলেন, আর কেউই ছিল না।

ঃ তাঁর অবস্থা স্বাভাবিকই ছিল ?

ঃ হাঁ।

ঃ কিন্তু কেন আপনি ঐ সময় ওঁর সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন ?

ঃ মাপ করবেন, তা আমি বলতে পারব না।

ঃ কেন ?

ঃ কেন না সেটা আমাদের সাংসারিক ব্যাপার—আর কারও কাছে বিশেষ করে বাইরের লোকের কাছে বলা চলে না।

ঃ ফু···উজ্জাগর সিংয়ের গলা দিয়ে শব্দটা বের হয়ে এল। আমরা সব পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

—ছয়— —সানিলজের বাসিন্দা—

সকাল বেলা রজতের ডাকে ঘুম ভেংগে গেল।

ঃ কী ব্যাপার অত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন ?

ঃ বিমলবাবু কতক্ষণ থেকে তোমার জন্য এসে বসে আছেন। তিনি একবার তোমার সংগে দেখা করতে চান, কী জরুরী কথা আছে। তাড়াতাড়ি উঠে হাত মুখ ধুয়ে বৈঠকখানায় গেলাম।

ঘরের মধ্যে একটা সোফার পরে বিমলবাবু বসে আছেন, তাঁর দৃষ্টি খোলা জানালা পথে সুদূর নিবদ্ধ।

আমি গলা খাঁকরি দিলাম।

বিমলবাবু চমকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

ঃ এই যে ডাক্তার সেন। আমি আপনার কাছে একটা সাহায্যের জন্য এসেছি।

ঃ নিশ্চয়ই। বলুন, কী ভাবে আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারি ?

ঃ আপনি আমার সংগে একবার পাশের বাড়ীতে চলুন, সেখানে একজন ভদ্রলোক আছেন—তাঁর সামনেই কথাবার্তা হবে।

ঃ পাশের বাড়ীতে মানে Sunny Lodge-এ ?

ঃ হাঁ। জানেন আপনি ঐ খদ্দরের পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরা নিরীহ গোছের ভদ্রলোকটি কে ?

ঃ কোন সৌখীন বড় লোকের ছেলে হবে আর কি।

ঃ না। উনি হচ্ছেন স্বনাম ধন্য সারা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কিরীটি রায়।

ঃ কে ?…কী নাম বললেন ?

ঃ কিরীটি রায়।

ঃ আপনি তাঁর সংগে দেখা করতে চান ? আমি ধীরে ধীরে বললাম ঃ কিন্তু কেন ?

ঃ আমার ইচ্ছা কিরীটি বাবু এই case টা হাতে নিন। তিনি যদি এ হত্যার অনুসন্ধানের ভার নেন তবে নিশ্চয়ই জানা যাবে আমার জেঠামণির হত্যাকারী কে ?…

ঃ কিন্তু কেমন করে আপনি জানলেন বিমলবাবু, যে কিরীটিবাবু এই caseটা অনুসন্ধান করতে রাজী হবেন ?

ঃ আমি তাঁকে অনুরোধ' করব, তাঁর হাতে পায়ে ধরব। আপনি চলুন ডাক্তার সেন। আপনি ঘটনার সব কিছু জানেন, আমি তাঁকে সব কথা গুছিয়ে বলতে পারব না ; আপনি বলবেন।

ঃ বেশ চলুন। কিন্তু একটা কথা বিমলবাবু।

ঃ কী ডাক্তার সেন ?

ঃ আমার কথা যদি শোনেন তবে এই ব্যাপারে কিরীটি বাবুকে না আনাই বোধ হয় সমীচীন হবে।

ঃ কেন ? কেন ?

ঃ সে কথা আপনিই ভেবে দেখুন।

ঃ আমি বুঝতে পেরেছি ডাক্তার সেন, কেন আপনি এ কথা বলছেন, কিন্তু আপনি যে কারণে আমাকে কিরীটি বাবুকে এ ব্যাপারে টেনে আনতে নিষেধ করছেন ; ঠিক সেই কারণেই আমি আরো স্থির নিশ্চিত হয়েছি কিরীটিবাবুকে এ ঘটনার মীমাংসা করবার জন্য অনুরোধ করতে, কেননা সমরকে আপনার থেকে আমি ঢের বেশী ভাল করে চিনি ও জানি।

ঃ সমর! এ হত্যার সংগে সমরের কী সম্পর্ক থাকতে পারে বিমলবাবু? এক প্রকার বিস্মিত ও দ্রুত কণ্ঠেই রজত কথাটা বললে।

কিন্তু আমি বা বিমলবাবু তু'জনের কেউই রজতের কথায় কান দিলাম না। বিমলবাবু বলতে লাগলেন ঃ সমর জুয়া খেলতে পারে, চুরি করতে পারে, খারাপ পথে যেতে পারে— কিন্তু সে কাউকেই খুন করতে পারে না ডাক্তার সেন।

ঃ না না বিমলবাবু! সে কথা মুহূর্তের জন্যও আমার মনে উদয় হয়নি।

ঃ তাই যদি না হবে—তবে কেন আপনি গতকাল অত রাত্রে আমাদের বাড়ী থেকে ফিরবার পথে 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন?

মুহূর্তের জন্য আমি চুপ করে রইলাম ; কেননা গতরাত্রে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের হত্যার কথা জানবার পর তাঁর বাড়ী থেকে ফিরবার পথে যে আমি 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলাম তা কেউই দেখেনি আমার স্থির বিশ্বাস ছিল।

ঃ কিন্তু সে কথা আপনি কী করে জানলেন বিমলবাবু ?

ঃ আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম—আমি 'তাজ' হোটেলের চাকরদের মুখেই শুনলাম সমর আজ দু'দিন থেকে সেখানে একটা ঘর ভাড়া করে ছিল।

ঃ আপনি কি একথা আগে জানতেন না ?

ঃ না। স্বপ্নেও একথা আমি ভাবিনি। হোটেলের খাতায় তার হাতের নাম সই আছে দেখলাম এবং সেখানকার চাকরদের মুখেই শুনলাম, গতকাল রাত্রি নয়টায় সে হোটেল থেকে কোথায় চলে যায়, সারা রাত বা আজ সকাল পর্য্যন্তও সে হোটেলে ফেরেনি। কিন্তু ডাক্তার এমনও ত হতে পারে সে অন্য কোথাও চলে গেছে। এদেশ ছেড়ে, বাংলা দেশেও ত' চলে যেতে পারে, বাংলা দেশের পরে তার বরাবরই একটা আন্তরিক টান ছিল।

ঃ কিন্তু তার সব জিনিষপত্র জামা কাপড় বিছানা ফেলেই চলে গেল ?

ঃ ওসব কিছু বুঝি না আমি ডাঃ সেন ; তার এই ভাবে চলে যাওয়ার সহজ মীমাংসাও থাকতে পারে।—সে দোষী নয়, নির্দ্দোষ।...

ঃ এবং সেই জন্যই আপনি কিরীটিবাবুর সাহায্য চান বিমলবাবু ? শুনুন বিমলবাবু, পুকুরের তলা ঘাটতে গেলেই জল ঘোলাটে হয়ে যাবে। ঘটনা এখন পর্য্যন্ত যেমন আছে তেমনিই থাক ; কেননা, পুলিশে এখন পর্য্যন্ত সমরকে সন্দেহ

করবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায়নি—তারা একেবারে সম্পূর্ণ অন্য পথে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। কিন্তু কিরীটিবাবু এর মধ্যে এলে এটা তাঁর চোখ থেকে চেপে রাখা যাবে না। তিনি বড় ভয়ংকর লোক, শকুনের মত তাঁর দৃষ্টি, শিকারী কুকুরের মত তাঁর ঘ্রাণ শক্তি।

ঃ ডাক্তার। সমরের জন্যই আরো আমি কিরীটিবাবুর সাহায্যের জন্য ব্যস্ত হয়েছি। আগেই বলেছি সমরকে আপনারা কেউই তেমন জানেন না, যতটা আমি তার সম্পর্কে জানি। সমর আমার জ্যাঠ্‌তুত ভাই হলেও আমার খেলার সাথী, সহপাঠী ও বন্ধু। তাছাড়া উজাগর সিংও সমরকে সন্দেহ করেছেন। তিনিও আজ সকালে 'তাজ' হোটেলে সমরের খোঁজে গিয়েছিলেন।

ঃ তাহলে পুলিশ আব্দুলকে আর সন্দেহ করছে না ?

আমি মৃদুস্বরে বললাম।

ঃ হতে পারে।

ঃ কিন্তু কিরীটিবাবুর পরিচয় আপনি কেমন করে সংগ্রহ করলেন বিমলবাবু ?

ঃ রজতের কাছে পেয়েছি।

ঃ রজতের কাছে ?

ঃ হ্যাঁ দাদা, কিরীটিবাবুর একটা চিঠি একদিন ভুল করে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, চিঠির উপর কিরীটি রায় নাম দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয় ; আমি চিঠিটা নিয়েই গিয়ে তাঁর সংগে আলাপ করি। রজত বললে।

*   *   *

যাহোক আমরা 'স্যানি-লজে' গিয়ে হাজির হলাম।

কিরীটি তখন বাইরের বাগানে সূর্য্যের আলোয় একটা ইউক্যালিপটাস্ গাছের নীচে বেতের চেয়ারে বসে চা পান করতে করতে খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

ঃ নমস্কার ডাঃ সেন। আসুন রজতবাবু।

রজতই সকলের পরিচয় দিল।

আমি তখন বললামঃ মিঃ রায়, বিমলবাবুর জেঠামশাই স্যার সূর্য্যপ্রসাদ সেন গত রাত্রে অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে তাঁর বসবার ঘরে খুন হয়েছেন এবং সেই রহস্যর মীমাংসা করবার জন্য উনি আপনার সাহায্যের জন্য এখানে এসেছেন।

কিন্তু ডাঃ সেন! গোয়েন্দাগিরী থেকে আমি সম্পূর্ণ অবসর ণ করেছি—এবং পাছে কলকাতায় থাকলে অনুরোধ উপরোধ না এড়াতে পারি, তাই—এই দেড় হাজার মাইল দূরে্ সুদূর ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিরিবিলিতে অজ্ঞাত বাসে কাল কাটাচ্ছি। আমাকে আপনারা ক্ষমা করলেই বিশেষ সুখী হবো।

ঃ কিন্তু মিঃ রায় আমি চাই—বিমলবাবুর অসমাপ্ত কথার মধ্যেই কিরীটি বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লঃ বুঝেছি বিমলবাবু আপনি কী চান। খুনীকে বের করে দিতে এইত।…

ঃ মিঃ রায় আমার এই অনুরোধটুকু আপনাকে রাখতেই হবে! দয়া করুন!…

—সাত -   —উজাগর সিং-এর যুক্তি—

ঃ ক্ষমা করুন বিমলবাবু—ওসব টানা পোড়েন আর সত্যিই আমার ভাল লাগে না। কিরীটি বললে।

ঃ এই উপকারটুকু আপনাকে করতেই হবে কিরীটিবাবু।

বিমলবাবু কাতর স্বরে আবার অনুরোধ জানালেন ঃ যত টাকা চান আপনি আমি দেবো।

ঃ টাকা! কিরীটি একটুখানি হাসল ঃ টাকার নেশায় আমি কোনদিনই গোয়েন্দাগিরী করিনি বিমলবাবু। গোয়েন্দা-গিরীটা আমার জীবনের পেশা ছিল না ; ছিল নেশা। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? পুলিশে যখন কেসটা হাতে নিয়েছে, খুনীকে তারা নিশ্চয়ই খুঁজে বের করবে। নিশ্চিন্ত থাকুন।

ঃ তারাত ভুলও করতে পারে মিঃ রায়—অধীরভাবে বিমল-বাবু বলতে লাগলেন ; তাছাড়া এ ব্যাপারে যেন তারা একটু ভুল পথেই চলছে। অনুগ্রহ করে আমাদের এব্যাপারে একটু সাহায্য করুন মিঃ রায়।···

ঃ তবে শুনুন বিমলবাবু! আমি যদি একবার এব্যাপারে হাত দিই তবে আমি এর শেষ মীমাংসা না করা পর্য্যন্ত নিরস্ত হবো না। মনে রাখবেন, প্রকৃত শিকারী কুকুর একবার শিকারের গন্ধ পেলে তাকে নিরস্ত করা ভয়ংকর কঠিন। দুষ্মন্ত

তখন আপনার মনে হবে কিরীটি রায়কে এব্যাপারে না জড়ালেই ভাল ছিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বিমলবাবু শুধু বললেন, শুনুন মিঃ রায়। আমি এব্যাপারের সত্যটুকু জানতে চাই।

ঃ এই ব্যাপারে খাঁটি সমস্ত সত্যটুকুই তবে জানতে চান ?

ঃ হাঁ, আমি এই ব্যাপারের খাঁটি সত্যটুকুই জানতে চাই।

ঃ বেশ তবে আমি আপনার অনুরোধ রাখবো। এবং আশা করি আপনি পরে অনুতপ্ত হবেন না সত্য জেনে।....এখন বলুন তবে সমস্ত ঘটনা, একটি কথাও লুকাবেন না। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সব কিছুই বলবেন।

ঃ ডাঃ সেনই সব কথা আপনাকে খুলে বলবেন। বিমলবাবু জবাব দিলেন।

ঃ বেশ ডাঃ সেনই বলুন।....

আমি তখন আগাগোড়া সকল ব্যাপারই খুলে বললাম।

ঃ বেশ, এবার ডাঃ সেন সমর সম্পর্কেও কিরীটিবাবুকে খুলে বলুন। বিমলবাবু বললেন।

আমি তখন সমরের সংগে যে গত রাত্রে দেখা করতে গিয়েছিলাম তাও বললাম।

ঃ কিন্তু হঠাৎ সমরের সংগে আপনি 'তাজ' হোটেলে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন বলুন, ডাঃ সেন ?

প্রথমটা আমি একটু চুপ করে রইলাম তারপরে বললাম ঃ

আমি ভেবেছিলাম সমরকে তার বাপের নিহত হওয়ার সংবাদটা দেওয়া উচিত তাই গিয়েছিলাম। অন্য কোন কারণ ছিল না। তাছাড়া আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল স্যার সূর্য্যপ্রসাদ তাঁর ছেলের এখানে উপস্থিতির সংবাদটা জানতেন।

ঃ হুঁ। মাত্র এই কারণেই আপনি 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন ?

ঃ হুঁ ঠিক তাই। আমি বললাম।

কিরীটি এবারে খিল খিল করে সুমিষ্ট মেয়েলী হাসি হেসে উঠ্‌ল ঃ ডাক্তার! **don't forget please, I am Kiriti Roy.** সাধারণের চাইতে একটু বিশেষ বোধশক্তি দিয়েই ভগবান এ ধরায় আমায় পাঠিয়েছেন। শুনুন ডাঃ সেন? আপনি অত রাত্রে কেন 'তাজ' হোটেলে গিয়েছিলেন তা বলছি। আপনি মনে মনে চাইছিলেন সমর যেন কাল সারা রাত 'তাজ' হোটেলেই থেকে থাকে।

ঃ কখনই না—আমি তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানালাম।

ঃ শুনুন ডাক্তার! আপনি বিমলবাবুর মত সম্পূর্ণরূপে আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু সে কথা যাক্!....এখন দেখা যাচ্ছে গত কাল সমর এই সহরেই উপস্থিত ছিল 'তাজ' হোটেলে। তারপর রাত্রি সাড়ে নয়টায় সে 'তাজ' হোটেল থেকে বের হয়ে যায়—এবং বর্তমানে সে নিরুদ্দেশ। তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এবং তার এভাবে নিখোঁজ হওয়ায় স্বাভাবিকই লোকের তার উপরে সন্দেহ জাগবে। একথাও

ঘর যাত্রী



আমি চোর! আমি জেঠার ড্রয়ার থেকে ৫০০৲ টাকা চরি করেছি ইনেসপেক্টর।

আমি বলছি যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই ব্যাপারে সমরবাবুর position অত্যন্ত সন্দেহজনক। যাক্‌গে, এখন একবার চলুন বিমলবাবু, আপনাদের ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক। এবং ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিংয়ের সংগেও কথাবার্তা বলে আসা যাবে!

* * * *

আমরা সকলে গিয়ে স্যার সূর্যপ্রসাদের বাটীতে হাজির হলাম। ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিং তখন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন।

আমি কিরীটির সংগে উজাগর সিংয়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। উজাগর সিং যেন কিরীটিকে দেখে বেশ একটু বিরক্তই হলেন কিন্তু মুখে সে ভাব কিছুই প্রকাশ না করে মৃদু সাদর আহ্বান জানিয়ে বললেন—

ঃ Glad to meet you Mr. Roy.

ঃ I too! কিরীটি জবাব দিলেন।

ঃ Caseটা জলের মত সোজা! বিশেষ করে এ্যামেচার I mean সখের গোয়েন্দাদের মাথা ঘামাবার মত কিছুই নেই!

ঃ দেখুন ইনেস্‌পেকটার, ঘটনাটা আমাদের বাড়ীর, এবং আমরা ইচ্ছা করেই মিঃ রায়কে এই ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছি! বিমলবাবু বললেন।

ঃ হুঁঃ! উজাগর সিং একটা শব্দ করলেন।

: তাছাড়া কিরীটিবাবুর অসাধারণ শক্তির পরে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

: ফুঃ! বেচারী পুলিশ আমরা—আমাদের শক্তির ঢাক পিটাবার উপায় ত আর আমাদের নেই।

এতক্ষণে কিরীটি কথা বলল : দেখুন ইনেস্‌পেকটার আমি আমার গোয়েন্দাগিরীর নেশা থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিশ্রাম নিয়েছি—তাছাড়া এ caseটা হাতে নেওয়ার আমার এতটুকু ইচ্ছাও ছিল না। কেননা ঢাক পিটানটা আমি একটু বেশী অপছন্দ করি। আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যদি এই রহস্য উদ্ঘাটনের ব্যাপারে এতটুকু সাহায্যও আমি করি আমার নাম কেউই শুনতে পাবে না; আমি আপনার আড়ালে অজ্ঞাতেই থাকব। তাছাড়া পুলিশ যদি এই সব ব্যাপারে আমাদের সাহায্য না করত আমাদের ক্ষমতাই বা কতটুক—তাঁরা দয়া করে আমাদের সাহায্য করেন বলেই না আমরা কাজ করতে পারি।

কিরীটির কথায় চট্ করে উজাগর সিংয়ের মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

: আপনার সাহায্য ত' আমার এ রহস্যের মীমাংসা করতে হলে পদে পদে প্রয়োজন ইনেস্‌পেকটার সাব।

: বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া!

উজাগর সিং এবার সত্যি সত্যি আনন্দে হেসে ফেললেন।

: ডাঃ. সেন বলছিলেন, আব্দুলের movements টা

নাকি গত রাত্রে বেশ একটু সন্দেহজনক ছিল ইনেস্‌পেকটার ? কিরীটি প্রশ্ন করল।

: ফুঃ....বড় লোকের চাকরগুলোই ওই রকম! বিলকুল কুছ্‌ নেই হ্যায়।

: সমর সম্পর্কে আপনার কী মতামত ইনেস্‌পেকটার ?

: মায় দেখতাহু আপ সাচ্চা জহুরী হায়! মুঝে বহুৎ খুসী হোগি কি আপকো মাফিক হোসিয়ার ব্যক্তিকে সাথ্‌ মুঝে কাম করনাকা মোকা মিলেগি। সব্‌সে পাইলে সমরকাহি খোজ করনা জরুরী হায়।

: কিন্তু ইনেস্‌পেকটার সাব! আপনার একটু ভুল হচ্ছে। সমরকে আমি অনেকদিন থেকেই বেশ ভাল করে চিনি ; সমর খুন করতে পারে না, বিমলবাবু বলে উঠ্‌লেন।

: না পারতে পারে, ইনেস্‌পেকটার মৃদুস্বরে জবাব দিলেন।

: সমরের বিরুদ্ধে আপনার কী যুক্তি শুনতে পারি কি ইনেস্‌পেকটার ? আমিই এবারে প্রশ্ন করলাম।

: যুক্তি! যুক্তি অনেক আছে ডাক্তার বাবু! প্রথমত ধরুন সমরের স্বভাব চরিত্র মোটেই ভাল ছিল না। জুয়ো, রেস খেলায় অভ্যস্ত, কিছুদিন আগে বাপের বাক্স থেকে টাকা চুরি করে উধাও হয়েছিল ; দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে তার অত্যন্ত অর্থাভাব চলেছে। তৃতীয়তঃ সে এখানে নিজের বাড়ীতে না থেকে 'তাজ' হোটেলে ছিল, চতুর্থ যতদিন তার বাপ সূর্য-প্রসাদ বেঁচে ছিলেন, এ বাড়ীতে তার প্রবেশ করবার কোন

পথই ছিল না। কেননা সূর্য্যপ্রসাদ তার আর মুখদর্শনও করবেন না বলেছিলেন : পঞ্চম গত রাত্রে সাড়ে নয়টার পরে সেই যে সে 'তাজ' হোটেল থেকে বের হয়ে যায়, আর সেখানে সারা রাতের মধ্যে ফেরেনি। ষষ্ঠ আমাদেরই একজন কনেষ্টবল তাকে গত রাত্রে ১০৷৷০ থেকে ১১ টার মধ্যে লিংকরোডে ঘুরতে দেখেছে। সপ্তম আমি তার পায়ের ব্যবহার করবার রবার সোল দেওয়া জুতো পেয়েছি—এবং সেই জুতোর সোলে এখনও টাটকা কাদা লেগে আছে; তার ঘরে ছ' জোড়া ঠিক একই রকমের রবার সোল দেওয়া জুতো পেয়েছি! স্যার সূর্যপ্রসাদের ঘরের জানালার গায়ে জুতোর দাগের সংগে ঐ জুতোর সোলের ছাপ হুবুহু মিলে গেছে। এর পরও কী আর অন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন আছে বিমলবাবু?....বলুন। চুপ করে আছেন কেন বলুন।....

বিমলবাবু বিহ্বল দৃষ্টিতে উজাগর সিংয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উজাগর সিং একটুখানি হেসে আবার বললেন : শুধু তাই নয় ; স্যার সূর্যপ্রসাদের বসবার ঘরের সেই খোলা জানালার ঠিক নীচেই বাগানের ভিজা মাটীতে অবিকল ঐ একই প্রকারের জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে ; আচ্ছা আমি থানায় যাচ্ছি জরুরী কাজ আছে। উজাগর সিং ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন কিরীটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে : ডাক্তার ! গত রাত্রে এই ঘরে বসেই আপনার সংগে স্যার সূর্যপ্রসাদের আলাপ আলোচনা হয়েছিল ?

: হুঁ !

: আপনি যখন এঘর ছেড়ে চলে যান, সেই নীল রংয়ের চিঠির খামটা কোথায় ছিল ?

: সামনের ওই ছোট টেবিলের পরে স্যার সূর্যপ্রসাদকে হাত বাড়িয়ে রাখতে দেখেছিলাম।

: একমাত্র সেই নীল রংয়ের চিঠির খামটি ছাড়া ঘরের আর সব কিছুই ঠিক তেমনিই আছে, না ?....কিরীটি প্রশ্ন করল।

: আমার ত তাই মনে হচ্ছে।

: আচ্ছা বিমলবাবু ! একটিবার স্যার সূর্যপ্রসাদ গত রাত্রে এই ঘরের যে চেয়ারটিতে বসে ছিলেন সেটায় বসুন ত !'

কিরীটির নির্দেশ মত বিমলবাবু চেয়ারটার পরে গিয়ে বসলেন

ঃ হাঁ। এখন বলুনত' ডাক্তার ঠিক কী ভাবে স্যার সূর্যপ্রসাদের ঘাড়ে ছোরাটা বেঁধান ছিল? আমি দেখাতে লাগলাম, কিরীটি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ঃ তাহলে দরজার গোড়া থেকেই ছোরার বাঁটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল বলুন! আব্দুল আর আপনি, দুজনে ঠিক এক সংগেই ছোরার বাঁটটা দেখেছিলেন কী ডাঃ সেন?

ঃ হাঁ! আমি বললাম।

কিরীটি মৃদু ভাবে ঘাড়টা একটু দুলিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাগগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। সহসা এক সময় আবার প্রশ্ন করল ঃ ঘরের ইলেকট্রিক বাতি তখন জ্বলছিল না ডাক্তার, যখন আপনারা মৃত দেহ এই ঘরে দেখতে পান?

ঃ হাঁ!

ঃ আচ্ছা ডাঃ সেন। Fire place টা তখন বেশ ভাল ভাবে জ্বলছিল, না নিবু নিবু হয়ে এসেছিল?

ঃ তাত ঠিক মনে নেই মিঃ রায়, আমি জবাব দিলাম।

ঃ ভাল কথা আব্দুল কোথায় গেল? কিরীটি প্রশ্ন করল।

আব্দুল ঘর ছেড়ে কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছিল, আবার তাকে ডাকিয়ে আনা হলো।

ঃ এই যে আব্দুল, দেখত ঘরের সব কিছু ভাল করে চেয়ে, গত রাত্রে ঠিক এমনিই ছিল কিনা? মানে যখন তোমরা স্যার সূর্যপ্রসাদকে সর্বপ্রথম এই ঘরে নিহত অবস্থায় দেখতে পাও?

ঃ আজ্ঞে, আব্দুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের সমস্ত কিছু নজর দিয়ে দেখতে লাগল, অবশেষে এক সময় কি একটু ভেবে বললে, ঃ আজ্ঞে ঐ বড় চেয়ারটা ঠিক এখন যে জায়গায় আছে ওখানে ছিল না, দেওয়ালের দিকে আরো অনেকটা সরান ছিল।

ঃ আমাকে একবার দেখাও ত, চেয়ারটা সেই জায়গায় সরিয়ে।

আব্দুল তখন চেয়ারটাকে দেওয়ালের দিকে প্রায় আরো দু ফুট টেনে নিয়ে গিয়ে এমন ভাবে রাখলে যাতে করে চেয়ারটা দরজার ঠিক মুখোমুখি হয়ে গেল।

ঃ কিন্তু চেয়ারটা তবে এভাবে সরিয়ে রাখলে কে ? কেননা চেয়ারটা এ জায়গায় রেখে দরজার মুখোমুখি কেউ বসবে না ঘরের দিকে পিছন রেখে। আশ্চর্য ! কে আবার চেয়ারটাকে যথাস্থানে সরিয়ে রাখল ? আব্দুল তুমিই সরিয়ে রেখেছিলে কী ?

ঃ আজ্ঞে না !

কিরীটি আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল ঃ আপনি ?

ঃ না ; আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম।

ঃ আজ্ঞে, পুলিশের সংগে গত রাত্রে দ্বিতীয়বার এই ঘরে যখন ঢুকি তখনই চেয়ারটাকে এই অবস্থায় দেখতে পাই ; আমি তখন ভাবলাম, কেউ হয়ত চেয়ারটাকে আবার ঠিকভাবে সরিয়ে রেখেছেন ; আব্দুল বিনীত ভাবে বললে।

: আশ্চর্য !....কিরীটি মৃদুস্বরে শুধু বললে।

: অমলেন্দু বা বিমলবাবুও ত' চেয়ারটাকে ওখানে সরিয়ে রাখতে পারেন ; কিন্তু এই সামান্যতম ঘটনাটার কী এমন বিশেষত্ব আছে কিরীটিবাবু ?

: সামান্যতম বলেই ওর বিশেষত্ব আছে ডাঃ সেন !

: কিন্তু এমনও ত' হতে পারে মিঃ রায় যে, আব্দুল মিথ্যা কথা বলেছে, অথবা ভুল দেখেছে !

: না সে ঠিকই দেখেছে ! আব্দুল মিথ্যা কথা বলেনি ডাঃ সেন, বেশ যেন একটু দৃঢ়ভাবেই কিরীটি কথাগুলো উচ্চারণ করলে। তারপর সহসা স্বল্প হাসিতে মুখখানি তার উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। ডাক্তারবাবু যদি এই ধরণের case নিয়ে বেশী দেখা শুনা বা পড়াশুনা করে থাকতেন তাহলে দেখতেন এই ধরণের ঘটনায় যাঁরা উপস্থিত থাকেন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গোপনীয় থাকে !

: আমি প্রশ্ন করলাম, আমারও আছে তাহলে কিছু গোপনীয় বলুন ! আমিও ত' এই ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট ?

কিরীটি হাসতে হাসতে বললে : তা আছে বই কি !

: তাই নাকি ! কী বলুন ত' ?

: আমার মনে হয় আপনি স্যার সূর্যপ্রসাদের ছেলে সমর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন অথচ আমার কাছে এখনও গোপন করে রেখেছেন ডাক্তার !

কিরীটির কথা শুনে সহসা আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল ;

কিরীটি বোধ হয় আমার মুখের সে ভাব লক্ষ্য করে থাকবে। তাড়াতাড়ি বলে উঠল : না না ডাক্তার, আপনার এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই ; যতটুকু আপনি আমাকে বলেছেন তার চাইতে আমি একটি কথাও বেশী জানতে চাই না ; কেননা আমি জানি গোপনীয় আমার কাছে কিছুই থাকবে না !

: মিঃ রায় ! আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ইতিপূর্ব্বে অনেক কাগজে পড়েছি ও শুনেছি, আপনি যদি একটু আপনার বিশ্লেষণের ধারা সম্পর্কে কিছু কিছু আমায় বলেন তবে বড় খুসী হবো।

: বেশ ত' এই ধরুন না এই ঘরের Fire place টার কথা ! আমি Fire place সম্পর্কে একটু আগে আপনাকে ও আব্দুলকে প্রশ্ন করছিলাম না ? আপনি রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এ ঘর থেকে চলে যান, কেমন ত ?

: নিশ্চয়ই !

: আপনি যখন এঘর ছেড়ে চলে যান এ ঘরের জানালা বন্ধ ছিল, এবং ঘরের দরজাটা ছিল খোলা। তারপর রাত্রি বারটার সময় এই ঘরের মধ্যে স্যার সূর্য্যপ্রসাদের মৃতদেহ যখন আবিষ্কার করলেন, দরজাটা তখন ছিল বন্ধ আর জানালাটা ছিল খোলা। ঠিক উল্টো ! কিন্তু জানালাটা খুললে কে ? ঘরের মধ্যে স্যার সূর্য্যপ্রসাদই একা ছিলেন এবং সে ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর পক্ষেই জানালাটা খোলা সম্ভব এবং দুটো কারণে জানালাটা তিনি খুলতে পারেন। প্রথমতঃ চুল্লীর আগুনে ঘরটা হয়ত খুব গরম হয়ে গিয়েছিল তাই হয়ত জানালাটা তাঁকে

খুলতে হয়েছিল (কিন্তু সে সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে থাকতে পারে না, কেননা গত রাত্রে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি হওয়ায় ঠাণ্ডাটা একটু বেশীই পড়েছিল)। দ্বিতীয়তঃ জানালা খুলে কাউকে হয়ত এঘরে তিনি ঢুকিয়েছিলেন, এবং এমন কাউকে হয়ত এঘরে তিনি ঢুকিয়েছিলেন, যে তাঁর খুবই পরিচিত ছিল !

ঃ সত্যি ! এ দিকটা আমার মনে উদয়ই হয়নি। অথচ কত সহজ জিনিষটা ভাবতে গেলে।

ঃ ঠিকমত যদি ঘটনাকে পর পর বিশ্লেষণ করে সাজাতে পারেন তবে সব কিছুই সোজা হয়ে যায় ডাঃ সেন। কিন্তু এখন দেখা যাক্ রাত্রি এগারটার সময় কে তাঁর ঘরে ছিল! সব কিছু থেকে বোঝা যায় যে রাত্রি এগারটার সময় কাল যে এঘরে ছিল সে জানালা পথেই এঘরে ঢুকেছিল। এবং যদিও রাত্রি এগারটার পরও বিমলবাবু স্যার সূর্যপ্রসাদকে জীবিত দেখেছিলেন তাহলেও যতক্ষণ আমরা গত রাত্রের আগন্তুক সম্পর্কে সব কিছু না জানতে পারছি ততক্ষণ এ রহস্যের মীমাংসা করা যাচ্ছে না। কেননা এমনও ত' হতে পারে গত রাত্রে আগন্তুক জানালা পথে এসে স্যার সূর্যপ্রসাদের সংগে কথাবার্তা বলে চলে যাবার পর খুনী ঐ খোলা জানালা পথে এ ঘরে এসে ঢুকে খুন করে গেছে! কিংবা সেই একই লোক দ্বিতীয়বার যখন স্যার সূর্যপ্রসাদ চেয়ারের উপরে বসে বসেই তন্দ্রাভূত হয়ে পড়েছিলেন সেই সময় ঘরে ঢুকে খুন করে গেছে।

এমন সময় অমলেন্দু ঘরে এসে ঢুকল।

ঃ কী সংবাদ অমলেন্দুবাবু?

ঃ গত রাত্রের টেলিফোনের ব্যাপারটা জানা গেছে মিঃ রায়! রাস্তায় একটা Public telephone থেকে রাত্রি এগারটা পনের মিনিটের সময় ডাঃ সেনকে কেউ ফোন করেছিল। রাত্রি সাড়ে বারটায় Havalion ষ্টেশন থেকে শেষ ট্রেণ Taxillaর দিকে ছেড়ে গেছে, এবং ঐ ট্রেণটার সংগেই Corresponding train হচ্ছে Bombay Express. ভোর ছয়টায় Bombay Express রাওলপিণ্ডিতে পৌঁছায়!

ঃ বেশ! বেশ! এখন একবার খবর নিনত' Havalion Station-এ কারা কারা গেছে তাদের একটা Report পাওয়া যায় কিনা!

ঃ বেশ!

ঃ চলুন ডাঃ সেন এ বাড়ীটা একবার ভাল করে ঘুরে দেখা যাক।

ঃ চলুন।

আমরা ঘর থেকে বের হ'য়ে সিঁড়ির কাছে আসতেই অমলেন্দু বললে : কিন্তু কে যে ডাঃ সেনকে ফোন করল, আর টেলিফোন করারই বা কী দরকার ছিল এটাও কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না মিঃ রায়।

: সত্যি, টেলিফোনের ব্যাপারটার কোন মাথা মুণ্ড আমিও বুঝ্‌তে পারছি না, আমি বললাম !

: একটা উদ্দেশ্য আছে বৈকি ! কিরীটি মৃদুস্বরে জবাব দিল।

: কিন্তু কি এমন উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিঃ রায় ? আমি প্রশ্ন করলাম।

কিরীটি হাসতে হাসতে জবাব দিল : সেটা যখন জানতে পারব, তখন ত সব কিছুই জানতে পারব ডাঃ সেন ! তারপর হঠাৎ একসময় আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল : আপনি বলছিলেন রাত্রি তখন এগারটা ঠিক, যখন আপনি গত রাত্রে একটি লোককে গেটের সামনে দেখেন, না ?

: হাঁ। তখন গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি এগারটা বাজল।

: আচ্ছা পায়ে হেঁটে স্যার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ রুম থেকে গেটের কাছে আসতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে বলে আপনার মনে হয় ডাঃ সেন ?

ঃ সোজা দরজা দিয়ে আসলে ২।৩ মিনিটের বেশী লাগে না ; খুব আস্তে আস্তে হলে ৪।৫ মিঃ বড় জোর লাগতে পারে।

ঃ আচ্ছা স্যার সূর্য প্রসাদের সংগে গত সপ্তাহে কোন সময়ে কোঁন অপরিচিত লোক কি কখনো দেখা করতে এসেছে অমলেন্দুবাবু ?

অমলেন্দু একটু চিন্তা করে বলল : হাঁ, দিন কয়েক আগে হাজার ট্রেডিং কোম্পানী থেকে একজন ভদ্রলোক স্যার সূর্যপ্রসাদের সংগে দেখা করতে এসেছিল বটে, তবে তাকে **stranger** বলা চলে না। কেননা আজ কয়েক মাস থেকে স্যার সূর্যপ্রসাদ একটা ডিকটাফোন (**dictaphone**) * কিনবেন বলে মতলব করছিলেন। ঐ লোকটি **dictaphone**-এর

* **ডিকটাফোন (Dictaphone)** : এক প্রকার ফনোগ্রাফ মেসিন। সাধারণত এই মেসিনগুলো অফিসের কাজের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই মেসিন অফিসে থাকলে ষ্টেনোগ্রাফারের কোন প্রয়োজন হয় না ; কেননা যা টাইপ করবার প্রয়োজন হয় বক্তা ডিকটাফোনের মাউথ পিসটা মুখে লাগিয়ে যা বলবার বলে যান, কথাগুলো যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত মোমের একটি সিলিণ্ডারে রেকর্ডেড্ হয়ে যায়। পরে প্রয়োজন মত মেসিনটা চালালেই মেসিনটা থেকে কথাগুলো গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবার মত শোনা যায়। টাইপিষ্ট তখন সেইকথাগুলো শুনে শুনে টাইপ করে নেয়। আবার পরে প্রয়োজন মত সেই মোমের সিলিণ্ডারটাকে চেঁচে নিয়ে নূতন করে অনেকবার কাজে লাগান যায়। এক কথায় এ যন্ত্রকে reproducing মেসিন বলা যায়। অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মত কাজ দেয়।

একজন এজেন্ট! কিন্তু স্যার সূর্যপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত dictaphone কেনেন্‌ নি!

: লোকটি, I mean agent-এর চেহারা আপনার মনে আছে?

: আছে! বেঁটে, বেশ সুশ্রী চেহারা।

আচ্ছা ডাঃ সেন! আপনি গেটের সামনে গত রাত্রে যে লোকটিকে দেখেছিলেন, তার চেহারার সংগে ঐ agent-এর চেহারার কোন মিল আছে কি?

: না, সে লোকটি প্রায় লম্বায় ছয় ফুট হবে।

এমন সময় একজন ভৃত্য এসে বিমলবাবুকে বললে: এ্যাটর্ণি মিঃ করমজি এসেছেন।

বিমলবাবু বাইরের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি কিরীটিকে প্রশ্ন করলাম: মিঃ রায়! স্যার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট্‌ রুম ও শয়ন কক্ষের যা দেখবার দেখা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই?

: হয়েছে।

: আঃ! যদি ঘরের দেওয়ালগুলো মানুষের মত কথা বলতে পারত, তবে আজ আমরা অনায়াসেই জানতে পারতাম খুনীকে! মৃদুস্বরে আমি বললাম।

: কথা বলার ব্যাপারে জিভ্‌ থাকাই সব চাইতে বড় কথা নয় ডাঃ সেন।

ভাষাহীন কাদা ইট দিয়ে গড়া ঘরের দেওয়ালগুলোর ভাষা

প্রকাশের জন্য জিহ্বা না থাকলেও দেখবার চোখ ও শুনবার কাণ আছে। আমার সংগে ঘরের নির্জীব দেওয়ালগুলো, টেবিল চেয়ার সবাই কথা বলে। আমি সব কিছুর কথাই শুনতে পাই! ওগুলিও আমায় অনেক সংবাদ দেয়।

ঃ কি খবর পেলেন তবে আজ মিঃ রায় স্যার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ রুম ও তাঁর শয়ন ঘরের দেওয়ালগুলো ও আসবাব-পত্রের কাছ থেকে?

উদগ্রীব হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

ঃ একটি খোলা জানালা, মিঃ রায় বলতে লাগল ঃ একটি বন্ধ দরজা ও একটি চেয়ার যা আপনা আপনি সরে গেছে। ঘরের এই তিনটি নির্জীব বস্তুর নীরব ভাষা শুনে কেবলই আমার মনে হচ্ছে কেন? কেন? এমনটা হলো! কিন্তু কোন জবাবই পাচ্ছি না! ··অথচ এই তিনটির জবাব আমার চাই-ই!

লোকটা কি পাগল! না নীরেট! এত নাম লোকটার! শুনেছি চুলচেরা বিচারশক্তি, অদ্ভুত দৃষ্টি!···সবই কি তবে বাজে!....

ঃ চলুন ডাক্তার, স্যার সূর্যপ্রসাদের মিউজিয়াম ঘরে একটিবার যাওয়া যাক আগে! সেই চন্দনকাঠের বাক্স, যার মধ্যে সেই ম্যাকসিকান ছোরাটা ছিল সেটা একবার দেখলে মন্দ হতো না।

আমরা এসে নীচের মিউজিয়াম ঘরে প্রবেশ করলাম।

এমন সময় উজাগর সিংও এসে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

চাপ দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন : এই যে মিঃ রায় আপনি এখনও যাননি দেখছি।

: না, কোথায় আর গেলাম। বাড়ীটা বেশ চমৎকার, ঘুরে ফিরে তাই দেখে বেড়াচ্ছি। কিরীটি মৃদুস্বরে জবাব দিল।

: খুনের একপ্রকার কিনারা করে এসেছি মিঃ রায় !

: বটে !....

: হাঁ ! আপনাদের ত আগেই বলিছি : আরে বাবা Eighteen years experience in the police department. ফুঃ !....

: ধরেছেন নাকি খুনীকে ?

: না ধরিনি এখনও তবে ধরলেই হয় ! বড়লোকের একমাত্র ছেলে গোল্লায় গেলে যা হয়।

: আপনার চমৎকার প্রত্যুৎপন্নমতি কিন্তু ইনেস্‌পেকটার !

: Eighteen years experience ফু : !...

: নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই ! কিন্তু কেমন করে বুঝলেন বলুন ত' যে সমরই তার বাপের হত্যাকারী ?

Method, বুঝলেন Method ! স্যার সূর্যপ্রসাদকে কালরাত্রে শেষ জীবিত অবস্থায় দেখা যায় রাত্রি সোয়া এগারটার সময় ; কেননা বিমলবাবু, তাঁর ভাইপো সেই সময় তাঁর সংগে কথা বলে এসেছেন : প্রথম কারণ এই ! দ্বিতীয় রাত্রি বারটার সময় ডাঃ সেন এ বাড়ীতে এসে ঘর ভেংগে মৃতদেহ আবিষ্কার করেন এবং ডাক্তারের মতে স্যার সূর্যপ্রসাদ

আধঘণ্টা আগে মারা গেছেন। কী ডাক্তার, আপনি তাই বলছিলেন না ?

হাঁ, আধঘণ্টা কি আধঘণ্টার কিছু বেশী আগে মারা গেছেন বলেই মনে হয়েছিল, আমি জবাব দিলাম।

ঃ বেশ তাই যদি হয়ে থাকে তবে রাত্রি সাড়ে এগারটা থেকে পৌণে বারটা এই পৌণ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই স্যার সূর্যপ্রসাদকে কেউ খুন করেছে এটা আমরা অনায়াসেই ধরে নিতে পারি,, কেমন ত ?

ঃ বলুন !....কিরীটি মৃদুস্বরে বললে শুধু !

ঃ আমি গত রাত্রে এবাড়ীতে যিনি যিনি ছিলেন ঐ সময়ের প্রত্যেকেরই গতিবিধির একটা রেকর্ড তৈরী করেছি। এই দেখুন।

উজাগর সিং একটি শাদা টাইপ করা কাগজ কিরীটির দিকে এগিয়ে দিল।

১। মেজর কৃষ্ণস্বামী ঃ বিলিয়ার্ড রুমে বলদেববাবু ও অমলেন্দুবাবুর সংগে ঐ সময় বিলিয়ার্ড খেলছিলেন। অমলেন্দুবাবু ও ওঁরা দু'জনেই সেকথার সমর্থন করেছেন।

২। বলদেববাবু ঃ বিলিয়ার্ড ঘরে ছিলেন প্রমাণিত হয়েছে।

৩। রাধিকাপ্রসাদবাবু ঃ পৌণে এগারটা পর্যন্ত বিলিয়ার্ড ঘরে ছিলেন, পরে নিজের শয়নকক্ষে গিয়ে শয়ন করেন। আব্দুল ও অন্য একজন ভৃত্য বলেছে।

৪। সুবলবাবু ঃ রাত্রি সাড়ে দশটায় শরীর খারাপ বলে ঘুমুতে যান নিজের ঘরে সকলেই দেখেছে।

৫। আব্দুল : রাত্রি সোয়া এগারটায় নীচের ঘরে শুতে যায় অন্যান্য চাকররা সাক্ষ্য দিয়েছে।

৬। অমলেন্দুবাবু : রাত্রি সাড়ে এগারটার পর বিলিয়ার্ড রুম থেকে সকলের সংগে বের হয়ে নিজের ঘরে শুতে যায় সকলেই দেখেছেন।

চাকরদের মধ্যে আব্দুল আজীবন এখানে আছে, উত্তমসিং চার বছর আছে, বাবুর্চি ও দারোয়ান সাত বছর এখানে কাজ করছে, অমলেন্দু অত্যন্ত বিশ্বাসী! একমাত্র আব্দুল সম্পর্কে সামান্য একটু সন্দেহ জাগে তাছাড়া সকলেই সন্দেহের বাইরে।

: লিষ্টটা ভালই হয়েছে, কিরীটি কাগজটা আবার উজাগর সিং-এর হাতে ফিরিয়ে দিল। : তবে আব্দুল যে খুন করেনি সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত মৃদুস্বরে কথাটা কিরীটি বললে।

: এই লিষ্ট দেখে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় এবাড়ীর কেউই স্যার সূর্যপ্রসাদকে খুন করেনি। এখন দেখা যাক অন্য দিকে নজর দিয়ে। স্যার সূর্যপ্রসাদের পলাতক ছেলে সমরকে গতরাত্রে এবাড়ীর আশে পাশে সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে একজন আমাদের পুলিশ লিংক রোডে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে।

আপনি ঠিক জানেন পুলিশ ভুল করেনি, আমি প্রশ্ন করলাম।

: না। সে সমরকে অনেকবার দেখেছে। সেইজন্য তাকে চিনতে তার ভুল হতেই পারে না। এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় এবং রাত্রি এগারটার সময় অমলেন্দুবাবু স্যার

সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে কথাবার্তার যে আওয়াজ পেয়েছেন এ থেকেই কি স্পষ্ট বোঝা যায় না এ দুষ্কর্মের হোর্তা কে? কে এ রহস্যের মেঘনাদ? তাছাড়া জুতো। জুতোর ছাপ এবং 'তাজ হোটেল থেকে সমরের অন্তর্দ্ধান! বাপকে খুন করেছে হয়ত সে রাগের বসে ঝোঁকের মাথায়, তারপরই হয়ত রক্ত দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং ফোনে সংবাদটা দিয়ে ট্রেণে পালায়!

ঃ কিন্তু ফোনে সংবাদ দিতে গেল কেন?

সহসা কিরীটি কথার মাঝে প্রশ্ন করে বসল।

ঃ অবিশ্যি এর উত্তর দেওয়া একটু কঠিন!....কেন সে হঠাৎ ফোন করতে গেল! তবে খুনীরা অনেক সময় এমন অনেক কিছু করে বসে যার কোন সদ-উত্তরই পাওয়া যায় না। পুলিশ লাইনে যদি দীর্ঘ আঠার বছর আমার মত থাকতেন তাহলে দেখতে পেতেন খুনীরা কত অদ্ভুত প্রকারেরই না হয়। ফুঃ!....

ঃ কিন্তু একই রকম জুতোত' অনেক লোকই পায়ে দিতে পারে ইনেস্‌পেকটার সাহেব? কিরীটি আবার প্রশ্ন করল

ঃ পায়ে দিতে পারে কিন্তু—সমর পালাল কেন?

ঃ হাঁ পালানটা সত্যিই অন্যায় হয়েছে।...

কিরীটি মৃদুস্বরে আবার জবাব দিল: পালান সত্যিই তার উচিত হয় নি।...বেচারী সমর!...

ঃ এখন তাহলে বুঝুন!...**Eighteen years experience in police line** ফু ঃ!....

—দশ—   —সমর দোষী নয়—

সমরের এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। পুলিশ তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেছে।

সেদিন আর আমাদের স্যার সূর্যপ্রসাদের বাড়ী ভাল করে দেখা হয়নি।

সকাল বেলা কিরীটি আমার ক্লিনিক্সে এসে হাজির হল।

ঃ ডাঃ সেন! চলুন একবার স্যার সূর্যপ্রসাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। হাতে বিশেষ কোন কাজ নেইত'?

ঃ না। চলুন।

পথ চলতে চলতে আমি এক সময় বললাম ঃ মিঃ রায়, আপনার সংগে কাজ করতে আমি কী যে আনন্দ পাচ্ছি!.... সুব্রত বাবু আপনার সহকারী রূপে অনেক সময় কাজ করেছেন না?....

ঃ হাঁ, সুব্রত শুধু আমার সহকারীই নয় পরম বন্ধু!.... জীবনে অমন বন্ধু আমার খুবই কম মিলেছে। আজ এত দূরে এসে প্রতি মুহূর্তেই তার কথা আমার মনে পড়ে।

*   *   *

স্যার সূর্যপ্রসাদের বাড়ী।

বাড়ীর পিছন দিককার বাগানে কিরীটি আমাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। বাগানটিতে নানা প্রকারের গাছ পালা আছে।

বাগানের এক কোণে ছোট ছোট পাশা পাশি তুটো ঘর।

একটিতে মালী থাকে, আজ দিন দশেক হলো সে ছুটী নিয়ে তার বাড়ী গেছে।

অন্যটা খালিই পড়ে থাকে।

মালীর ঘরটি তালা বন্ধ। অন্যটির দরজা বন্ধ।

দরজা ঠেলে খুলে দ্বিতীয় ঘরটির মধ্যে গিয়ে কিরীটি ও আমি প্রবেশ করলাম।

ঘরটি বহুদিনের অব্যবহারে ধূলি সমাকীর্ণ!

এক পাশে কতকগুলো ভাংগা টেবিল ও চেয়ার স্তূপ করা আছে।

মেঝের ধূলায় অনেকগুলো এলো মেলো পায়ের দাগ ও গোল গোল ছোট ছোট দাগ।

কিরীটি ধূলার পরে পায়ের দাগগুলো দেখে বললেঃ তু' এক দিনের মধ্যে কেউ নিশ্চয়ই এঘরে এসেছিল।

নিশ্চয়ই এঘরে এসেছিল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সহসা কিরীটি নীচু হয়ে মেঝে থেকে কী একটা বস্তু তুলে নিল।

ঃ কী মিঃ রায়?··

ঃ এটা কালো নস্যির কৌটা!....তারপর সিগ্রেটটা হাতের পাতার পরে ধরে দেখতে দেখতে বললে ঃ....আচ্ছা ডাঃ সেন! এই ঘর থেকে স্যার সূর্যপ্রসাদের দোতালার প্রাইভেট রুমের জানালার নীচে যেতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে?

ঃ মিনিট ছুই তিন, আমি জবাব দিলাম।

ঃ হুঁ, ছুই তিন মিনিট।....কিরীটি মৃত্বস্বরে বললে।

ঃ আচ্ছা মিঃ রায়? এ কেস্‌টা সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারছেন?

ঃ না!...যা বুঝেছি তাও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে ঘটনাটা যেন বেশ একটু জটিল।

* * *

বাগান থেকে আমরা স্যার সূর্যপ্রসাদের বাটির বাইরের ঘরে প্রবেশ করলাম।

বাইরের ঘরে রাধিকাপ্রসাদ, বিমলবাবু ও এটর্নি মিঃ করমজি কথাবার্তা বলছিলেন, আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন।

মিঃ করমজির হাতে একটা মোটা রোল করা পার্চমেণ্টের ব্লু রংয়ের কাগজ।

ঃ স্যার সূর্যপ্রসাদের উইল বুঝি?

কিরীটি প্রশ্ন করল।

ঃ হাঁ, রাধিকা প্রসাদ জবাব দিলেন।

ঃ আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, উইলটা একটিবার শুনতে চাই!

ঃ বিলক্ষণ। মিঃ করমজি, শোনান মিঃ রায়কে একবার দাদার উইলটা।

রাধিকা প্রসাদ বাবু বললেন।

মিঃ করমজি তখন উইলটা পড়তে লাগলেন !

আমি শ্রীযুক্ত সূর্যপ্রসাদ সেন জেলা ২৪ পরগণা স্থিত বরানগর নিবাসী বর্তমানে এবটাবাদ নিবাসী বলিতেছি ইহাই আমার শেষ উইল ঃ ইত্যাদি ইত্যাদি। উইলের সারমর্ম্ম এই ঃ এক হাজার টাকা করে প্রত্যেক চাকর পাবে। পাঁচ হাজার টাকা সেক্রেটারি অমলেন্দু চক্রবর্তী পাবে।

সাড়ে বার হাজার টাকা পাবে বিমল, এবং সাড়ে বার হাজার পাবে সুবল, দশ হাজার পাবে ছোট ভাই রাধিকা-প্রসাদ : এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে পুত্র সমর এবং বাদ বাকী দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা কলিকাতার নানা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ব্যয় হবে।

ঃ উঃ তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি, আমি বললাম।

ঃ হুঁ, স্যার সূর্যপ্রসাদ দেখা যাচ্ছে সত্যিকারের ধনী ব্যক্তি ছিলেন।

সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম।

* * *

গত রাত্রি থেকেই তুষার পড়া সুরু হয়েছে।

ক্লিনিক্‌সে একাকী চুপটি করে fire placeয়ের ধারে একটি চেয়ারের পরে বসে আছি।

ঘরের কাচের সার্সী দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝুর ঝুর করে প্যাঁজা তুলোর মত হালকা ও নরম শুভ্র তুষার বারে বারে

পড়ছে অবিশ্রাম। পথ, ঘাট, দূরের পাহাড়গুলি শাদা হয়ে গেছে।

সমগ্র বিশ্বচরাচর যেন সর্বাংগে জড়িয়ে নিয়েছে শ্বেত শুভ্র মখ্‌মলের মত পুরু নরম ও কোমল একখানি গাত্রাবাস।

কিরীটির ভৃত্য জংলী এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াল।

ঃ কি সংবাদ জংলী ?

ঃ বাবু একটা চিঠি দিয়েছেন। এখুনি জবাব চাই। চিঠিটা খুললাম। কিরীটি লিখছে ঃ

প্রিয় ডাঃ সেন ঃ

আজ রাত্রে স্যার সূর্যপ্রসাদের বাড়ীতে একবার যেতে হবে বিশেষ প্রয়োজন। স্যার সূর্যপ্রসাদের খুন হওয়া সম্পর্কে কয়েকটা আলোচনা করা যাবে; এবং সূর্যপ্রসাদের খুন হওয়ার রাত্রে সেখানে যিনি যিনি উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যাতে আজও রাত্রে ওখানে উপস্থিত হন তার সকল ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। ভবদীয় ঃ কিরীটি রায়।

জংলীর হাতেই ছোট একটুক্‌রো কাগজে জবাব লিখে দিলাম ঃ মিঃ রায়, আপনার কথামতই ব্যবস্থা হবে—ইতি শিশির সেন।

জংলী চলে গেল, আমি ভাবতে লাগলাম।

কিরীটির উদ্দেশ্য কী ?

কেন হঠাৎ সকলকে সে এ ভাবে আহ্বান জানাল!

রহস্যময় কিরীটির ব্যবহার।

শক্তিশালী গোয়েন্দা সে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই কিন্তু অহংকারও তার তীব্র !

নিজের শক্তিতে আত্মসমাহিত হলেও সম্পূর্ণ সজাগ !

মনের মধ্যে তীব্র একটা কৌতূহল বারংবার উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যেতে লাগল।

কী তার প্রয়োজন ? উদ্দেশ্যহীন কাজ সে করে না ; কিন্তু সে উদ্দেশ্যটা কী ?···

ধীরে ধীরে এক সময় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিপাশের তুষার ঢাকা পাহাড়গুলির বুক ছুঁয়ে ধরার বুকে পায়ে পায়ে নেমে এলো।

ঘরের মধ্যে গন্‌গনে Fire placeয়ের পাশে বসে আছি, একটা বর্ষাতি গায়ে কিরীটি এসে ঘরে প্রবেশ করল।

রুমাল দিয়ে বর্ষাতির উপরের তুষার কণাগুলি ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে কিরীটি বললে : Good evening ডাঃ সেন !

নারায়ণকে ডেকে গরম কফি দিতে বললাম।

একটা সোফা Fire placeয়ের সামনে টেনে নিয়ে বসতে বসতে কিরীটি বললে : সমস্ত বন্দোবস্ত ready ডাক্তার ?

: হাঁ। মৃদুস্বরে আমি জবাব দিলাম।

: চেয়ারটার সম্পর্কে কোন জবাবই কারও কাছে পাওয়া গেল না ডাক্তার ! মেজর, বলদেববাবু, বিমলবাবু, সুবলবাবু, রাধিকাপ্রসাদ, আব্দুল, অমলেন্দু ও আপনি—সকলের কাছেই এক জবাব পেলাম, চেয়ারটা কেউই সরান নি !

ঃ সামান্য একটা চেয়ার নিয়ে অতই বা মাথা ঘামাচ্ছেন কেন মিঃ রায় ? আমি হাসতে হাসতে বললাম।

ঃ সামান্যই বটে !....সে যাক !....এই যে গরম গরম কফি এসে গেছে, অপাততঃ এরই সদ্ব্যবহার করা যাক্ !

ঃ মিঃ রায় ! আমি একটা কাগজে আমার চিন্তা ও বিচার শক্তি অনুযায়ী এই কেস সম্পর্কে কতকগুলো পয়েন্ট টুকেছি—শুনবেন ?

গরম গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটি বললে ঃ বলুন শোনা যাক ! এ কেসে আপনি আমার বন্ধু সুব্রতর কাজ করছেন, ভুলে যাবেন না।

১নং ঃ স্যার সূর্যপ্রসাদকে রাত্রি এগারটার সময় তাঁর ঘরে কারও সংগে কথা বলতে শোনা গিয়েছিল।

২নং ঃ রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে ঐ রাত্রে সমর নিশ্চয়ই কোন সময় জানালা পথে স্যার সূর্যপ্রসাদের সংগে দেখা করতে এসেছিল। জানালায় ও বাগানের জমিতে তার পায়ের জুতোর ছাপই সেটা প্রমাণিত করেছে এবং কাদা মাখা জুতো তার হোটেলের ঘরে পাওয়া গেছে।

৩নং ঃ রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে এগারটার মধ্যে সমরকে লিংক রোডে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। তাছাড়া ইদানিং তার অত্যন্ত অর্থ কষ্ট চলছিল, সে সম্পর্কে সে দু' একবার তার বাপকে জানিয়েছিল ; তিনি কোন জবাবই তার দেননি। এই ঘটনাগুলো থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় রাত্রি সাড়ে

দশটার পর ও এগারটার মধ্যে স্যার সূর্যপ্রসাদের সংগে যার কথাবার্তা শোনা গেছে সে সমর ছাড়া আর কেউ হতে পারে না ; নিশ্চয়ই সে গোপনে অর্থের জন্য বাপের কাছে এসেছিল এবং হয়ত স্যার সূর্যপ্রসাদ ছেলেকে কোন সাহায্য করতে রাজী না হওয়ায় ক্ষুন্ন মনে, ফিরে গেছে—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে সমর তার বাপকে খুন করেনি, কেননা রাত্রি সোয়া এগারটায় যাবার সময় মেজর কৃষ্ণস্বামী স্যার সূর্য-প্রসাদের ঘরে তার গলা শুনেছেন। সমর যাবার সময় জানালা খুলে রেখে যায় ; পরে সেই জানালা পথে খুনী ঘরে প্রবেশ ক'রে সূর্যপ্রসাদকে খুন করে যায়।

সহসা কিরীটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু চাপা স্বরে প্রশ্ন করল।

ঃ তাহলে আপনার মতে খুনী কে ডাঃ সেন ?

ঃ মনে হয় সেই রাতের অচেনা আগন্তুক যার সংগে আমার সেই রাত্রে ফিরবার পথে সূর্যপ্রসাদের বাড়ীর গেটের সামনে দেখা হয়। সে আগন্তুক হয়ত আব্দুলের সংগে ষড়যন্ত্র করে আব্দুলের সাহায্যে ছোরাটা চুরি করে অনায়াসেই কাজ সাফাই করে গেছে।

ঃ অনুমানটা আপনার মন্দ নয় ডাঃ সেন ; কিন্তু টেলিফোন ও ঘরের সেই সরান চেয়ারটা !

ঃ সত্যি চেয়ারটার জন্য আপনি যেন পাগল হয়ে উঠেছেন মিঃ রায় !...

হঠাৎ কথার মাঝেই কিরীটি হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল : ডাঃ সেন ! রাত্রি আটটা দশ মিনিট, চলুন সকলে হয়ত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন !

আমরা উঠে পড়লাম।

— এগার— -রহস্যময় কিরীটি-

বিচিত্র কিরীটির হাব ভাব !...

ওকে যেন কিছুতেই ধরা ছোঁওয়া যায় না।

সকলে এসে আমরা স্যার সূর্যপ্রসাদের বৈঠকখানার বড় একটা গোল টেবিলের চার পাশে চেয়ার টেনে বসেছি। বাইরে অবিশ্রাম পেঁজা তুলোর মত তুষার ঝরছে ঝুর ঝুর....ঝুর... ! যেন নীরব নিশিথিনী বেদনায় অশ্রু বর্ষণ করছে !

টেবিলের ঠিক উপরেই একটা ব্লু রংয়ের ডোম ওয়ালা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে ; অন্যান্য আলো গুলো জ্বাল' হয়নি। Fire placeয়ে গনগনে আগুন। আগুনের লাল রঙের মত শিখাগুলি মাঝে মাঝে লক লকিয়ে উঠছে।

ঘরের মধ্যে আমরা সাতজন উপস্থিত, মেজর, বলদেববাবু, রাধিকাপ্রসাদ, বিমলবাবু, সুবলবাবু, আমি ও কিরীটি !

মৃত্যুর মত শান্ত কঠিন নীরবতা সমগ্র ঘরখানি জুড়ে বিরাজ করছে।

সহসা কিরীটি তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পরিধানে তার কালো রংয়ের সার্জের গরম স্যুট। হাতে একটা জ্বলন্ত সিগার। আমাদের সকলের দৃষ্টি এক সংগে কিরীটির প্রতি নিক্ষিপ্ত হলো। তীক্ষ্ণ অথচ চাপা গলায় কিরীটি কথা বলে উঠল : **Gentlemen**! আমি একটা বিশেষ কারণে এই ভাবে আপনাদের সকলকে এখানে একত্রিত করেছি। কিন্তু আমার কারণ ব্যক্ত করবার আগে একটা বিশেষ অনুরোধ আছে আমার বিমলবাবুর প্রতি! বিমলবাবু শুষ্ক চকিত কণ্ঠে বলে উঠলেন : আমাকে!...

কিরীঠি গম্ভীর চাপা কণ্ঠে বলতে লাগল : বিমলবাবু! আপনি সমরের শুধু সম্পর্কে ভাই-ই নন; সমবয়সী, খেলার সাথী, সহপাঠী ও বন্ধু!....তাছাড়া সমরকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন, এবং শুনেছি সেও আপনাকে তেমনিই ভালবাসে! আমি করজোড়ে আপনার কাছে মিনতি জানাচ্ছি আপনি যদি সমর সম্পর্কে কোন খোঁজ জানেন, কোথায় সে আছে, বা কোথায় যেতে পারে—তাকে এখুনি এখানে ফিরে আসতে বলুন। কেননা একটিবার চিন্তা করে দেখুন তার এভাবে পালিয়ে আত্মগোপন করে থাকবার জন্য যত দিন যাচ্ছে তার **position**ও ততই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। একটিবার যদি তিনি এখন ফিরে আসেন,—তাঁর যতই দোষ থাক না কেন নিজেকে বাঁচাবার হয়ত বা একটা উপায় তিনি পেতেন, কিন্তু এর পরে আর কোন উপায়ই থাকবে না। বিমলবাবু! সত্যিই

ই আপনার স্থির ধারণা হয়ে থাকে সমর এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তবে এখুনি তাকে আসতে বলুন। এখনো বাঁচাবার সময় আছে।

চেয়ে দেখলাম বিমলবাবুর মুখ রক্তশূন্য একেবারে কাগজের মত শাদা হয়ে গেছে,....শুষ্ক কণ্ঠে শুধু তিনি উচ্চারণ করলেন: এখনও সময় আছে?

: বিমলবাবু! মনে রাখবেন, আপনাকে অনুরোধ করছে স্বয়ং কিরীটি রায়। যার অনেক বিবেচনা আছে, যার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি আপনার কোন অনিষ্টই হবে না। এখনও বলুন সমর কোথায়?...

এতক্ষণে অধীর আবেগে কাঁপতে কাপতে বিমলবাবু উঠে দাঁড়ালো: আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি মিঃ রায়, আমার কথা বিশ্বাস করুন। সত্যি, সমর সম্পর্কে আমি এত-টুকুও সংবাদ জানিনা। সে কোথায় সত্যি আমি জানিনা। আমার সংগে জেঠামণির খুনের দিন বা তারপর কোন সময় একটি মিনিটের জন্যও তার দেখা হয়নি।

: বেশ!....এবারে আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা বলুন যদি কেউ আপনারা সেই পলাতক সমরের কোন সংবাদ জানেন।

সকলেই নিশ্চুপ।

মৃত্যুর মত কঠিন স্তব্ধতা।

ঃ বলুন, দয়া করে বলুন। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি করজোড়ে। তথাপি সবাই চুপ।

এতটুকু শব্দ পর্যন্ত কারও গলা দিয়ে বের হলো না।

সহসা রাধিকাপ্রসাদ কথা বললেনঃ বিমল কেন অবুঝ হচ্ছো, সত্যি যদি তুমি জেনে থাকো সমর কোথায় তবে বলে দাও না। কেন বোকামি করছো?

ঃ বাবা! বাবা! কী আপনি বলছেন, বিমল চীৎকার করে আর্তস্বরে বলে উঠল আপনি কী মনে করেন সমর তার বাপকে খুন করেছে? সমরকে কি আপনি চেনেন না?...

তীক্ষ্ণস্বরে রাধিকাপ্রসাদ বললেনঃ এ সংসারে আশ্চর্য বলে কিছুই নেই বিমল। যে মানুষ ঘটনা বিশেষে দেবতা হয়, সেই মানুষকেই আমরা আবার ঘটনা বিশেষে পশুরও অধম, নেকড়ের মত খল, সাপের মত ক্রূর, হায়নার মত রক্ত পিপাসু হতে দেখি। সমর ইদানিং গোল্লায় গিয়েছিল। নেশা ভাং জুয়ো খেলায় সে মত্ত হয়ে উঠেছিল, হাতে একটি পয়সাও ছিল না। চিরদিন বিলাসে লালিত পালিত, অর্থাভাব তার কাছে বড় কষ্টকর ও নিদারুণ, তাছাড়া আমি জানি দাদাকে সে দু'একবার অর্থের জন্য কাতর অনুরোধও জানিয়েছিল।

এবারে বিমলবাবু সত্য সত্যই কেঁদে ফেললেনঃ কিরীটি বাবু! আপনি কি একটি কথাও বলতে পারছেন না; কেন চুপ করে আছেন?....

মেজর বাধা দিতে গেলেন ; কিরীটি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললে : আমি জেনে শুনেই বলছি মেজর! আপনাদের প্রত্যেকের কাছে কিছু গোপন এখনও আছে! আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেই যিনি যতটুকু জানেন, কেউ সে কথা আমাকে খুলে বলেন নি। বলুন···সবাই শপথ করে বলুন আমার কথা মিথ্যে। বলুন। কী সব চুপ করে রইলেন কেন? বলুন আমি মিথ্যে কথা বলছি? বলুন? উত্তেজনায় কিরীটির স্বর কাঁপতে লাগল। সকলেই নিশ্চল, যেন সব মন্ত্রবলে বোবা বনে গেছে।

এবারে কিরীটি সহসা হেসে ফেললে, তারপর স্মিতভাবে বললে : আর বলতে হবে না....কিন্তু ছিঃ এতটুকু সাহস নেই আপনাদের? ভীরু! কাপুরুষ....বলতে বলতে ঘৃণাভরে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দ্রুতপদে কিরীটি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

—বার— —উজাগর সিংয়ের কেরামতি—

পরের দিন প্রত্যূষে।

আকাশ পরিষ্কার।

তুষার ঢাকা পাহাড় শ্রেণীর মসৃণ ধবল গায়ে প্রথম রবির আলো যেন রং দিয়ে ফাগুয়া খেলতে সুরু করেছে।

কখন ঘোর রক্তবর্ণ, কখনও হরিদ্রাভ, কখন গলিত সোনার মত বর্ণ বৈচিত্র্য—অ-পূর্ব!

পাহাড়ের নীচ দিয়ে পাইন গাছগুলির পাতায় তুষারের শাদা কণাগুলি সূর্য কিরণে ঝিল্‌মিল্‌ করছে!

ফোনে ইনেস্‌পেক্টার উজাগর সিং-এর গলা শোনা গেল: ডাঃ সেন! কিরীটি বাবুকে সংগে করে একটি বার লিংক রোডে সূর্যপ্রসাদের বাড়ীতে আসুন! দেরী করবেন না।

* * *

আমি আর কিরীটি স্যার সূর্যপ্রসাদের বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই ইনেস্‌পেক্টার উজাগর সিং সাদর আহ্বান জানাল: আইয়ে আইয়ে বাহাদুর সাব্!...

: সুপ্রভাত! কিরীটি শুধু মৃদুস্বরে জবাব দিল।

: আপনি গত রাত্রে আমাকে ফোন করেছিলেন, স্যার সূর্যপ্রসাদের শয়ন কক্ষে বাক্স আলমারী ডেস্ক ইত্যাদি একবার ভাল করে সার্চ করে দেখতে!....কিন্তু গতকাল ও

পরশু একটা জরুরী এনকোয়ারী নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত ছিলাম যে, একটুও সময় করে এদিকে আসতে পারিনি ; চলুন ঘর দুটো ত' সেই দিন থেকেই পুলিশের তালা দিয়ে সিল্ করা আছে। সকলের সামনেই এন্‌কোয়ারী করা যাবে।

অমলেন্দু বাবুকে ডেকে আনা হল। রাধিকাপ্রসাদ ও বিমলবাবু সংগে সংগেই চললেন !

ইনেস্‌পেক্টার সিল ভেংগে পকেট থেকে চাবী বের করে তালা খুললেন। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই মনটা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল। মনে হলো ঘরের অন্ধকার থেকে কে যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল !....

মৃত্যু ক্ষুধায় যেন একটা তীক্ষ্ণ বাঁকান ছোরা লক লকিয়ে উঠ্‌ল। ঘরের আসবাব পত্রের মধ্যে একটা রিভলভিং বুক সেল্‌ফ !···একটা সিংগ্‌ল বেড্ ! একটা লোহার সিন্দুক ! একটা সেক্রেটেরিয়েট টেবিল ও তার পাশে গোটা দুই চেয়ার !

সিন্দুকের মধ্যে কিছু নগদ টাকা ও দরকারী কাগজ পত্র পাওয়া গেল। সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের একটা খোলা টানা থেকে অন্যান্য কাগজ পত্রের সংগে দশ টাকার নোটের একটা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা তাড়া পাওয়া গেল !

উজাগর সিং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন : আশ্চর্য, স্যার সূর্য-প্রসাদ খোলা ড্রয়ারে এমন অসাবধানের মত টাকা রাখতেন !···

জবাব দিল অমলেন্দু : স্যার সূর্যপ্রসাদ তাঁর বাড়ীর

চাকর বাকর বা কর্মচারীদের মধ্যে কাউকেই এতটুকুও অবিশ্বাস করতেন না।

ঃ তাই নাকি! ব্যাংগোক্তি করলেন উজাগর সিং।

ঃ হাঁ। আমার মনে আছে যে রাত্রে তিনি নিহত হন সেই দিনই তুপুরে ব্যাংক থেকে আমি তাঁর আদেশ মত হাজার টাকার দশ টাকার নোট তুলে এনে দিয়েছিলাম!

উজাগর সিং নোটের তাড়াটা গুণ্‌তে লাগলেন। গোণা শেষ হলে বললেন ঃ কী বললেন অমলেন্দু বাবু, হাজার টাকার দশ-টাকার নোট? কিন্তু এতে পঞ্চাশ খানা দশ টাকার নোট কম!

ঃ অসম্ভব! হতেই পারে না! আপনি আবার গুণে দেখুন। তীব্র প্রতিবাদের সুরে অমলেন্দু বলল!

তখন আবার গোণা হলো এবং দেখা গেল উজাগর সিং-এর গণনা নির্ভুল। সত্যই পঞ্চাশ খানা নোট কম!

ঃ কিন্তু এ যে অসম্ভব!...আমি নিজের হাতে রাত্রে ডিনার খাবার অল্প আগে তাঁকে নোটগুলি দিয়েছি এবং তিনি গুণে আমার সামনেই ড্রয়ারে রেখে দিলেন; বলেছিলেন তারপরদিন সকালে টাকার দরকার আছে।

ঃ তারপর তিনি হয়ত কাউকে টাকা দিতেও পারেন! কিরীটি বললে।

ঃ না, আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি সে রাত্রে কাউকে তিনি টাকা দেননি। কেননা সকালে তাঁর টাকার দরকার ছিল।

তাহলে স্পষ্টই এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, হয় কাউকে তিনি

সে রাত্রে পরে টাকা দিয়েছিলেন, না হয় সে রাত্রে তাঁর অজ্ঞান্তে ঘরে ঢুকে কেউ চুরি করেছে! সে রাত্রে এ ঘরে কে কে ঢুকেছিল ?

কিরীটি প্রশ্ন করল!

ঃ ডিনার শেষ হবার পর রাত্রে আব্দুল একবার সাহেবের বিছানা ঠিক করতে এসেছিল রোজকার মত!

অমলেন্দু জবাব দিল!

আব্দুলকে তখন সেখানে ডাকান হলো!

উজাগর সিং আব্দুলকে প্রশ্ন করলেন: আব্দুল! সে রাত্রে তুমি তোমার সাহেবের বিছানা ঠিক করতে তাঁর ঘরে ঢুকেছিলে ?

ঃ ঢুকেছিলাম!

ঃ তোমার সাহেবের ড্রয়ারে এক হাজার টাকা ছিল! তার থেকে পাঁচশ টাকা পাওয়া যাচ্ছে না!

ঃ আল্লার কসম হুজুর—টাকা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না!

ঃ চোপরাও উল্লুক, বদমাস্…চোর!… উজাগর সিং চীৎকার করে উঠ্লেন।

নিরুপায়ের মতই আব্দুল উজাগর সিং-এর পায়ের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত আব্দুলের হাতে হাত কড়া দিয়ে চুরির চার্জে উজাগর সিং তাকে চালান করে দিলেন।

আব্দুল কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

উজাগর সিং আমাদের বিশেষ করে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বভরে বললেন: The lofers! এদের আমি খুব ভাল করেই চিনি মিঃ রায়! **Long eighteen years experience in police line** ফূঃ!

পথ চলতে চলতে উজাগর সিং বললেন: এখন আমার কি মনে হচ্ছে জানেন মিঃ রায়?

: কী? কিরীটি রৌদ্র-ঝলকিত তুষার-মণ্ডিত দূরের পাহাড় শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অন্যমনা ভাবে প্রশ্ন করল।

: এই আব্দুলও খুন করতে পারে।....রাত্রি সোয়া এগারটায় সে সেরাত্রে নীচের ঘরে শুতে যায়; তার আগে তার **movements** সম্পর্কে আমরা নির্দিষ্ট কিছুই জানি না! তাছাড়া দু' দুবার তাকে তার মনিবের ঘরের দিকে যেতে দেখা গেছে।...আপনার কী মনে হয় মিঃ রায়?

: ইনেস্‌পেক্টার সাহেব! আমার অনেক কিছুই মনে হচ্ছে আবার অনেক কিছুই মনে হচ্ছে না। আব্দুল তার মনিবকে সে রাত্রে খুন করতে হয়ত পারে; কিন্তু **really speaking** এক্ষেত্রে খুন করবার মত তার কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পাচ্ছি না। কী ডাক্তার আপনার কী মনে হয়? সহসা কিরীটি আমার দিকে ফিরে তাকাল।

: সত্যি!...কোন উদ্দেশ্যই খুন করার মত পাওয়া যাচ্ছে না! কিন্তু উদ্দেশ্য ত' অনেক সময়ে অনেক ব্যাপারেই খুঁজে

পাওয়া যায় না মিঃ রায়! এই ভেবে দেখুন না কেন; সমরের, এমনি করে পালিয়ে বেড়ানটা!....কী উদ্দেশ্য তার এভাবে আত্মগোপন করার মধ্যে থাকতে পারে? বলুন!

ঃ কেন নেই। আছে বৈকি। এই ধরুন না—বাপের মৃত্যু হলে সে এতগুলো টাকা পাবে। জবাব দিলেন উজাগর সিং।

ঃ হুঁ, এও একটা উদ্দেশ্য বৈকি!…কিরীটি মৃদুস্বরে বললে ঃ কিন্তু সেই ব্লু রংয়ের চিঠি সমেত খামটা চুরি করেছে। চিঠির মধ্যে সমরের নাম আপনি শুনেছেন ডাক্তার, এমন হ'তে পারে সমরই জগৎ জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে পুলকজীবনের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছিল; যাকে ইংরাজীতে **Black-'mailing'** বলা চলতে পারে। ৩নং—পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তি লাভ!....

ঃ আশ্চর্য!…বেচারী সমর; ক্রমেই তার বিরুদ্ধে প্রমাণ-গুলো ঘোরাল হ'য়ে উঠ্ছে!…আমি বললাম।

ঃ উঠ্ছে নাকি!…কিরীটি মৃদুস্বরে বললে ঃ কিন্তু ঐখানেই ডাক্তার আপনার আর আমার মতভেদ ঘটছে। যদিও তার বিরুদ্ধে তিন তিনটি ভয়ংকর উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে তথাপি আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারছি না শেষ পর্যন্ত যে, সমরই তার পিতার হত্যাকারী।…

* * * *

কিরীটির পিছু পিছু তার ঘরে ঢুকতেই দেখি কিরীটির বাইরের ঘরের একখানি সোফায় দু'হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে

নিঝুমভাবে বসে আছেন বিমলবাবু! আমাদের পদশব্দে বিমলবাবু চমকে মাথা তুললেন!

ঃ একি বিমলবাবু!···এই আসছেন বোধ হয়! কিরীটি প্রশ্ন করলে।

ঃ হাঁ, মিনিট দশেক হবে মিঃ রায়! আপনারা আমাদের বাড়ী থেকে বের হবার সংগে সংগেই সাইকেলে চেপে এখানে চলে এসেছি মিঃ রায়।

কিন্তু আপনি যা বলতে চান—গত রাত্রেই ত' বলা উচিত ছিল। **At least** এতটুকু মনের সাহস আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি **Expect** করেছিলাম!···

কিন্তু কিরীটির কথা শেষ হতে না হতেই ঝড়ের মত উজাগর সিং এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ঃ মিঃ রায়!

ঃ বসুন! বসুন! ইনেস্‌পেকটার সাহেব; বড্ড হাঁপিয়ে গেছেন আপনি; একটু জিরিয়ে নিন্!

ঃ লেকেন বাৎ এহি হায়!···

ঃ যা বলবার আপনার সবই শুনব!....

ঃ মিঃ রায়! সে রাতের সেই অচেনা লোকটার খোঁজ পাওয়া গেছে! আরে বাবা আমার চোখে ধুলো দেবে। বাছাধন ঘুঘু দেখেছো ফাঁদ দেখনি! **Eighteeen years experience in the police line.**

উজাগর সিং গোঁফে তা দিতে লাগলেন।

কিরীটি ধীর মন্থরগতিতে সোফা থেকে উঠে অদূরে রক্ষিত চুরোটের বাক্স থেকে একটা চুরোট নিয়ে অগ্নি সংযোগ করে আবার সোফা অধিকার করল।

ব্যাপারটা যেন বিশেষ কিছুই নয়।

নিতান্ত স্বাভাবিক দৈনন্দিন ঘটনা মাত্র।···

ঃ কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন না ত' ব্যাটাকে কেমন করে পাকড়ালাম ?

উজাগর সিং সপ্রশ্নদৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

এতক্ষণে কিরীটি কথা বললেঃ লোকটিকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ঃ না, সন্দেহে শুধু আটক করে রাখা হয়েছে।

ঃ লোকটা নিজের সম্পর্কে কী জবানবন্দী দিচ্ছে ?

ঃ কিছুই না !···লোকটা পাকা এক নম্বরের ঝানু !

ঃ লোকটা কোথায় আছে ?....

ঃ তক্ষশীলা পুলিশ আউট পোষ্টে !···

ঃ চলুন তাহলে একবার মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা করে আসি। চলুন ডাক্তার সেন। বর্তমান ক্ষেত্রে আপনার সাহায্যের বিশেষ দরকার হবে কেননা লোকটাকে অকুস্থানের কাছে একমাত্র আপনিই দেখেছিলেন।

ঃ চলুন ! আমি জবাব দিলাম।

তখুনি আমরা পুলিশের গাড়ীতে রওনা হলাম।

* * * *

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময় আমরা তক্ষশীলা আউট পোষ্টের সামনে গিয়ে গাড়ী থেকে নামলাম !

কাঁটাতার ও রাংচিতার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট একটা কমপাউণ্ডের একপ্রান্তে রাণীগঞ্জের টালির কয়েকখানি ঘর।

ঘরে ঢুকতেই থানা ইনচার্জ কৃপাল সিং উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ঃ আইয়ে আইয়ে সাব।

কিরীটির পরিচয় পেয়ে কৃপাল সিং আনন্দে গদ গদ হয়ে উঠলেন ঃ আপনার মত একজন সুপ্রসিদ্ধ গোয়েন্দার দর্শন পেয়ে নিজেকে সত্যি ধন্য মনে করছি।

ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিং প্রবল বাধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন ঃ কৃপাল সিং ! ও সব আলাপ আলোচনা পরে হবে, আপাততঃ দেখিয়ে দাও লোকটাকে কোথায় আটকে রেখেছো !...

ঃ হাঁ ! হাঁ ! চলুন চলুন সাহেব'।

গারদ ঘরেই লোকটাকে আটকে রাখা হয়েছিল। সকলে গিয়ে গারদ ঘরে প্রবেশ করলাম !

লোকটির বয়স ২২।২৩য়ের বেশী হবে না !

বরং মনে হয় বাইশই হবে।

লম্বা ; পাত্‌লা রোগাটে চেহারা।

এক মাথা ভর্তি চুল তৈলহীন রুক্ষ এলোমেলো।

মুখের রং তামাটে ; এককালে গায়ের রং বিশেষ পরিষ্কার ছিল বলেই মনে হয়।

মুখ মলিন ; পাশের খোলা জানালা পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নীরবে বসে আছে।

পরিধানে একটা কালো রংয়ের সাধারণ গরম স্যুট !

ঃ অমিয় বাবু ! আপ্‌কে সাথ কই সাহেবান থোড়া বাৎচিত্‌ করনে কে লিয়ে আয়ে হেঁ ! আইয়ে !

চকিতে রুক্ষ দৃষ্টি ফিরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় আমাদের দিকে তাকাল।

ঃ কী ডাঃ সেন ! লোকটাকে চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে ?

ইনেস্‌পেকটার আমার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রশ্ন করল।

ঃ হুঁ, লম্বা সেই রকমই, মৃদুকণ্ঠে আমি বললাম ঃ এবং দেখতে যতদূর আমার মনে পড়ে সেই রকমইত' বলে মনে হচ্ছে। এর চাইতে বিশেষ কিছু বলতে পারছি না।

এতক্ষণে অমিয় সশব্দে যেন বোমার মত ফেটে পড়ল ঃ বলি শুনতে পারি কি মশাই এ সবের অর্থ কী ? কী এমন আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছেন যে একজন ভদ্রসন্তানকে এভাবে কুৎসিত উপায়ে আটক্‌ করে রেখেছেন, বলুন ? চুপ করে রইলেন কেন ? বলুন ? আপনাদের মতে কী আমি করেছি বলুন !

গলার স্বর অত্যন্ত রুক্ষ ও কর্কশ।

আমি চমকে উঠ্‌লাম ঃ হাঁ! এইত' সেই কণ্ঠস্বর! মিঃ রায়, এই সেই লোক! এর সংগেই আমার সে রাত্রে স্যার সূর্যপ্রসাদের লিংক রোডের বাড়ীর গেটের কাছে দেখা হয়েছিল! হাঁ! এই সেই লোক! ওর কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পেরেছি!

ঃ গিয়েছিলাম সেখানে তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে?

তীক্ষ্ণ রুক্ষ স্বরে অমিয় জবাব দিল।

ঃ তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, আপনি সে রাত্রে এবটাবাদ লিংক রোডের উপর স্যার সূর্যপ্রসাদের বাড়ীর কাছে গিয়েছিলেন? এতক্ষণে কিরীটি সর্বপ্রথম কথা বললে।

ঃ কিছুই আমি স্বীকার করছি না, যতক্ষণ না জানতে পারছি, কেন আপনারা এ সব অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন!

ঃ আপনি কি গত সপ্তাহের সংবাদ পত্র পড়েন নি অমিয় বাবু?

ঃ ও বাবাঃ! চমৎকার বুদ্ধিত' আপনাদের! উঃ সত্যি বলতে কী আপনাদের সকলের বুদ্ধির বালাই নিয়ে জলে ডুবে মরতে ইচ্ছা করছে! এ্যাঁ! শেষ পর্যন্ত আমাকেই তবে স্যার সূর্যপ্রসাদের খুনী ঠাওরান হয়েছে!··

ঃ কিন্তু গত শুক্রবার রাত্রে আপনি স্যার সূর্যপ্রসাদের

বাড়ীর গেটের কাছে রাত্রি এগারটার সময় উপস্থিত ছিলেন এটাত ঠিকই ?

কিরীটি মৃদু দৃঢ়স্বরে বললে !

ঃ চমৎকার ! কিন্তু কেমন করে বুঝলেন স্যার ?

ঃ এই দেখ, বলতে বলতে চকিতে কিরীটি তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা জিনিষ বের করে করতল প্রসারিত করে অমিয়র সামনে ধরল। আমি সবিস্ময়ে দেখলাম; জিনিষটা আর কিছুই নয়, স্যার সূর্যপ্রসাদের বাগান ঘরে পাওয়া কালো রংয়ের নস্যির কৌটাটা ! কিন্তু কৌটাটা দেখবার সংগে সংগেই অমিয়র মুখের ভাব আশ্চর্য রকম বদলে গেল ! কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, চকিতে সে অদ্ভুত এক ক্রূর হাসিতে মুখখানি কুঁচ্‌কিয়ে বললেঃ চমৎকার ! একটা অতি সাধারণ কালো রংয়ের নস্যির কৌটা প্রমাণ করল যে, সে রাত্রে সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম। কিরীটি এবার অদ্ভুত এক প্রকার হাসিতে মুখখানি সংকুচিত করে বললেঃ অমিয় বাবু ! কিরীটি রায়ের নাম বোধ হয় আপনি শোনেন নি ! নচেৎ বুঝতে পারতেন আপনার চাইতে সে বোকা ত, নয়ই সহস্র গুণে বেশী চালাক !...কিন্তু এইত' সামান্য বয়েস, কোকেন অভ্যাস কতদিন থেকে করেছেন ?

ঃ কোকেন !....বিস্ময় ও আতংক ফুটে উঠ্‌ল অমিয়র সমগ্র মুখে।

ঃ হাঁ, কোকেন !...কিরীটির কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এল :

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কোকেনের নাম যেন জীবনেও শোনেন নি। শুনুন অমিয় বাবু! কোকেন অভ্যস্ত যারা, তাদের লক্ষণগুলো আমার অজানা নেই। আপনার দাঁত, ঠোঁট ও চোখের তারাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাছাড়া নস্যির সংগে কোকেন মিশান থাকলেও কেমিকেল এ্যানালিসিসে সেটা আমার কাছে ধরা পড়েছে!···

ঃ স্বীকার করছি আমি সে রাত্রে সেখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু সোয়া এগারটার সময়ই সেখান থেকে আমি চলে আসি। সেখানকার লোকেরাই সাক্ষী দেবে।

ঃ বেশ! এন্‌কোয়ারী করে যদি দেখা যায় আপনার কথাই সত্য, তবে আপনি নির্দোষ তা প্রমাণিত হবে; ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আটকা থাকতে হবে।

ঃ বেশ!···

ঃ কিন্তু সে রাত্রে ওখানে কেন গিয়েছিলেন? কিরীটি আবার প্রশ্ন করল।

ঃ দরকার ছিল আমার।

ঃ কী দরকার?

ঃ একজনের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ঃ কার সংগে?

ঃ তার জবাব দিতে আমি মোটেই বাধ্য নই, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার! রাত্রি সোয়া এগারটায় যদি আমি

সেখান থেকে চলে এসে থাকি তবেই ত' আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যায়, তবে এ সব প্রশ্ন আসে কোথা থেকে !···

*　　　　*　　　　*

ফিরতি পথে ইনেস্‌পেকটার প্রশ্ন করলেন ঃ লোকটার কথা বিশ্বাস করেন মিঃ রায় ?

মৃদু স্বরে কিরীটি জবাব দিল ঃ হুঁ, করি।···

আমি নির্বাক বিস্ময়ে মুখের দিকে শুধু তাকিয়ে রইলাম !

সমগ্র পথ আর কেউই একটি কথাও বললে না। সকলেই যেন আপন আপন চিন্তায় মগ্ন !···

কাশ্মীর রোড ধরে আমাদের মোটর ছুটে চলেছে।

পাহাড়ের গা কেটে সর্পিল পথ কখনো এঁকে বেঁকে কখনো পাহাড়ের শীর্ষ দেশে কখনো পাহাড়ের পাদদেশে নেমে গেছে !

নাতি প্রশস্ত কংক্রিটের পথ।

এক পাশে তার খাড়া উঁচু পাহাড় উর্দ্ধে বহু উর্দ্ধে যেন অসীম শূন্যতায় হাত বাড়িয়েছে, আর এক পাশে হাজার হাজার ফিট্ নিম্নে অসমতল খাদ !

একবার যদি কোন ক্রমে অসাবধানতা বশতঃ গাড়ী নীচে গিয়ে পড়ে তবে মুহূর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যাবে।

মাঝে মাঝে পাহাড়ী গুল্ম লতা ও নানা ধরণের পাহাড়ী ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য !

শ্বেত, রক্তলাল, আকাশ নীল নয়নাভিরাম 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য !

নয়নে নেশা জাগায়, মনে মাদকতা আনে।

কোথাও পাহাড়ী ঝরণা বার বার করে ঝরছে।

কোথাও শীর্ণা ঝর্ণাধারা উপলখণ্ডের উপর দিয়ে অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে দুষ্ট মেয়ের মত নেচে নেচে চলেছে আপন খেয়াল খুসিতে।

দূরে তুষার ঢাকা ধবল মৌলী গিরিশিখরের পরে অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা জ্বল জ্বল করছে। চোখে যেন মায়া অঞ্জন বুলিয়ে দেয়।

মাঝে মাঝে মালবাহী লরী ছুটে চলেছে।

সহসা নীরবতা ভংগ করল ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিংয়ের কণ্ঠস্বর: আশ্চর্য ! লোকটা কিছুতেই স্বীকার করলে না কি জন্য এ্যাবোটাবাদ গিয়েছিল।

কিরীটি দুচোখ বুঁজে গাড়ীর ব্যাক সীটে হেলান দিয়ে নিঝুম নির্লিপ্ত ভাবে বসেছিল, সহসা মৃদু স্বরে বললে: আমি জানি কেন সে শুক্রবার রাত্রে সেখানে গিয়েছিল।

আমি সবিস্ময়ে কিরীটির মুখের দিকে তাকালাম: আপনি জানেন ?

: হাঁ জানি !....

: কিন্তু !....

: লোকটা গিয়েছিল কেন জানেন ?

—টাকা চুরি করেছিল কে

পরদিন সকালে।

কিরীটির বাড়ীর সামনের বাগানে বসে চা পান করছি এমন সময় মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ করতে করতে উজাগর সিং এসে হাজির হলেন। নমস্তে!...

ঃ নমস্তে, বৈঠে!....

কিরীটি একটা পার্শ্বে রক্ষিত বেতের চেয়ার উজাগর সিংকে দেখিয়ে দিল!

ঃ তারপর ইনেস্‌পেকটার সাহেব, কী সংবাদ?....এত সকালে!

ঃ না! বাবু সাহেব, অমিয় গুপ্ত লোকটা সম্পূর্ণ নির্দোষ!

ঃ তাই নাকি! কিরীটি হাসতে হাসতে বললে।

ঃ হাঁ, তাছাড়া আর কী বলি বলুন? খোঁজ নিয়ে জানা গেল শুক্রবার রাত্রে সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক এ্যাবট্‌ক্লাবে রাত্রি সোয়া এগারটা থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত ছিল। এ্যাবট্‌ক্লাবে একটা জুয়োর আড্ডা আছে, জুয়ো খেলছিল।

অতএব খুনের ব্যাপারে কোন মতেই লোকটাকে জড়ান যায় না। কী বলেন?...

উজাগর সিং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটির মুখের দিকে তাকাল।

ঃ লোকটাকে তাহলে মুক্তি দিচ্ছেন বলুন?

ঃ অগত্যা!....এর পরও কাউকে ধরে রাখা কি উচিত?

ঃ কিন্তু আমি যদি আপনি হতাম ইনেস্‌পেকটার সাহেব তবে লোকটাকে কিন্তু এখুনি ছেড়ে দিতাম না।

কিরীটি মৃদুস্বরে বলতে বলতে একটা সিগারে অগ্নি সংযোগ করল।

ঃ কী বলতে চান আপনি মিঃ রায় ?

ঃ বলতে চাই আমি হলে অমিয় গুপ্তকে মুক্তি দিতাম না।

ঃ খুনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই লোকটা জড়িত নয়, এটাত আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ রায় ?

ঃ বোধ হয় ত' লোকটা খুনের ব্যাপারে জড়িত নয়, তাই বলে স্থির নিশ্চিত করেও বলা যায় না যে সে খুন করেনি!

ঃ কিন্তু যতদূর জানা গেছে স্যার সূর্যপ্রসাদ রাত্রি সোয়া এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে খুন হয়েছেন, কিন্তু ঐ সময় লোকটা এ্যাবট্‌ক্লাবে ছিল, লোকটাত আর উড়ে এসে সকলের অলক্ষ্যে খুন করে যেতে পারে না!

ঃ ইনেস্‌পেকটার সাহেব! আমি কালাও নই, গর্দভও নই! আপনার যুক্তি আমি শুনেছি! কিন্তু ব্যাপারটা আগাগোড়াই আপনি ভুল পথে বা ভুল দৃষ্টিতে বিচার করছেন। ইনেস্‌পেকটার বোকার মতই ফ্যাল ফ্যাল করে কিরীটির ভাব লেশহীন মুখের দিকে চেয়ে রইলেন! তারপর আবার ধীরে ধীরে বললেন ঃ শুনুন মিঃ রায়! আমরা জানি স্যার সূর্যপ্রসাদ সে রাত্রে সোয়া এগারটা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। এ কথা বিশ্বাস

করেন, না করেন না ?…বলুন ! কিরীটি এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে মৃদু হেসে মাথাটা একটু দোলাল তারপর মৃদু কঠিন স্বরে বললে : ইনেস্‌পেকটার ! যে ঘটনা প্রমাণিত হয়নি, এমন কোন ঘটনাই আমি বিশ্বাস করি না !

: ফুঃ ! একথা ত' বিমলবাবুর কথা থেকেই সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে ; তিনি নিজেই ত' রাত্রি সোয়া এগারটার সময় তাঁর জেঠার সংগে দেখা করে এসেছেন !…

: কিন্তু কথাটা কী জানেন ইনেস্‌পেকটার, অল্প বয়েসের একজন যুবকের সব কথা আমি বিশ্বাস করিনা ! বিশেষ করে বিমলবাবুর মত লোকের কথা !…

: ফুঃ ! কিন্তু আব্দুলও সাক্ষ্য দিয়েছে ঐ সময় সে বিমলবাবুকে তাঁর জেঠার প্রাইভেট্ ঘর থেকে বের হতে দেখেছে !…

বজ্র গম্ভীর স্বরে কিরীটি বললে : না ! সে দেখেনি !…

আমরা দু'জনই ভয়ংকর রকম চম্‌কে কিরীটির দিকে তাকালাম।

আমি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলাম : দেখেনি ?

: না।....শুনুন ডাঃ সেন ! আসলে আব্দুল বিমলবাবুকে স্যার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ ঘর থেকে বের হ'তে দেখেনি।

: তবে ?

: দেখেছে দরজার সামনে ! ঘর থেকে ঠিক বের হতে দেখেনি !

ঃ কিন্তু ঘর থেকে না বেরুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেই বা দেখা যাবে কেন ? প্রশ্ন করলাম আমি। ঃ তবে সে কোথায় ছিল ?

ঃ হয়ত নীচে নামবার সিঁড়ির উপরে ।

ঃ সিঁড়ির উপরে !

ঃ হাঁ ! আমার ধারণা তাই !...

ঃ কিন্তু সে সিঁড়ির সামনেই ত' স্যার সূর্যপ্রসাদের শয়ন কক্ষের দরজা ।

ঃ তাই বটে !

ঃ কিন্তু মিথ্যা কথা বলবারই বা তার এ ক্ষেত্রে কী প্রয়োজন থাকতে পারে মিঃ রায় ?

ঃ সেটাই ত' 'প্রশ্ন' এখানে আমাদের ইনেস্‌পেকটার সাহেব !

ঃ তার মানে আপনি বলতে চান, বিমলবাবুই তার জেঠার শয়ন ঘরের ড্রয়ার থেকে ৫০০৲ টাকা চুরি করেছেন !

ঃ আমি কিছুই বলতে চাই না তবে বিমলবাবু সম্পর্কে গোপনে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। ইদানিং ভদ্রলোকের আর্থিক অসচ্ছলতা ভয়ংকর বিশ্রী ভাবে তাকে চার পাশ থেকে ঘিরে ধরে ছিল !

জেঠার কাছ থেকে হাত খরচ বাবদ প্রতি মাসে যা সে পেত তাতে তার মোটেই কুলাত না ; অত্যন্ত বিলাসী ও দু'চার জন বন্ধু বান্ধবের কাছে তার ইদানিং বহুৎ ধার হয়ে গিয়েছিল !

তাগাদার পর তাগাদায় বেচারী এক প্রকার অস্থির হয়েই উঠেছিল! তার উপর এক বেণের কাছে হ্যাণ্ডনোটে কয়েক সপ্তাহ আগে সে দুইশত টাকা ধার করে সাত দিনের মেয়াদি.... এখন ভেবে দেখুন, টাকার তাগাদায় অস্থির হয়েই বিমলবাবু অন্যের অজান্তে জেঠার ড্রয়ার থেকে ৫০০৲ টাকা চুরি করে; টাকা চুরি করে ঘর থেকে বের হয়ে যেমন সে সিঁড়ির কাছে এসেছে অমনি সিঁড়ির নীচে আব্দুলের পায়ের শব্দ শুনে চমকে ওঠে এবং মনে ভাবে যদি আব্দুল তাকে শয়ন ঘরের দরজার কাছে দেখে তবে তাকে সন্দেহ করতে পারে তাই সে তাড়াতাড়ি সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট রুমের দরজার হাতলটা ধরে গিয়ে দাঁড়ায় যাতে আব্দুল সে অবস্থায় তাকে দেখলেও মনে করতে পারে সে যেন এইমাত্র তার জেঠার সংগে প্রাইভেট রুমে ঢুকে দেখা করে বাইরে এসেছে।....এখন আব্দুলের সংগে দেখা হতেই সে তাড়াতাড়ি নিজের Position বাঁচাবার জন্য ঐ কথা বানিয়ে বলে বরাবর নিজের ঘরে চলে যায়।

: বেশ, তারপর?

: তারপর সে যখন বুঝতে পারলে যে তার কথার সত্যতার পরে এই কেসের অনেকখানি নির্ভর করছে তখন আর উপায় নেই। নিজেকে বাঁচাবার জন্য একবার যে মিথ্যা কথা বলেছে সেটাই পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয় কেননা তখন সে জানতে পেরেছে পুলিশের লোক টাকা চুরির কথা জেনেছে।

: আপনার একথা আমি বিশ্বাস করি না মিঃ রায়। এ একেবারে Simply অসম্ভব !....ইনেস্‌পেকটার বললেন।

: একথা কী আগে থেকেই আপনি ভেবেছিলেন মিঃ রায় ? আমি প্রশ্ন করলাম।

: এই সম্ভাবনা প্রথম থেকেই আমার মনে উদয় হয়েছিল ডাঃ সেন। আমি বরাবরই জানতাম বিমলবাবু আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছেন ! সেইজন্য পরশু বিকালের দিকে আচম্‌কা বিমলবাবুকে নিয়ে ছোট একটা Experiment করি।

: Experiment করেন ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম !

: তবে শুনুন, কী করে বিমলবাবুর প্রতি সন্দেহ আমার বদ্ধমূল হয়।

—পনের— **—বিমলবাবুর গোপন কথা—**

আমরা দুজনে কিরীটির কথা শুনতে লাগলাম।

: শুনুন ইনেস্‌পেকটার ! আমি পরশু দুপুরে বিমলবাবুর সংগে দেখা করি এবং তাঁকে ও আব্দুলকে অনুরোধ করি গত শুক্রবার রাত্রে ঠিক যে ভাবে দুজনার সংগে কথাবার্তা হয়েছিল সেই ব্যাপারটা আগাগোড়া হুবুহু repeat করতে। Repeat করবার সময় বিমলবাবু একটা কথা বলেন, আব্দুল ! জেঠা বোধ

হয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর সংগে কথা বলে আসছি, তিনি বলে দিয়েছেন 'আজ রাত্রে যেন আর তাঁকে বিরক্ত না করা হয়। আব্দুল জিজ্ঞাসা করে, আপনি এতক্ষণ সাহেবের ঘরে ছিলেন নাকি? তাতে বিমলবাবু জবাব দিলেন: হাঁ প্রায় মিনিট পনের। অথচ বিমলবাবুর **movement** সম্পর্কে ভাল করে অনুসন্ধান নিতে গিয়ে অমলেন্দুবাবুর মুখে শুনেছিলাম এগারটা বেজে পনের মিনিটের সময় বিমলবাবু বাগান থেকে বাড়ীতে ঢুকছিলেন, অমলেন্দুবাবু তখন সিঁড়ির কাছেই ছিলেন। চাকরদের ঘরে নীচের সিঁড়ির কাছে দু'জনার দেখা! সিঁড়ির সামনেই বড় একটা ওয়ালক্লক টাংগানো আছে তাতে অমলেন্দু বাবু তখন স্পষ্ট দেখেছিলেন এগারটা বেজে পাঁচ মিনিট ঠিক। **Unguarded moment**য়ে বিমলবাবুর মুখ দিয়ে সত্য কথা বের হয়ে গেছে; অথচ তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি যে, আমার কাছে সব দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে গেছে সেই মুহূর্ত্তে তাঁর মুখের সামান্য কয়েকটা কথায়!

: কিন্তু এই কি সব প্রমাণ? ইনেস্‌পেকটার প্রশ্ন করলেন!

: চলুন বিমলবাবুর ওখানে যাওয়া যাক! তাঁর জবানীতেই সব কিছু শোনা যাবে!

: বেশ চলুন!

: চলুন ডাঃ সেন!

* * *

বিমলবাবুর ওখানে গিয়ে যখন আমরা হাজির হলাম বিমলবাবু তখন বাইরের ঘরে একটা সোফায় বসে সেদিনকার দৈনিক কাগজটা পড়ছেন। আমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

ঃ আসুন! আসুন!

ঃ নমস্কার বিমলবাবু! ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিং আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চান!

ঃ প্রশ্ন? বেশত।....বলুন, কী শুনতে চান?

ঃ দেখুন আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছিলেন যে, রাত্রি এগারটা বেজে পনের মিনিটের সময় আপনি আপনার জেঠার সংগে তাঁর প্রাইভেট্ রুমে কথাবার্তা বলে বেরুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় আব্দুলের সংগে আপনার দেখা।....

ঃ হাঁ বলেছিলাম···কেন?··স্পষ্টই লক্ষ্য করলাম বিমল বাবুর কণ্ঠস্বর বেশ একটু বিচলিত!

ঃ মিঃ রায় আপনার সে কথা বিশ্বাস করতে চাইছেন না। তিনি বলছেন সে রাত্রে আপনি আদপেই স্যার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ রুমে ঢুকে তাঁর সংগে কথা বলেন নি।

ঃ তবে? আমি কোথায় গিয়েছিলাম?

ঃ আপনি গিয়েছিলেন তাঁর শয়ন কক্ষে! শয়ন কক্ষ ও প্রাইভেট্ রুমের মধ্যবর্তী দুয়ার বন্ধই ছিল!....বলুন একথা ঠিক কিনা?....কিরীটি বজ্র কঠিন স্বরে প্রশ্ন করল!

এবারে বিমলবাবু সত্য সত্যই যেন একেবারে ভেংগে

পড়লেন!....এবং বিষণ্ণ স্বরে বলে উঠ্‌লেন: হাঁ! কিরীটি বাবুর কথাই ঠিক্!....

আমি চোর! আমি জেঠার ড্রয়ার থেকে ৫০০৲ টাকা চুরি করেছি ইনেস্‌পেকটার! উঃ আজ আমি নিশ্চিন্ত!.... শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে আমার অপরাধের চিন্তা যেন আমায় পাগলা কুকুরের মতই তাড়া করে ফিরছিল। বিমল বাবু দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন, তাঁর দশ আংগুলের ফাঁক দিয়ে ব্যথার অনুতাপাশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। বিমলবাবু অশ্রুক্লিষ্ট কণ্ঠে বলতে লাগলেন: দিনের পর দিন পাওনাদারের তাগাদায় আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।

ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে রাধিকাপ্রসাদও এক সময় সেখানে এসে দাঁড়িয়ে নিজ পুত্রের কথা শুনছিলেন। সহসা বিমলবাবু পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে কান্নাঝরা স্বরে বলে উঠ্‌লেন: অমন করে আর মুখের দিকে চেয়ে দেখছেন কী বাবা? বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি!···আমি চোর হতে পারি? কিন্তু এখন আমি মুক্ত! এখন আমি নিশ্চিন্ত! এখন আমি আর মিথ্যাবাদী নই!...আর হয়ত আপনি আমার মুখ দেখতে চাইবেন না; আমিই নিজে এখন নিজেকে ঘৃণা করি! শত ধিক্কার দিই!....সে রাত্রে ডিনার টেবিল থেকে বিদায় নেওয়ার পর একবারও আমার জেঠামণির সংগে দেখা হয়নি! এখন ডাঃ সেন! ইনেস্‌পেকটার মিঃ রায়....আমার জেলে দিতে পারেন, যা খুসী তাই করতে পারেন!....

ঃ বিমল, বাবা!....অশ্রুরুদ্ধ স্বরে রাধিকাপ্রসাদ বাবু ডাকলেন।

ঃ বাবা! অভাগা বাবা আমার! প্রাণভরা ভালবাসাই দিয়েছিলে, ছেলেকে তোমার কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা দাও নি!.... যাতে করে দিনের পর দিন কেবল বিলাসী অসংযমীই হয়ে উঠেছি!···ইউনিভারসিটির ডিগ্রীটাই এজীবনের সব চাইতে বড় কথা নয়!....তার সংগে সংগে চাই মানুষের মত মানুষ হবার আসল শিক্ষা ও প্রেরণা!....রাধিকাপ্রসাদের ছু' চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঃ কাঁদ বাবা কাঁদ!....আমিও সারা জীবন ধরে কাঁদব! আমি ভুলতে পারব না যে আমি চোর!....পরস্বাপহারী!.... ঘৃণিত মনুষ্য নামের অযোগ্য!....

ঝড়ের মতই বিমলবাবু ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন! মুহ্যমান রাধিকাপ্রসাদ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু!....

সহসা উজাগর সিং বললেন ঃ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে মিঃ রায়! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ রায় মৃদু হেসে বললেন ঃ ভুল পথে চললে গোলমালই হয় ইনেস্‌পেকটার।

এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় স্যার সূর্যপ্রসাদ সোয়া এগারটার পর নিহত হন নি, হয়েছেন ডাঃ সেন তাঁর ঘর থেকে চলে আসবার পর রাত্রি সাড়ে দশটা থেকে রাত্রি পৌনে এগারটার মধ্যে?....

ঃ তাহলে ?....

ঃ তাহলে এখন ভেবে দেখুন, আর একবার ভাল করে অমিয় গুপ্তর কথা।....

সে যে কেন সূর্যপ্রসাদের বাড়ীতে এসেছিল তার কোন জবাবই দেয়নি। কী করতে সে এসেছিল সেখানে ?....কেন এসেছিল ?....আমি বললাম।

ঃ কিন্তু আমি বলতে পারি ইনেস্‌পেকটার কেন সে রাত্রে অমিয় গুপ্ত এখানে এসেছিল। সে স্যার সূর্যপ্রসাদের মাথার একটি চুলও স্পর্শ করেনি; সে স্যার সূর্যপ্রসাদের প্রাইভেট্ রুমের ধারে কাছেও যায় নি।....সে খুন করেনি !.... আমি কিরীটি রায় এই কথা বলছি !....তারপর সহসা বিদ্যুৎ গতিতে রাধিকাপ্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেঃ রাধিকা বাবু! আপনার পুত্র সুবল বাবু কোথায় ?

রাধিকাপ্রসাদ চম্‌কে মুখ তুললেনঃ সুবল !....

ঃ হাঁ, সুবল !....বলুন বিমল, সুবল ও অমিয় এক মার পেটের ছেলে কিনা ? বলুন! আমার কাছে আর গোপন করে কোন লাভ নেই !....

ঃ কিরীটিবাবু! কিরীটিবাবু! থর থর করে রাধিকাপ্রসাদের সারা দেহ কাঁপতে লাগলঃ আমাকে বিশ্বাস করুন মিঃ রায় !

কিরীটি ধীর পদে এগিয়ে এসে উপবিষ্ট রাধিকাপ্রসাদের পিঠে একখানি হাত রেখে সস্নেহে বললেঃ হাঁ বলুন !.... নিশ্চয়ই আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব !....

: কিন্তু আগে আপনি বলুন অমিয় সত্যই নির্দোষী আপনি বিশ্বাস করেন কিনা? রাধিকাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

: হাঁ করি! সে কথাত' আগেই বলেছি।...কিন্তু তাহলেও যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে সে রাত্রে কেন সে লিংক-রোডের বাড়ীতে এসেছিল ততক্ষণ তাকে বাঁচান অসম্ভব!... কিরীটি জবাব দিল।

: সে এসেছিল আমার সংগেই সে রাত্রে দেখা করতে।... এবং আমি ও সুবল বাগানের ঘরে তার সংগে সে রাত্রে দেখা করি।...

: হুঁ! তা আমি জানি।...

: আপনি কেমন করে তা জানলেন মিঃ রায়?....রাধিকা বাবু অধীর স্বরে প্রশ্ন করলেন।

রাধিকাবাবু!...সমগ্র রহস্যকে জানা কিরীটি রায়ের কাজ।...আপনি লাঠি ব্যবহার করেন চলবার সময়....ঘরের মেঝেতে ধূলোয় লাঠির গোল দাগ দেখেছি।

: অমিয়র যখন মাত্র বার বছর বয়স তখন খুলনায় একদল বিদেশী সার্কাস পার্টি আসে—অমিয় ঐ বয়সেই খেলা ধূলা দৌড় ঝাঁপে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিল....সার্কাস পার্টির লোকেরা ওকে ভুলিয়ে সংগে নিয়ে পালায়। সার্কাস পার্টির কুসংগে মিশে মিশে সে ক্রমে একেবারে গোল্লায় যায়। অবশেষে একদিন সার্কাস পার্টির ম্যানেজার-এর ক্যাস্ ভেংগে

কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়!....তার নামে পুলিশে ওয়ারেণ্ট বের করে....অমিয় পালিয়ে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াতে থাকে। অমিয়র আসল নাম অমিয় নয় 'কমল'!....ওটা ওর নকল নাম। দীর্ঘ পাঁচ বছর ও এমনি করে ছদ্ম নামে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দাদা খুন হবার দিন দশেক আগে ঝেলাম্ থেকে ওর এক চিঠি পাই—ওর টাকার অত্যন্ত অভাব!....ও কিছু টাকা চায় আমার কাছে। আমি দাদার কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে ওকে আসতে বলি এবং সেই টাকা ও আমার সোনার বোতাম ও ঘড়ির চেন সব একত্রে দাদার মিউজিয়াম ঘরে চন্দন কাঠের বাক্সর মধ্যে রেখে দিই।....ও দেখা করতে আসে এবং আমার ও কমলের সংগে বাগান ঘরে দেখা হয়।....

ঃ হুঁ, তখন কটা রাত্রি? এবং ঘরে ফিরে ছিলেন আপনি কোন্ পথে?

ঃ রাত্রি সাড়ে আট্‌টা।....ঘরে ফিরি আমি মিউজিয়াম ঘরের জানালা দিয়ে, সুবল ওই জানালা দিয়েই আমার আগে ফিরে এসেছিল পাছে অন্য পথ দিয়ে এলে আমাদের কেউ দেখে এই জন্য।

ঃ তাহলে আপনিই চন্দন কাঠের বাক্সটা খুলে রেখে-ছিলেন!...

আচ্ছা যখন ফিরে আসেন ছোরাটা কী তখন তার মধ্যে ছিল রাধিকাপ্রসাদবাবু?....

ঃ না ছিল না !....কিন্তু আমার ছেলে !....বিমল ও কমল এদের কী হবে মিঃ রায় ?....

ঃ সে কথার উত্তর ঠিক ইনেস্‌পেকটার সাহেবই দিতে পারবেন রাধিকাবাবু !....

ঃ মিঃ রায় বললেন।

ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ ঃ

—ষোল— —কে খুনী ? ?—

রাস্তায় নেমে আমি কিরীটিকে বললাম ঃ মিঃ রায় ! এই কেসের যাবতীয় ঘটনা ও অনুসন্ধানে যতটা আমরা এ পর্যন্ত জানতে পেরেছি সব কিছুই আমার বিচার ও যুক্তির সংগে বিশ্লেষণ করে একটা ডাইরী মত লিখেছি, চলুন আপনাকে দেবো আজ ! পড়ে দেখবেন !...

ঃ নিশ্চয়ই !....দেখা যাক্ কী যুক্তিতে আপনি বিচার করেছেন !...

কিরীটি হাসতে হাসতে বললে !

* * *

সেই রাত্রে আবার কিরীটির আহ্বানে আমরা স্যার সূর্যপ্রসাদের বাড়ীতে একত্রিত হলাম।

আমি, রাধিকাপ্রসাদ, বিমল, সুবল, মেজর কৃষ্ণস্বামী, অমলেন্দু, বলদেব বাবু সকলেই আমরা উপস্থিত।

একমাত্র কিরীটি এখনও এসে পৌঁছায় নি! সহসা দরজা খোলার শব্দ হোলো, নিঃশব্দে ঘরের পর্দা সরিয়ে কিরীটি এসে ঘরে প্রবেশ করল: Good Evening Gentlemen. আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকেই স্যার সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী রূপে সন্দেহের পাত্র! কেননা সে রাত্রে প্রত্যেকেই আপনারা খুনের সময় এ বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন! আপনাদের মধ্যে থেকেই আজ আমি খুনীকে বের করে দেবো।...

ঘরের মধ্যে মৃত্যুর মতই শীলতা নীরবতা!...

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই! বোবা ভাষাহীন!

: কিন্তু মিঃ রায়! সত্যই কী আপনার বিশ্বাস আমরা যারা আজ এখন এখানে এই ঘরে উপস্থিত আছি তাদের মধ্যেই একজন স্যার সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী?....আমিই সর্বপ্রথম প্রশ্ন করলাম!

: কিরীটি রায়ের কথায় এখনও আপনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন না ডাঃ সেন!

: কিন্তু একজন সন্দেহজনক এখনও এখানে অনুপস্থিত মিঃ রায়! আমি বললাম।

: কে, ডাঃ সেন?

: স্যার সূর্যপ্রসাদের পুত্র সমর প্রসাদ সেন!...

ঃ আমি জানি সে কোথায়। কিরীটি গম্ভীর স্বরে বললে।

সকলেই আমরা কিরীটির কণ্ঠস্বরে চম্‌কে তার মুখের দিকে তাকালাম।

ঃ সত্যি আপনি জানেন নাকি মিঃ রায়! কোথায় সমর আছে?

আমি বোকার মত মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলাম।

ঃ জানি!....

ঃ কোথায়?

ঃ ঐ যে আপনাদের সকলেরই সামনে, ঐ দেখুন দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে···

আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলাম দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমরপ্রসাদ!

ঃ এখন তাহলে সকলেই উপস্থিত, কেমন ডাঃ সেন?.... এস সমর ঐ সোফাটায় বোস।···

ধীর কুণ্ঠিত পদে এগিয়ে সমর কিরীটির নির্দিষ্ট চেয়ারখানি অধিকার করে বসল।

ঃ এবারে আপনারা সবাই শুনুন!....কিরীটি বলতে লাগল ঃ গোড়া থেকেই সব খুলে বলি।···গত শনিবার সকালে বিমলবাবুর আহ্বানে যখন স্যার সূর্যপ্রসাদের হত্যার তদন্তের ভার নিয়ে সর্বপ্রথম এবাড়ীতে এসে প্রবেশ করি—বাগানের ছোট ঘর দুটো আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে!.... এবং আমি সেই দুটো ঘরের অব্যবহার্য ঘরটা বেশ ভাল করেই

পরীক্ষা করি। ঘরটা পরীক্ষা করতে গিয়ে ছুটো জিনিষ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—১নং একটা ছোট কালো রংয়ের নস্যির ডিবা, অন্য হচ্ছে ঘরের ধূলায় গোল গোল লাঠির ছাপ ও জুতোর ছাপ!…এ থেকেই আমি অনুমান করি নিশ্চয়ই খুব **recently** সেই ঘরের মধ্যে কেউ গিয়েছিল। কিন্তু কবে কারা গিয়েছিল, বুঝলাম তারপর। ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিং যখন আমাকে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের সে রাত্রের গতিবিধি সম্পর্কে একটা ফিরিস্তি দিলেন তখন বুঝলাম ঐ সময়ের মধ্যে বিমল বাবু ও সুবল বাবু বাগান ঘরে যেতে পারেন। পরে তদন্তে প্রকাশ পায় সুবল বাবু ও রাধিকাপ্রসাদ বাবু কোন বিশেষ কারণে ঐ রাত্রে বাগান ঘরে গিয়েছিলেন; কিন্তু রাত্রি এগারটার সময় মেজর কৃষ্ণস্বামী একজনকে বাগান ঘরের দিক থেকে আসতে দেখেন….সেই একজন কে?…

অমলেন্দু বাবুর সাক্ষীতে জানতে পারলাম সে আর কেউ নয় আমাদের বিমল বাবু এবং বিমল বাবু গিয়েছিলেন বাগান ঘরে সমর বাবুর সংগে দেখা করতে।….সমর বাবু ও বিমলবাবু আশা করি সে কথা অস্বীকার করবেন না।

ঃ হাঁ, আমাদের দেখা হয়েছিল রাত্রি তখন এগারটা বাজতে কয়েক মিনিট মাত্র।…ছু'জনে এক সংগেই বললে। কিরীটির গলা আবার শোনা গেল ঃ তাহলে বোঝা যাচ্ছে সমর বা বিমল বাবুর মধ্যে কেউই সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী নয়। কিন্তু কথা

হচ্ছে কে তবে রাত্রি সোয়া এগারটার সময় সূর্যপ্রসাদের ঘরে ছিল। এইবারে আসল পয়েণ্টে আসব। একটা জিনিষ আপনাদের কারও মনে উদয় হয়নি।…স্যার সূর্যপ্রসাদের মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র আগে একজন লোক তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছিল।

ঃ কিন্তু সেত হাজারা ট্রেডিং কোম্পানীর একজন এজেণ্ট, ডিকটাফোন বেচবার জন্য এসেছিল ঃ অমলেন্দু বলল।

ঃ অমলেন্দু বাবু! আপনি জানেন স্যার সূর্যপ্রসাদ ডিকটাফোন কেনেননি, কিন্তু সেটা ভুল!…আমি নিজে হাজারা ট্রেডিং কোম্পানীতে খোঁজ নিয়ে দেখিছি মৃত্যুর ঠিক দুই দিন আগে তিনি একটি ডিকটাফোন মেসিন ক্রয় করেন, তাঁর সেই ক্রয় করার মেমো এখনো দোকানে আছে।…কোন খেয়ালের বশবর্তী হ'য়ে হয়ত তিনি একথা কাউকে জানাননি, এমনকি প্রাইভেট্ সেক্রেটারী অমলেন্দুকেও না!…এইবার সমরবাবুর নিরুদ্দেশের ব্যাপারে আসা যাক। সমরবাবু পালান নি, তিনি লুকিয়ে ছিলেন ডাঃ সেনের পরামর্শ মত।…ডাঃ সেন সমর বাবুকে বন্ধুর মতই পরামর্শ দিয়েছিলেন।…পাছে পুলিশে নিয়ে তাকে টানাটানি করে।…আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম কাকুল টি, বি, স্যানিটোরিয়ামে ডাঃ সেন প্রায়ই যান, কেননা তিনি সেখানকার ভিজিটিং ফিজিসিয়ান। ডাঃ সেনের সে রাত্রের ও পরের দিন সকালের **movement** দেখে কেমন আমার সন্দেহ হয় নিশ্চয়ই ডাঃ সেন সমর সম্পর্কে কিছু জানেন,

আমার কাছে গোপন করছেন! ডাঃ সেনের গতিবিধি যে যে জায়গায় আছে, সব জায়গায় গোপনে যাতায়াত সুরু করি এবং নীলরতন পাণ্ডে নাম দিয়ে একজন নতুন রোগীর সন্ধান পাই কাকুল টি, বি, স্যানিটোরিয়ামে এবং খোঁজ নিয়ে জানি যেদিন স্যার সূর্যপ্রসাদ নিহত হন, তারপর দিনই সকালে নীলরতন সেখানে ভর্তি হয়। নীলরতনকে জেরা করতেই সব কথা প্রকাশিত হয়ে যায়!···

ঃ আশ্চর্য লোক আপনি মিঃ রায়!··আমি বললাম।

ঃ এখন ত' বুঝতে পারছেন ডাঃ সেন কিরীটির কাছে অজ্ঞাত কিছুই থাকে না।···

হাঁ, শুনুন আপনারা। আমি কিরীটি রায় এখানে দাঁড়িয়ে বলছি। আমি জানি কে আপনাদের মধ্যে খুনী!···এখনও স্বীকার করুন! আমি খুনীকেই সম্বোধন করে বলছিঃ কাল সকালেই সমস্ত তথ্য ইনেস্‌পেকটার উজাগর সিংকে আমি জানাব।

গভীর নিস্তব্ধতা!

জমাট মৃত্যু শীতলতা!···

এমন সময় একটা লোক একটা খামে বন্ধ চিঠি এনে কিরীটির হাতে দিল।

চিঠিটা পড়তে পড়তে সহসা কিরীটির দু'চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

চিঠিটা পড়া হলে সেটা দলা পাকিয়ে অদূরে ঘরের কোণে প্রজ্বলিত fire placeয়ে নিক্ষেপ করল।

বলদেব বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: আপনি বলছেন মিঃ রায়, খুনী আমাদের মধ্যেই একজন! আপনি জানেন—কে?

: হাঁ! আমি জানি।....

তথাপি সকলে নির্বাক যেন ভূতগ্রস্থ!....

: বেশ! তাহলে বলতে চান না।....কিন্তু মনে রাখবেন কাল সকালেই উজাগর সিং সব কিছু জানতে পারবেন। Good night everybody. আসুন ডাক্তার! Good night!...

* * *

—সতের—

—কিরীটির বিশ্লেষণ—

খুনী কে?....

রাত্রি তখনও বেশী হয়নি, ফিরতি পথে কিরীটিকে সংগে নিয়ে আমার বাসায় এসে ঢুকলাম: চলুন মিঃ রায় গরম কফি এক কাপ খেয়ে যাবেন!

কিরীটি মুহূর্ত কী একটু চিন্তা করল তারপর পকেটে হাত দিয়ে কী যেন অনুভব করে মৃদু স্বরে বললে চলুন!

* * *

দুজনে দুখানি সোফা অধিকার করে fire placeয়ের ধারে বসেছি!

সামনেই একটা টি'পয়ের পরে অর্দ্ধসমাপ্ত কফির পাত্র!...

কিরীটির হাতে একটা জলন্ত সিগার!...

মুখের দিকে চাইলেই মনে হয় সে গভীর চিন্তায় মগ্ন!.... fire plcceয়ের আগুনের মৃদু রক্তাভা তার চিন্তাচ্ছন্ন মুখের রেখায় রেখায় প্রতিফলিত হ'য়ে কী একপ্রকার দৃঢ় সংকল্পতার ছাপ যেন ফুটিয়ে তুলেছে!...

সহসা কিরীটিই নিঃস্তব্ধতা ভংগ করলে ঃ আজকার সান্ধ্য বৈঠকটা কেমন উপভোগ করলেন ডাক্তার?

ঃ সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি!....কিছুই যেন আমার বোধগম্য হচ্ছে না! ....সব যেন প্রহেলিকার মত মনে হচ্ছে। এখনও বুঝতে পারছি না সত্যই যদি আপনি জানেন খুনী কে তবে তাকে আজই ইনেস্‌-পেকটার উজাগর সিংএর হাতে ধরিয়ে দিলেন না কেন?... এভাবে তাকে পালাবার সুযোগ দেবার কী মানে থাকতে পারে! আপনি কী মনে করেন আজ রাত্রের পর কাল সকালে আর তার পাত্তা পাবেন?

ঃ একটা উদ্দেশ্য আছে বৈকি, বিনা উদ্দেশ্যে কিরীটি কোন কাজই করে না!

ঃ আপনার আশা ছিল অপরাধী আজ রাত্রে নিজের মুখেই সবার সামনে তার অপরাধ স্বীকার করবে, না?...

: কতকটা তাই বটে !

কিন্তু যখন দেখলেন তা হলো না তখন তাকে এ ভাবে পালাবার সুযোগ দেওয়ার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিঃ রায় ?

: সে পালাতে পারবে না ডাঃ সেন ! ধরা তাকে দিতেই হবে।

: আপনার নিশ্চিত ধারণা আজকে যারা ওখানে উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যেই একজন হত্যাকারী—কিন্তু কে ?

কিরীটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল পরে ধীর স্বরে বললে : তাহলে সবই আপনাকে খুলে বলি, শুনুন ডাঃ সেন ! আমার আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে সমর বা বিমল হত্যাকারী নয় বাকী থাকে যারা তাদের নিয়েই আলোচনা করব। প্রথমেই ধরুন টেলিফোনে আপনার সংবাদ পাওয়া। ও বাড়ী থেকে কেউ ফোন করেনি !....এবং খোঁজ নিয়ে জানা গেছে Public telephone office থেকে phone করা হয়েছে। কিন্তু কেন ফোন করা হলো ? একমাত্র কারণ হতে পারে খুনের ব্যাপারটা গোচর করা, কেমন ত ?

: হাঁ বলুন।

: কিন্তু খুনের ব্যাপারটা ত লোকে জানতে পারত। সে রাত্রে না হলেও পরের দিন সকালেই সবাই জানতে পারত। এর থেকেই বোঝা যায় খুনীর ইচ্ছা ছিল যাতে সবাই সেই রাত্রে খুনের ব্যাপারটা জানতে পারে। কিন্তু কেন ?...ভেবে দেখেছি এর একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে।

ঃ কী ?

ঃ খুনীর ইচ্ছা ছিল খুনীর কথাটা এমন একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হোক যে সময়ে যাতে করে সে খুনের সময়ে বা তার পরে দরজা ভেংগে ঘরে ঢোকবার সময় পায়! এইবার সেই বড় চেয়ারটার রহস্যে আসা যাক্! আপনি যে এ তদন্তের ডাইরী লিখেছেন তাতে সেই ঘরের ও সেখানকার যাবতীয় আসবাব পত্রের একটা সুন্দর স্কেচ্ দিয়েছেন। সেটা একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় আব্দুলের কথামত যদি চেয়ারটা সরান হয়ে থাকে তাহলে চেয়ারটা এমনভাবে এমন জায়গায় টেনে নেওয়া হয়েছিল যাতে করে চেয়ারটা ঠিক ঘরের বাইরে যাবার দরজা ও ঘরের একটি মাত্র জানালার মাঝামাঝি থাকে।

ঃ জানালার! আমি বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

ঃ হাঁ জানালার ও দরজার সংগে ঠিক একই লাইনে। আব্দুলের সওয়ালে আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল নিশ্চয়ই চেয়ারটাকে পরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এইজন্য যে কেউ যেন ঘরে ঢুকে একথা না মনে করে যে চেয়ারটার ওখানে সরাবার কারণই হচ্ছে চেয়ারটা ও ভাবে ওখানে থাকলে জানালাটা কেউ যেন দেখতে না পায় দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবার সময়। কেননা জানালা ও দরজার মাঝামাঝি অতবড় চেয়ারটা থাকলে কেউই জানালাটা দেখতে পেতে পারে না দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলে! লক্ষ্য করে থাকবেন সেই চেয়ারে

হেলান দেবার ব্যাকটা বেশ উঁচু। কিন্তু ভাল করে বিবেচনা করতে গিয়ে মনে এলো চেয়ারের backটা এত বেশী উঁচু নয় যে, জানালাটাকে সম্পূর্ণভাবে ঢাকতে পারে দৃষ্টিপথ থেকে। তখনই আবার লক্ষ্য করে দেখলাম, জানালার ঠিক পাশেই একটা ছোট টেবিল আছে। জানালাটা না ঢাকা গেলেও, চেয়ারের আবডালে টেবিলটা মোটেই দরজা থেকে চোখে পড়ে না এবং সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে একটা সত্যের ছায়াপাত হলো। সেই সত্যকে ঘিরে নানা রকমের সম্ভাবনা মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল।

এমনওত' হতে পারে খুনী সামনের ওই ছোট টেবিলটার উপর এমন কিছু রেখেছিল যেটা দরজা দিয়ে যারা ঢুকবে তাদের দৃষ্টি থেকে চাপা দিয়ে রাখতে চায়? এতক্ষণ পর্যন্তও আমার মনে কোন ধারণা হয়নি সেটা কী হতে পারে এবং আদপেই সে রকম কিছু হবে কিনা।....কিন্তু কতকগুলি ব্যাপার ইদানিং আমার নজরে পড়েছে। মনে করুন খুনী এমন কোন জিনিষ সেই টেবিলটার উপরে রেখে ছিল, যেটা হয়ত খুন করে ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় সংগে করে নিয়ে যাবার সুযোগ বা সুবিধা পায়নি।....অথচ জিনিষটা হয়ত এমন কিছু ছিল যেটা অন্যের নজরে পড়লে খুনীর পক্ষে অত্যন্ত বিপদের কারণ হবে। সেইজন্যই সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সেটা সরান যায় ততই মংগল তার পক্ষে। এবং সেইজন্য phone করবার প্রয়োজন হয়েছিল খুনীর। এবং

সেই অবকাশে গোলমালের মধ্যে সকলের সংগে অকুস্থানে উপস্থিত হ'য়ে সেই মারাত্মক জিনিষটা সরিয়ে ফেলবার সুযোগ হয়েছিল। এখন পুলিশ সেখানে পৌঁছাবার আগে কারা সে ঘরে গিয়েছিল, আপনি, আব্দুল, মেজর, বলদেববাবু, রাধিকা-প্রসাদ ও বিমলবাবু!....প্রথম ধরা যাক আব্দুলকে! সেই যদি হবে তবে চেয়ারের কথা সে কোন মতেই বলত না। এক মাত্র এই কারণেই আমি আব্দুল যে নির্দোষ যে সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত! তারপর মেজর, বিমলবাবু ও রাধিকাপ্রসাদবাবু। তাদের প্রতি একটু সন্দেহ হয় বটে!···কিন্তু কথা হচ্ছে সে জিনিষটা কী?....আমি অমলেন্দুবাবুর কাছে খোঁজ নিয়ে শুনেছি কথাবার্তা যা সে রাত্রে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, সেটা বেশ একটু অস্বাভাবিক রকম জোরে জোরে। কোন মানুষই বিশেষ করে প্রাইভেট কথাবার্তা অত জোরে বলতে পারে না!···

কিরীটি বলতে লাগল ঃ

যে মুহূর্ত্তেই আমি হাজারা কোম্পানী থেকে জানতে পারি স্যার সূর্যপ্রসাদ মৃত্যুর দু'দিন আগে মাত্র একটা ডিকটাফোন ক্রয় করেছেন, তখনই ডিকটাফোনের ব্যাপারটা আমার মনে গেঁথে যায়।···আমি চিন্তা করতে সুরু করি!....হঠাৎ একসময় মনে হলো, স্যার সূর্যপ্রসাদ যে ডিকটাফোনটা ক্রয় করেছেন সেটা কোথায়! বহু পরিশ্রম করে খোঁজাখুঁজি করেও আমি বা ও বাড়ীর কেউ সেটা পান নি।

ঃ আমি কিন্তু একথাটা একবারও ভাবিনি মিঃ রায়।

ঃ স্বাভাবিক! তখন আমার মনে হলো এমনও ত' হতে পারে ডিকটাফোনটাই টেবিলের পরে ছিল এবং সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে।···কিন্তু খুনী যদি সেটা সরিয়ে ফেলেই থাকে তবে সকলের সামনে অজ্ঞাতে কী ভাবে সেটা সরিয়ে ফেললে। ···নিশ্চয়ই এমন কোন কিছু খুনী সংগে এনেছিল যাতে সেটা অনায়াসেই অলক্ষ্যে সরিয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারছেন এখন ডাঃ সেন, খুনী আমাদের চোখের সামনে অল্পে অল্পে আকার নিচ্ছে।···এখন বোধ হয় বুঝতে পারছেন কেন খুনী কৌশলে ফোন করে সেই রাত্রেই খুনের কথা সকলকে জানিয়ে ডিকটাফোনটা নিয়ে সরে পড়েছিল, যাতে করে পরের দিন সকালে তার কোন কাজ কর্মের বা সূত্রের চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে।··· কিন্তু সকালে হলেই বা ক্ষতি ছিল কী? ডিকটাফোন নিয়ে যাবার সময় সকলের চোখে ধরা পড়ত।···

আমি বাধা দিলাম ঃ কিন্তু ডিকটাফোনটা সরানর কী এমন প্রয়োজন ছিল?

ঃ আপনি জানেন স্যার সূর্যপ্রসাদের কণ্ঠস্বর রাত্রি এগারটার সময়ও তাঁর ঘর থেকে শোনা গিয়েছিল!···কিন্তু ভেবে দেখুন—আপনি ডিকটাফোনের মাউথপিসে এখন কিছু বললে—এবং কিছু সময় পরে মেসিন চালালেই আবার সে কথাটা শোনা যেতে পারে!

অর্থাৎ—

ঃ হাঁ অর্থাৎ আমি বলতে চাই রাত্রি এগারটার ঢের আগেই স্যার সূর্যপ্রসাদকে খুন করা হয়েছিল !...রাত্রি এগারটার সময় তাঁর গলা ডিকটাফোনে শোনা গিয়েছিল। খুনী মেসিনটা খুন করে চলে যাবার আগে চালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অন্যকে ধোঁকা দিতে। এই সব থেকেই বোঝা যায় খুনী সূর্যপ্রসাদের যথেষ্ট পরিচিত ও জানত সূর্যপ্রসাদ ডিকটাফোন কিনেছেন। তারপরে আসা যাক্ জানালার গায়ে পায়ের ছাপ !....

পায়ের ছাপ দেখে এবং তাজ হোটেলে সমরের কাদা মাখা জুতো দেখে মনে হয়—জানালার পায়ের ছাপ সমরের হতে পারে; কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি সেরাত্রে সমরের পায়ে যে জুতো ছিল সেটা তাজ হোটেলে পাওয়া জুতোর মতই একই প্যাটার্ণের রবার সোল দেওয়া জুতো। কিন্তু হাসপাতালে সমরের পায়ের সেই জুতো ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি সে জুতোয় এতটুকুও কাদার দাগ ছিল না! অথচ সমরের ঘরে কাদা মাখা জুতো পাওয়া গেল। কোন লোকই একই প্যাটার্ণের তিন জোড়া জুতো কিনতে পারে না! তাছাড়া প্রমাণিত হয়েছে সমর সে সময় হোটেলের জুয়াঘরে জুয়া খেলায় মত্ত ছিল। এবং সমরকেই আপনি বলে দিয়েছিলেন সে যে কাকুল যচ্ছে সে কথা যেন সেই রাত্রেই ফোনে আপনাকে জানায়। এতে মনে হয় নিশ্চয়ই কেউ সমরের জুতো পায়ে দিয়ে খুনীকে খুন করে জুতো আবার তার ঘরে অন্যের অলক্ষ্যে রেখে এসেছে তার ঘাড়ে খুনের দোষ

চাপানর জন্য !....এ থেকে এও প্রমাণিত হয় খুনী সমরকেও বেশ ভালরূপেই চিনত !···ও তার সংগে পরিচিত ছিল। এই সব কারণ থেকেই বোঝা যায় খুনী এমন একজন লোক যে জানত, ম্যাকসিকান ছোরাটা কোথায় আছে, যে স্যার সূর্যপ্রসাদের পরিচিত ও বিশ্বাসের পাত্র ছিল। যে সূর্যপ্রসাদের সংসারের অনেক সংবাদই জানত, যে ডিকটাফোনের সংবাদও জানত এবং যার সংগে ডিকটাফোনটাকে লুকিয়ে নিয়ে যাবার মত বাক্স বা তেমন কিছু ছিল—তাহলেই বুঝুন খুনী কে ?—শুনুন ডাঃ সেন ! গোখরা সাপ নিয়ে খেলা করার চাইতে ভয়ংকর কিরীটি রায়কে নিয়ে খেলা করা !....এখন বুঝে দেখুন এই সব কিছুর সংগে মিলে যাচ্ছে কে ?···আপনি ! হাঁ আপনি ডাঃ সেনই....সূর্যপ্রসাদের হত্যাকারী !....

—আঠার— —আঁধার পথের যাত্রী—

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লাম : কী বলছেন পাগলের মত মিঃ রায় ? শেষ পর্যন্ত এই ধারণা হলো আপনার যে খুনী আমি ! হাঃ হাঃ হাঃ !···

—

: শুনুন ডাঃ সেন ! পাগল আমি নই।···আপনার জবান-বন্দীর মধ্যে সামান্য একটা সময়ের হের ফেরই সমস্ত রহস্য

আমার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার করে দিয়েছে!... আমি অনেক দিনই আপনাকে ধরিয়ে দিতে পারতাম শুধু আপনার বাচালতার দৌড়টা পরখ করছিলাম! ...

ঃ সময়ের হের ফের!...

ঃ হাঁ! আপনি আপনার জবানবন্দীতে **unguarded moment**য়ে বলেছেন ঃ রাত্রি সাড়ে দশটায় স্যার সূর্যপ্রসাদের ঘর থেকে আপনি বিদায় নেন অথচ গেটের কাছে অমিয়র সংগে যখন আপনার দেখা হয় তখন রাত্রি এগারটা বাজল গির্জার ঘড়িতে! ঘর থেকে বের হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে আসতে ৫।৬ মিনিটের বেশী কারও লাগতেই পারে না অথচ আপনার আধঘণ্টা লাগল কেন? কী করছিলেন এই আধঘণ্টা! কোথায় ছিলেন? তাছাড়া সূর্যপ্রসাদের নিহত হবার সংবাদ ফোনে পেয়ে কালো রংয়ের ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছিলেন কেন?...মৃত ব্যক্তিকে ইনজেকসন দিতে বুঝি? ডাক্তার! নিজের জালে নিজে জড়িয়েছেন।...ব্যাগটা না নিয়ে গেলে ডিকটাফোনটা আনতে পারতেন না।...

এবং ঘরে ঢুকেই চেয়ারটা সরিয়ে রেখেছিলেন পাছে কারও নজরে পড়ে।

একটা কথা ভুলে যচ্ছেন, ঘরের কথাবার্তার মধ্যে অমলেন্দু বাবু আপনার কণ্ঠস্বরই শুনেছিলেন, তাতেই বোঝা যায় আপনি ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ঘরে ঢোকে নি।

সূর্যপ্রসাদকে খুন করে জানালা টপকিয়ে নীচে নেমে—

তাড়াতাড়ি তাজ হোটেলে গিয়ে সমরের জুতোটা সেখানে রেখে ফিরে আসতে ২০ মিনিটের বেশী সময় লাগে না।…তারপর সেই রাত্রে তাজ হোটেলে গিয়ে সমরকে ভয় দেখিয়ে সরিয়ে ফেলাও চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু হায় এত করেও সব দিক বাঁচাতে পারলেন না। নিজের জবানীতেই ধরা দিলেন। দোষীর বিচার ভগবান এমন করে তাকে দিয়েই করান। আচ্ছা আসি Good Night. পালাবার চেষ্টা করবেন না, কেলেংকারীই বাড়বে শুধু…কেননা উজাগর সিং ঘুমিয়ে নেই সজাগ হয়েই আছে।…

কিরীটি ধীর মন্থর পদে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

* * *

অন্ধকার, শুধুই অন্ধকার !…

…এ জীবনের আর প্রয়োজনই বা কী ?…

লোভে জগৎজীবনকে 'টিউবারকুলিন' ইনজেকসন দিয়ে তার রোগ বাড়াতে সাহায্য করে হত্যা করেছি পুলকজীবনের প্ররোচনায়।

সমরই পুলকজীবনকে আমার কাছে এনে দিয়েছিল।

একবার খুন করে খুনের নেশা চেপে গিয়েছিল তাই পুলকজীবনকেও slow poison করতে সুরু করলাম। ধর্মের কল বাতাসে নড়ল, মরবার আগে চিঠিতে সে সব কথা সূর্যপ্রসাদকে জানিয়ে গেল।…

সূর্যপ্রসাদ যখন রাত্রে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন, তখুনি

কেমন একটা সন্দেহ হয়—তাই উপরে যাবার আগে মি
ঘর থেকে ছোরাটা নিয়ে গিয়েছিলাম প্রস্তুত হয়েই
সূর্যপ্রসাদের হাতে চিঠি দেখে যখন বুঝতে পারল
আমি ধরা পড়েছি তখন অন্যনোপায় হয়েই তাঁকে শেষ
করি !…

কিন্তু সত্যি বুদ্ধি আছে কিরীটির! এত সূক্ষ্ম চুলচেরা বিচার! মা! বাবা! আজ তোমরা কোথায় কতদূরে জানি না। জানি না, পৃথিবীর লোকের ডাক তোমাদের কাণে পৌঁছাচ্ছে কি না?…

এখন নয়।…যখন মরে যাবো,…তখন স্বর্গ থেকে দু'ফোটা অশ্রুমোচন করো হতভাগ্য বিপথগামী পুত্রের অশরিরী আত্মাকে স্মরণ করে!

… … …

ওই যে সামনেই সাজান সারি সারি 'বিষ' লেখা ঔষধের শিসি।…বেলেডোনা, হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড। টিনচার হায়োসায়ামাস।…'ভোরানল'…

হাঁ ঠিক, ভোরানলই সব চাইতে ভাল হবে।…ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ব। সে ঘুম আর ভাংবে না।…আমার ডাইরীটা কিরীটির নামে লিখে রেখে যাই যেন সে আমার মৃত্যুর পর পায়।….

কিন্তু কিরীটি যেন তার গোয়েন্দাগিরী না ছাড়ে। এমনি করেই সে যতদিন বেঁচে আছে দুষ্টের দমন করে যাক।…

তাড়াতা[illegible]ান তাকে দীর্ঘজীবন দান করুন।···

ফিরে ··· ··· ···

সেই ··· ···

আঃ! ঘুম।···

বড় ক্লান্ত আমি!···

পাশের ঘরে ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজল না?

উঃ এত অন্ধকার কেন?···

আলো। একটু অলো।

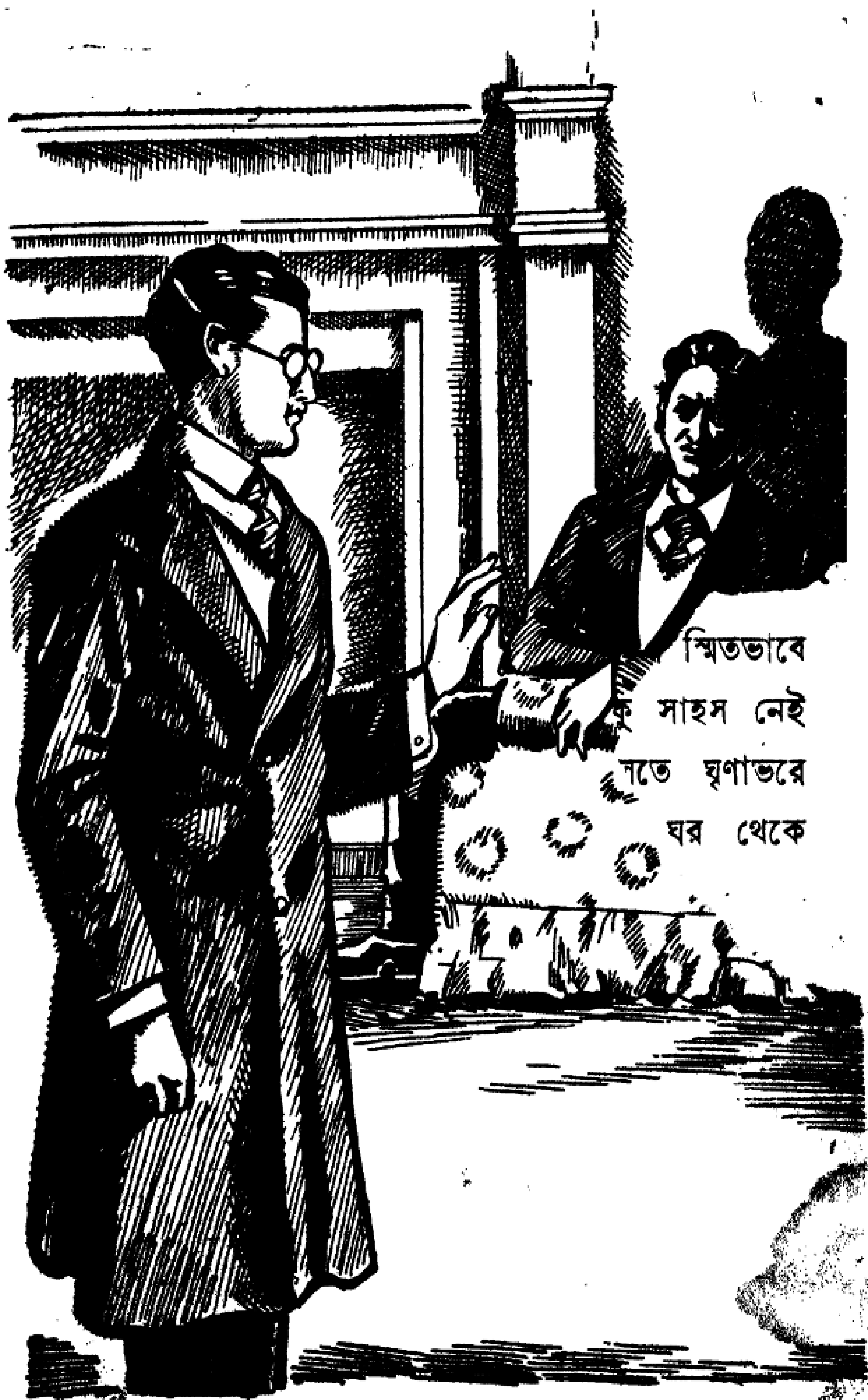
এই উপন্যাসটির রচনাকাল : চাকরী ব্যপদেশে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে [illegible] থেকে এবং কাবুলে অবস্থান কালে ২০।১২।৪২ হইতে ২০।২।৪৩

ঃ কী উনি বলতে পারেন বিমল বাবু…মেজর তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলেন।

ঃ বিমল বাবু শান্ত হোন !…এতক্ষণে কিরীটি কথা বললেঃ আমি কিরীটি রায়, আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি !…আপনি স্থির হোন্। হ্যাঁ এবারে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি। আমি সমগ্র ঘটনার আসল সত্যটুকু বের করবার চেষ্টা করছি। এবং সে সত্য অন্যের কাছে যত ভয়ংকর ও নিদারুণ হোক না কেন—যে সত্যকে চায় বা খোঁজে তার কাছে পরম রমণীয় ! এবং সম্ভবত কিরীটি রায়ের জীবনে এই শেষ গোয়েন্দাগিরীর কাজ ! এরপর জন্মের মত এ পথ থেকে বিদায় নেবো ! জীবনে আর এ ধরণের কাজে হাত দেবো না ! কিন্তু নিরাশ হয়ে এই কাজ থেকে আমি শেষ বিদায় নেব না ! কেননা নিষ্ফলতা কাকে বলে কিরীটি আজ পর্যন্ত জানেনি ও জানেনা !....ভদ্র মহোদয়গণ—সুস্পষ্ট ভাবেই এখানে উপস্থিত সকলকেই আমি বলছি—আমি এই স্যার সূর্যপ্রসাদের হত্যা রহস্য জানবার চেষ্টা করছি এবং আমি তা জানবই—আপনারা কেউ আমার সাহায্য করুন বা চাই না করুন !

সহসা মেজর বলে উঠ্লেনঃ আপনার এধরণের কথার উদ্দেশ্য কী মিঃ রায়, আমাদের সাহায্য বলতে কী বোঝাতে চান আপনি?

ঃ শুনুন তবে ! কিরীটি তীক্ষ্ণস্বরে এবারে বলে উঠ্ল ঃ এখানে আপনারা যিনি যিনি উপস্থিত আছেন—প্রত্যেকেই আমার কাছে কিছু না কিছু গোপন করছেন।



পালাবার চেষ্টা করবেন না······ উজাগর সিং ঘুমিয়ে নেই—
—পৃষ্ঠা ১২৬